শ্রীশ্রীগুরুঃ শরণম্।

শ্রীশ্রীগদাধর গৌরাঙ্গৌ বিজয়েতাম্।

শ্রীগদাধর গৌরাঙ্গোপাসনাতত্ত্ব সন্দর্ভ

*

শ্রীনন্দগ্রাম নিবাসী
পরমআরাধ্য পূজ্যপাদ
শ্রীল শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস বাবা মহারাজজীর
অযোগ্য শিষ্য
শ্রীব্রজসুন্দর দাস ভক্তিতীর্থ
কর্তৃক সংগৃহীত সম্পাদিত এবং প্রকাশিত।

অবতার রহস্য, শ্রীরাধিকা স্বরূপতত্ত্ব, শ্রীগদাধর স্বরূপতত্ত্ব, ললিতাদি সমাধান, শ্রীগদাধর স্তব, শ্রীগদাধর গৌরাঙ্গলীলা, শ্রীগুরু স্বরূপ, শ্রীগৌর-গোবিন্দ দীক্ষা, সপরিকর শ্রীগৌর-গোবিন্দোপাসনা, শ্রীভাগবতে শ্রীগৌর মন্ত্রে শ্রীগৌরপূজা, শ্রীভাগবতের উপক্রমাদিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু।

৪৫৬ শ্রীগৌরাঙ্গাব্দীয় ঝুলন পূর্ণিমা।

—ঃ ঠিকানা ঃ—

শ্রীব্রজসুন্দর দাস ভক্তিতীর্থ

নিত্যানন্দধাম ঃ গৌরনগর, ঃ রাণীরচড়া।

পোঃ—নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া।

মূল্য—শ্রীগদাধর গৌরাঙ্গ প্রীত্যর্থে সদাচারি বৈষ্ণবকে বিতরণ।

Vrindavan Das
Govind Kund, Vrindavan
Nityananda Baba Ashram

Scanned by TapScanner

আত্ম-নিবেদন

—(*)—

এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য—সপরিকর শ্রীগৌর গোবিন্দের গুণাবলী কীর্ত্তন করা। এই গুণকীর্ত্তন দ্বারা মনকে উপদেশ করা হইয়াছে, এইজন্য ইহা মনঃ শিক্ষাই। কিন্তু ১৩৬৮ ফাল্গুন মাসে শ্রীধাম বৃন্দাবনে কেশীঘাটস্থ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কুঞ্জদাস গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমে একখানা পুস্তিকা প্রাপ্ত হই। উক্ত গ্রন্থ ১৩১৬ সালের পৌষ মাসে শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ঠাকুর সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থের নাম দিয়াছেন—"শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির তত্ত্বনির্ণয়ামৃত" তাহার মধ্যে প্রথম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে সংক্ষেপে শ্রীরাধারাণীর স্বরূপ বর্ণন। পরে গোস্বামী প্রমাণের দ্বারা শ্রীগদাধর প্রভুর তত্ত্ব নির্ণয়। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির দ্বাদশ নাম স্তোত্র; শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীস্বরূপ গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু, শ্রীভুগর্ভ গোস্বামী, শ্রীপরমানন্দ গোস্বামী, শ্রীনয়নানন্দ গোস্বামী এবং শ্রীশিবানন্দ গোস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত শ্রীগদাধর প্রভুর নয়টি স্তোত্র আছে। শ্রীনরহরি সরকার রচিত শ্রীগদাধর জন্ম এবং চরিত্র বর্ণন আছে। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী স্বকৃত শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃত ধৃত শ্রীলোচন দাসের তিনটি পদ এবং শ্রীগদাধর শাখা নির্ণয় লিখিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। সবই ইহার মধ্যে সংগৃহীত, গ্রন্থ লেখকের স্বকৃত কিছুই নাই। তবে লেখক কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করেন নাই। অনুসন্ধানে পাওয়া গেল গৌড়ীয় পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা মাদ্রাজের গভর্ণমেণ্ট ম্যানাস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরী হইতে শ্রীল সনাতন, শ্রীল রূপ, শ্রীল লোকনাথ, শ্রীল স্বরূপ ও শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতির নামের পুষ্পিকা (রচয়িতার নাম) সংযুক্ত পাঁচটি অষ্টক পাইয়াছি। ঐ সকল পদ্য ব্যতীত ১২৭৯ বঙ্গাব্দের মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা (৩য় সাংবৎসরিক চতুর্থ ভাগ) "নিত্যানন্দ দায়িনী পত্রিকা"য় শ্রীল নয়নানন্দ মিশ্র, শ্রীল পরমানন্দ, শ্রীল শিবানন্দ গোস্বামী প্রভৃতি কৃত শ্রীগদাধরাষ্টক, শ্রীনরহরি সরকার কৃত শ্রীগদাধর প্রভুর জন্ম কর্ম্মাদি লীলা, শ্রীযদুনাথ দাস কৃত শ্রীগদাধর প্রভুর শাখা নির্ণয়ামৃত মুদ্রিত হইয়াছে। ২০শ খণ্ড {১৩৪৯, ২৬শে আষাঢ়, ৪৮শ ৪৯শ সংখ্যা} ইতি গৌড়ীয়পত্র। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেল উক্ত "নিত্যানন্দ দায়িনী" পত্রিকায় সমস্ত অষ্টকই প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপে শ্রীগৌর গোবিন্দের প্রাণাধিক প্রিয়তম শ্রীরাধা গদাধরের গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া কিছু শ্রীগৌর-গোবিন্দের গুণাবলী কীর্ত্তন করা হইল। শ্রীগৌর-গদাধরের প্রীত্যর্থে তাঁহাদের শ্রীচরণে সমর্পণমস্তু।

Scanned by TapScanner

শ্রীগুরুঃ শরণম্।

শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরৌ বিজয়েতাম্

শ্রীশ্রীগদাধর-গৌরাঙ্গোপাসনাতত্ত্ব সন্দর্ভ

——(*)——

সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীমদ্ গুরুদেব দয়ানিধে। নানাবিঘ্নভয়ান্নিত্যং পাহিমাং মঙ্গলায়ন॥

বৃন্দারণ্যপুরন্দরং নবনবপ্রেমাভিলাষাস্পদং প্রেম্নো দাননিদানপূরপরমং পাণ্ডিত্যসারাকরম্।

গুঞ্জৎ কুঞ্জপুরীনিতান্তসদনং রাসাদিলীলাযুতং বন্দে গৌরগদাধরং প্রভুবরং প্রেম্না-কিশোরাকৃতিম্॥

জয় জয় গদাধর জয় গৌরচন্দ্র। হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ॥

জয় জয় শ্রীগুরু, শ্রীচরণ কল্পতরু, বন্দি মুঞি হৈয়া একমন।

যাঁর কৃপা লব লেশে, সর্ব্ববিঘ্ন যায় নাশে, সদা হয় অভীষ্ট পূরণ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র, প্রেমদাতা নিত্যানন্দ, গৌর আনা ঠাকুর অদ্বৈত।

গৌর প্রিয় গদাধর, শ্রীবাসাদি পরিকর, বন্দি মুঞি হৈয়া একমত॥

রাধাকৃষ্ণ সখীগণ, যতেক মঞ্জরী হন, করজোরে করিয়ে বন্দন।

তোমাদের শ্রীচরণে, মোর এই নিবেদনে, সদা গাও গৌরকৃষ্ণ গুণ॥

আত্মন্! এই ঘোর কলিতে কল্যাণপ্রদ একমাত্র শ্রীগৌরগোবিন্দ গুণকীর্ত্তন।। অতএব তাহা কিছু কীর্ত্তন করুন। মনঃ! তোমার প্রশ্ন বড় সুন্দর, তবে শ্রীগৌরগোবিন্দের প্রিয়জনের কৃপা বিনা কিছুই সিদ্ধ হয় না। এই-জন্য প্রথম তাঁহাদের অত্যন্ত প্রীতির ভাজন—শ্রীরাধাগদাধরের কিছু গুণকীর্ত্তন করা হউক। পরে ভাগ্যে থাকিলে তাঁহাদেরও কিছু গুণাবলীর কীর্ত্তন করা হইবে।

গদাধর গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ শক্তি। তাঁহার চরণে মোর সহস্র প্রণতি॥

বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা পণ্ডিত গোসাঞি। বহু শাস্ত্রে ব্যক্ত ইথে দ্বিধা কিছু নাই॥

পণ্ডিত গোসাঞি তত্ত্ব কহিবার তরে। আগে রাধা তত্ত্ব কহি মতি অনুসারে॥

রাধাতত্ত্ব কবিরাজ যে কৈল বর্ণন। তাহার সংক্ষেপে কিছু করিব গ্রন্থন॥

শ্রীগৌর গোবিন্দের অবতার রহস্যামৃত

——(*)——

আত্মন্! "চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তম্" সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি। (চৈঃ চঃ) অর্থাৎ এই কলিতে সেই শ্রীরাধাগোবিন্দ দুই স্বরূপ মিলিত হইয়া শ্রীগৌর হইয়াছেন। চন্দ্রামৃতে বলেন— "একীভূতং বপুরবতু বো রাধয়া মাধবস্য" একীভূতের অর্থ পূর্ব্বে এক ছিল না, এখন এক হইল। অর্থাৎ পূর্ব্বে পৃথক ছিল যে শ্রীরাধামাধব, তাঁহারা দুই স্বরূপ মিলিত হইয়া এই কলিযুগে শ্রীগৌর হইয়াছেন। এই দুই প্রমাণে পা...

Scanned by TapScanner

শ্রীগৌর অনাদিকালের নয়। "সর্ব্বে নিত্যা" যদি এই প্রমাণের অনুরোধে, ঐ প্রমাণোক্ত শ্রীগৌরকে অনাদি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়, তবে গোস্বামি হার্দ্দ লঙ্ঘন করিতে হয়। অতএব এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত, যাহাতে শ্রীগৌর-সুন্দর অনাদি নিত্য হইয়াও গোস্বামি হার্দ্দি বিরুদ্ধ না হয়। মনঃ! তবে শ্রবণ কর, অনাদ্যোহয়ং পুরুষ একএবাস্তি, তদেবং দ্বিধা বিধায় সর্ব্বানুরসান্ হরতি, স্বয়মেব রাধিকারূপং বিধায়। ইত্যাদি। দেখ মনঃ! শাস্ত্র আমাদিগকে বুঝাবার জন্য এইরূপ বলেন, কিন্তু সপরিকর শ্রীগৌর গোবিন্দ অনাদি নিত্য স্বরূপ জানিতে হইবে। সরলার্থ সামরহস্যো-পনিষদ বলেন—একই দুই রূপ শ্রীগৌর গোবিন্দ, আবার স্বয়ং শ্রীরাধিকা অর্থাৎ শ্রীরাধা এবং শ্রীগদাধর হন। "দ্বিধা বিধায়" ইহার অর্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণ গ্রহণ করিলে, "স্বয়মেব রাধিকারূপং বিধায়" ইহা দ্বিরুক্তি দোষ হয়। এবং "সর্ব্বানুরসান্ হরতি" এইস্থলে রসের যোগ আছে, এইজন্য "হরতি"র অর্থ আস্বাদন। অর্থাৎ দুইরূপে সমস্ত রস আস্বাদন করেন। এই সমস্ত রসের আস্বাদন কেবল শ্রীরাধাগোবিন্দে হয় না। কেননা তাহা হইলে শ্রীগৌর হইতেন না। শ্রীরাম নৃসিংহাদিকে গ্রহণ না করিয়া, শ্রীগৌরকে গ্রহণ করিবার কারণ, শ্রীগৌর গোবিন্দের সহযোগিতা এবং সাম্য আছে। যথা শ্রীগোপাল উত্তর তাপনী হিরণ্ময়ং সৌম্যতনুং স্বভক্তায়াভয়প্রদম্। ধ্যায়েন্মনসি মাং নিত্যং বেণুশৃঙ্গধরন্তুবা। অর্থাৎ সাধক স্বভক্তের প্রতি অনুগ্রহ কারক স্বর্ণবর্ণ রমনীয় ব্রাহ্মণ স্বরূপ আমার নিত্য ধ্যান করিবে। অথবা বেণুশৃঙ্গ এবং বনমালাদিধারী শ্যামবর্ণ আমার নিত্যধ্যান করিবে। একসঙ্গে ধ্যান বলিয়া সহযোগিতা এবং সাম্য দেখাইলেন। "সৌম্যো ব্রাহ্মণঃরত্নমালা" আত্মন্! হিরণ্ময় বলিতে শাস্ত্রে অপ্রাকৃত তেজঃ স্বরূপ গ্রহণ করেন, যেমন "হিরণ্যকেশঃ" ইত্যাদি এই অবস্থায় "হিরণ্ময়ে"র অর্থ স্বর্ণবর্ণ কিরূপে হয়? মনঃ! তবে শুন,—এইস্থানে হিরণ্ময়ের কৃপার আধিক্য দেখাইয়াছেন, কেননা হিরণ্ময়েরই বিশেষণ "স্বভক্তায়াভয়প্রদং" "হিরণ্যকেশ" বলিতে কেশের স্বর্ণবর্ণ গ্রহণে শোভা হয় না, এইজন্য ঐ অর্থ করা হয়। এইস্থলে ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে। ধ্যানে বর্ণেরই প্রয়োজন, যথা "এবং যুগানুরূপাভ্যাম্" ভাঃ ইহার স্বামী অর্থ "নামবর্ণাভ্যাং" এখানে যেমন ধ্যানের জন্য বর্ণ গ্রহণ হইয়াছে। উক্তস্থলে সাক্ষাৎ ধ্যানই বলিতেছেন, অতএব বর্ণই গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতি দ্বারা স্বর্ণবর্ণ এবং স্বর্ণবর্ণের কৃপার আধিক্য দেখ। মুণ্ডকোপনিষদ বলেন—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমংসাম্যমুপৈতি॥

যিনি যোনি সর্ব্বকারণ "সর্ব্বকারণকারণম্" (ব্রঃ সং) ব্রহ্মস্বরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপক, পুরুষরূপে সকলের প্রেরক এবং কর্ত্তা সেই ঈশ অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানকে সাধক যখন স্বর্ণবর্ণ স্বরূপ দর্শন করিবে, তখনই পাপপুণ্য হইতে শুদ্ধ হইয়া সাম্য অর্থাৎ সমান ধর্ম্ম প্রেমলাভ করিবেন। অসাধারণ ধর্ম্মকে লক্ষণ বলা হয়। শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমপুরুষোত্তম এইজন্য তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্ম একমাত্র প্রেম, সেই প্রেম লাভ করিয়া তাঁহার সদৃশ হবেন। আরও শুন "সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ" মহাভারত। "তথাপীতু" (ভাঃ) এইবার সারকথা শুন, অবিভক্ত রাধাতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর। বিভক্ত রাধা-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ, রাধাতত্ত্বেই শ্রীরাধা ও গদাধর, অনাদিকাল হইতে গোলোক বৃন্দাবন এবং ভৌম বৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দ বিহার করিতেছেন। সেইরূপ অনাদিকাল হইতে গোলোক নবদ্বীপ এবং ভৌম নবদ্বীপে শ্রীগদাধর গৌরাঙ্গ বিহার করিতেছেন। তাঁহারই ইঙ্গিত—"অদ্যাবধি সেই লীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়"। চৈঃচঃ

Scanned by TapScanner

আত্মন্! এই সিদ্ধান্ত সবই উত্তম, তবে সবই নূতন শুনিতেছি। বিশেষতঃ গোলোকে নবদ্বীপ এই কথায় লোক হাসিবে না কি? মনঃ! লোকের জন্য এই সিদ্ধান্ত নয় আত্ম সন্তোষের জন্য, তবে যদি প্রমাণ চাও এই দেখ— শ্রীনবদ্বীপ শতকে প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেন—

প্রকৃত্যুপরি কেবলে সুখনিধৌ পরব্রহ্মনি, শ্রুতিপ্রথিতবৈভবং পরপদং পরব্যোমকম্।

তদন্তরখিলোজ্জ্বলং জয়তি গৌড়ভূমণ্ডলং, মহারসময়ঞ্চতৎ কলয় তত্র বৃন্দাবনম্॥

অর্থাৎ মায়ার উপরে মুক্তিপদ, যেস্থানে ভগবান পরম সুখস্বরূপ ব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন। তাহার পরে পরব্যোম মহাবৈকুণ্ঠ, যেস্থানে সমস্ত ভগবৎ অবতারস্বরূপের ধাম সকল শ্রুতি প্রসিদ্ধ বৈভব দ্বারা শোভিত হইতেছে। তাঁহার উর্দ্ধে শ্রীগৌড় ভূমণ্ডল শ্রীনবদ্বীপধাম, যে ধাম অতিশয় উজ্জ্বলরূপে দেদীপ্যমান হইতেছে এবং পরম রসময়, ঐ দেখ তাহার মধ্যেই শ্রীধাম বৃন্দাবন শোভা পাইতেছে। এই পর্য্যন্ত শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য স্বরূপের গুণাবলী কীর্ত্তন হইল। যিনি মাদৃশমায়িক লোকেরও দৃশ্য, তাহাকে অবতার বলে। এখন তাঁহার কীর্ত্তন হবে। তবে অবতারে শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর হয়, এইজন্য প্রথম শ্রীকৃষ্ণ অবতার বলিব। শ্রীসনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃতে গোলোকে পরকীয়াভাব বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ভৌম বৃন্দাবনের অপ্রকট স্বরূপের পরকীয়াভাব বর্ণন করেন। শ্রীজীব গোস্বামী স্বকীয়ভাব বর্ণন করেন। নিশ্চয় হইল গোলোক এবং ভৌম অপ্রকট লীলায় স্বকীয়া এবং পরকীয়া দুই ভাবই আছে। শ্রীজীব গোস্বামী আরও বর্ণন করেন, স্বকীয়া রস আস্বাদনকারী শ্রীকৃষ্ণ পরকীয়া লীলা শ্রবণ করেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রকট লীলার মুল কারণ বলেন পরকীয়া রসের আস্বাদন। আত্মন্! এই আস্বাদনের ইচ্ছা কার। পরকীয়া রস আস্বাদনকারি শ্রীকৃষ্ণের কিম্বা স্বকীয়া রস আস্বাদনকারি শ্রীকৃষ্ণের? দেখ মনঃ! পরকীয়া রস আস্বাদনকারি শ্রীকৃষ্ণ ত সেই স্থানেই উক্তরস আস্বাদন করিতেছেন। তাঁর ইচ্ছার অবকাশ কোথায়। তবে স্বকীয়ারস আস্বাদনকারি শ্রীকৃষ্ণ পরকীয়া লীলা শ্রবণ করিয়া, তাহা স্বয়ং অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন, এই পরামর্শই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন। তবে প্রকটলীলায় মূল অবতার সপরিকর পরকীয়া রস আস্বাদনকারি শ্রীকৃষ্ণ, কেননা শ্রীপাদ জীবগোস্বামির কোন কোন অনুগতজনের ইচ্ছা নাই, স্বকীয়া রস আস্বাদনকারিণী শ্রীরাধিকাকে পরকীয়ারস আস্বাদন করাইতে। ইহা ঐ গ্রন্থে শ্রীরাধিকার ভঙ্গি দ্বারাই জানা যায়। আত্মন্! ভক্তের ইচ্ছায় কি ভগবান অবতার গ্রহণ করেন? মনঃ তাবই কি? স্বয়ং বলিয়াছেন—মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাং ক্রীড়াং। ব্রহ্মা বলে, "যদ্ যদ্ ধিয়া বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়" ইত্যাদি বহু প্রমাণ আছে। আত্মন্! তবে কি শ্রীজীব গোস্বামী ও স্বকীয়া বাদী? মনঃ! যদি সে স্বকীয়াবাদীই হইবেন, তবে স্বকীয়ালীলায় পরকীয়া লীলার বর্ণন করিবেন কেন? জগতের সর্ব্বত্র এই নিয়ম—প্রিয়জনকে স্বীয় প্রীতির বস্তুদান করা, ইহা দ্বারা জেনে নেও। উক্ত শ্রীকৃষ্ণের অবতারে "আর সব অবতার তাহে আসি মিলে" এই ন্যায়ে স্বকীয়ারস আস্বাদনকারি শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে মিলিত হইলেন। "কৃষ্ণদেহে বিষ্ণুকরে অসুর সংহার" এইরূপ পরকীয়া রস আস্বাদনকারি শ্রীকৃষ্ণে তাদাত্ম্যরূপে স্বকীয়া রস আস্বাদনকারি শ্রীকৃষ্ণ পরকীয়া রস আস্বাদন করেন।

Scanned by TapScanner

অপ্রকটলীলায় শ্রীজীব গোস্বামী দেখান, দন্তবক্রকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিয়া ব্রজলীলা অপ্রকট করেন। এবং ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজেই থাকেন। বসুদেবনন্দন দ্বারকাতে যান। এইরূপ জানিবে। শ্রীগৌরলীলার কারণ বলেন শ্রীরাধিকার প্রেম, শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধিকার কি প্রকার সুখ, এবং স্বীয় মাধুর্য্য কিরূপ? এই তিনের আস্বাদন করিবার ইচ্ছা হয় পরকীয়া রস আস্বাদনকারি শ্রীকৃষ্ণের, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে কিছুতেই উক্ত বিষয় আস্বাদন করিতে পারেন নাই। ইহার পর, কাহারও মতে শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি, কাহারও মতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ দুই মিলিত হইয়া শ্রীগৌর স্বরূপে আস্বাদন করেন। এই লীলার প্রকার পূর্ব্বে মতই অর্থাৎ পূর্ব্বে যে অনাদি-নিত্যস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে বলা হইয়াছেন। তাঁহার যখন প্রকট লীলার সময় হয়, তখন ঐ শ্রীগৌরসুন্দরে, উক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত হইয়া প্রকটলীলায় স্বীয় বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া অপ্রকট লীলায় পূর্ব্বের মত স্ব স্ব স্বরূপে অবস্থান করেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে শাস্ত্রের নিত্যতাবাক্য এবং গোস্বামি বাক্যের কোনই বিরোধ থাকে না। আত্মন্! এই সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত হবে কি? মনঃ! "সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে" (চৈঃ চঃ) এই বাক্য স্মরণ কর। আত্মন্! অনাদিকাল হইতে প্রকটলীলা পুনঃ পুনঃ হইতেছে, প্রথম প্রকটলীলায় পরকীয়া রস আস্বাদনকারির পুনঃ অপূর্ব্ব আস্বাদনের ইচ্ছা কিরূপে সম্ভব হয়? মনঃ! শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীসনাতন গোস্বামী দেখাইয়াছেন। গোলোকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তত্রত্য মথুরায় কংসের দমন করিতে বারম্বার যায়, কিন্তু তত্রত্য শ্রীকৃষ্ণ এবং সব পরিকর মনে করেন এই লীলা আর হয় নাই, এইবারই নূতন, ইহা শ্রীলীল শক্তির কার্য্য এইরূপ সর্ব্বত্র জানিবে। শ্রীগৌরগোবিন্দ অবতার রহস্যামৃত সমাপ্ত।

শ্রীগদাধরগৌরাঙ্গোপাসনাতত্ত্ব সন্দর্ভে

শ্রীরাধাতত্ত্বামৃত

—:(*):—

এবং হি তস্য শক্ত্যস্ত্বনেকধা সন্ধিনী জ্ঞানেচ্ছা ক্রিয়াদ্যা বহুধাঃ শক্তয়স্তাসু হ্লাদিনী বরীয়সী পরান্তরসম্ভূতা রাধা, কৃষ্ণেন আরাধ্যতে ইতি রাধা। কৃষ্ণং সমারাধয়তি সদা ইতি রাধিকা গান্ধর্ব্বীতি ব্যপদিশন্তি তাম্। অস্যা এব কায়ব্যূহরূপা গোপ্যোমহিষ্যঃ শ্রীশ্চেতি। সেয়ং রাধাযশ্চ কৃষ্ণো রসাব্ধিঃ, দেহশ্চৈকঃ ক্রীড়ার্থং দ্বিধাভুৎ।

এষা হবৈ সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্ববিদ্যা সনাতনী কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবা চেতি, বিবিক্তেন বেদাঃ স্তুবন্তি। যস্যা গাথা ব্রহ্ম-ভাগং বদন্তি। মহিমাস্যাঃ স্বায়ুর্মানেনাপি কালেন বক্তুং ন চোৎসহে; সৈব যস্য প্রসীদতি, তস্য করতলাবকলিতং পরমং ধামেতি। এতামজ্ঞায় যঃ কৃষ্ণমারাধয়িতুমিচ্ছতি, সমূঢ়তমশ্চেতি।—

Scanned by TapScanner

রাধাকৃষ্ণ একআত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসে প্রেম আস্বাদন করি॥
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার। স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন। হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব। ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি॥
কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়। কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥
কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন। ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ॥
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার। একলক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনাগণ আর কান্তাগণ সার। শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার॥
আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায় ব্যূহ রূপ তাঁর রসের কারণ॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ মোহিনী। গোবিন্দ সর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা শিরোমণি॥
দেবী কহি দ্যোতমানা পরম সুন্দরী। কিম্বা কৃষ্ণক্রীড়া ব্রজের বসতি নগরী॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে। যাঁহা তাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥
অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা। সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা॥
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিহোঁ হয় অধিষ্ঠান—
সর্ব্ব সৌন্দর্য্য কান্তি বৈসয়ে যাহাতে। সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাহা হইতে॥
জগৎমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে। রাধিকা করয়ে কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ॥
রাধাপূর্ণ শক্তি কৃষ্ণপূর্ণ শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রের প্রমাণ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ প্রাণধন। তাঁহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ॥ চৈঃ চঃ

উপরোক্ত শ্রুতির অর্থ পয়ারে আছে, শ্রীরাধিকার মহিমা এবং স্বরূপ পয়ারে ব্যক্ত আছে। উক্ত শ্রীরাধিকা যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার কিছুই জানিবার বাকি থাকে না। যে ব্যক্তি শ্রীরাধিকাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করে তাঁহার সবই ব্যর্থ হয়।

শ্রীরাধিকার শ্রীচরণ চিহ্ন চিন্তনের প্রকার যথা—বাম চরণের অঙ্গুষ্ঠ মূলে যব, তত্তলে চক্র, তত্তলে ছত্র, তত্তলে বলয়, তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠ সন্ধি আরম্ভ করিয়া বক্রভাবে অর্দ্ধ চরণ পর্য্যন্ত উর্দ্ধরেখা, মধ্যমাতলে কমল, তত্তলে পতাকা সহিত ধ্বজা, কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ, পার্ষ্ণিতে অর্দ্ধচন্দ্র, তাহার উপরে লতা ও পুষ্প—এই একাদশ চিহ্ন। দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ, কনিষ্ঠা তলে বেদি, তত্তলে কুণ্ডল, তর্জ্জনী মধ্যমার তলে পর্ব্বত, পার্ষ্ণিতে মৎস্য,

Scanned by TapScanner

তদুপরি রথ, রথের দুই পার্শ্বে শক্তি ও গদা। এই অষ্ট মিলিয়া ১৯ চিহ্ন শ্রীরাধিকার দুই চরণে। শ্রীরাধিকার বাম হস্তের চিহ্ন—তর্জনী মধ্যমার সন্ধিস্থলকে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার নিম্নে করভ ভাগে পরমায়ু রেখা। তাহার নিম্নে করভ আরম্ভ করিয়া তর্জনী অঙ্গুষ্ঠ মধ্যগতা অন্য রেখা। অঙ্গুষ্ঠ নিম্নে মনিবন্ধ হইতে উত্থিত মধ্য রেখা সঙ্গে মিলিত হইয়া তর্জনী অঙ্গুষ্ঠ মধ্যভাগগতা অন্য রেখা। অঙ্গুলীর অগ্রভাগে পঞ্চনন্দাবর্ত্ত। অনামিকা নিম্নে কুঞ্জর, পরমায়ু রেখা নিম্নে বাজী, মধ্য রেখা নিম্নে বৃষ, কনিষ্ঠা তলে অঙ্কুশ, ব্যজন, শ্রীবৃক্ষ, যূপ, বাণ, তোমর, মালা, শোভা অনুরূপ বিন্যাস করিবে। ইতি—১৮ চিহ্ন। দক্ষিণ হস্তে পূর্ব্বের মতই রেখাত্রয় জানিবে। অঙ্গুলীর অগ্রভাগে ৫টি শঙ্খ। তর্জনী তলে চামর, কনিষ্ঠা তলে অঙ্কুশ, প্রাসাদ, দুন্দুভি, বজ্র, শকট যুগ্ম, কোদণ্ড, অসি, ভৃঙ্গার শোভা অনুরূপ বিন্যাস করিবে। এই ১৭ চিহ্ন মিলিয়া মোট ৩৫ চিহ্ন দুই হস্তে। শ্রীরাধিকার যেমন চরণ এবং হস্তের চিহ্ন এইরূপ শ্রীরাধা গদাধরেরও জানিতে হইবে। যাঁহার ইচ্ছা হবে এইরূপ চিন্তা করিবেন ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি। নায়িকার শিরোমণি রাধাঠাকুরাণী ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলা এই অতি গূঢ়তর, দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর ॥
সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার। সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সেই গোপী ভাবামৃতে যাঁর লোভ হয়। বেদ ধর্ম্ম ত্যাজিয়া সে কৃষ্ণকে ভজয় ॥
রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন। সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। রাত্রি দিন চিন্তে রাধা কৃষ্ণের বিহার ॥
সিদ্ধ দেহে চিন্তি করে তাহাই সেবন। সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে। ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন। তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ (চঃ চঃ)

রাধিকার এই নাম সকল কীর্ত্তন করা উচিত। যথা—

রাধা রাসেশ্বরী রম্যা কৃষ্ণ মন্ত্রাধিদেবতা। সর্ব্বাদ্যা সর্ব্ববন্দ্যা চ বৃন্দাবনবিহারিণী ॥
বৃন্দারাধ্যা রমা শেষগোপীমণ্ডলপূজিতা। সত্যা সত্যপরা সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা ॥
বৃষভানুসুতা গোপী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী। গান্ধর্ব্বা রাধিকা রম্যা রুক্মিণী পরমেশ্বরী ॥

ইত্যেতানি নামানি যঃ পঠেৎ স জীবন্ মুক্তো ভবতি। ইতি—শ্রীরাধাতত্ত্বামৃত সমাপ্ত।

শ্রীগদাধরগৌরাঙ্গোপাসনাতত্ত্ব সন্দর্ভে

শ্রীগদাধরপ্রভু তত্ত্বামৃত

—(*):—

আত্মন্! শ্রীগদাধর প্রভুর তত্ত্বপ্রকাশক গুণাবলী কীর্ত্তন করুন, যাহা দ্বারা সর্ব্বসাধারণ লোক তাঁহার তত্ত্ব এবং মহিমা জানিতে পারেন। মনঃ! তোমার প্রশ্ন অতি উত্তম, তবে তাহাই শ্রবণ কর। শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীগদাধর প্রভুকে অষ্টকের দ্বারা স্তব করিয়াছেন, তাহার কেবল প্রথম শ্লোক এই স্থানে বলা হইবে।

"অখিলভুবনবন্দ্যং প্রস্ফুরৎপ্রেমসারম্। প্রবলকরুণয়াঢ্যং প্রেমভক্তিস্বতন্ত্রম্॥
ব্রজবিপিনবিরাজচ্ছ্রীলবৃন্দাবনেন্দুম্। মধুরমধুররূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্॥

সরলার্থ—অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আরাধ্য, নিরন্তর প্রেমসার প্রকাশাশ্রয়, অতিশয় করুণাযুক্ত, প্রেম-ভক্তি দানে স্বতন্ত্র, ব্রজবিপিনে শোভায়মান বৃন্দাবনচন্দ্র স্বরূপ। অতিশয় মাধুর্য্যপূর্ণ রূপ, শ্রীরাধা স্বরূপ শ্রীগদাধরকে আমি (শ্রীসনাতন গোস্বামী) স্তব করি। আত্মন্! "বন্দ্য" ইহার অর্থ আরাধ্য কিরূপে হয়? এবং শ্রীরাধাগদাধর অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আরাধ্য হইতে পারেন কি? গোস্বামী পাদের অভিপ্রায় কি ইহাই? দেখ মনঃ! আরাধ্য জনকেই বন্দনা করা হয়। "ভুবন, জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড" ইত্যাদি একার্থবাচি। অতএব অখিল ভুবন বলিতে অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝায় না কি? এখন বিচার কর অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আরাধ্য বলা যুক্তিযুক্ত হয় কি না? দেখ মনঃ! তুমি উক্ত গোস্বামির পরিচয় জানিলে এইরূপ সন্দেহ করিতে না। "রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধো বৃহস্পতি" (চৈঃ চঃ) এই তাঁর পরিচয়, তাঁহারা বাগ্মী অল্পাক্ষরে বহু বিষয় বলিয়া থাকেন। "মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা" অখিল ভুবন বন্দ্যের মধ্যে কি কি বিষয় আছে তাহা শ্রবণ কর।

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীগৌরগোবিন্দের অখিলারাধ্য বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। একতত্ত্ব হেতু শ্রীরাধাগদাধরও যে, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আরাধ্য এই বিষয়েও সন্দেহ রহিল না। আরাধনা করিলে কি গুণ, না করিলে কি দোষ, তাহাও শ্রবণ কর। শ্রীগৌরগোবিন্দ ভবিষ্যোত্তরে বলেন—

"প্রেমভক্তৌ যদি শ্রদ্ধা মৎপ্রসাদং যদীচ্ছসি। তদা নারদ ভাবেন রাধায়া রাধকো ভব॥

হে নারদ! যদি তোমার প্রেমভক্তি এবং আমার কৃপা পেতে ইচ্ছা থাকে তবে প্রীতির সহিত শ্রীরাধার (শ্রীরাধাগদাধরের) আরাধনা কর। নারদীয়ে বলেন—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব পুনঃ পুনঃ। বিনা রাধা প্রসাদেন মৎ প্রসাদো ন বিদ্যতে।
শ্রীরাধিকায়াঃ কারুণ্যাত্তৎসখীসঙ্গিতামিয়াৎ। তৎসখীনাঞ্চ কৃপয়া যোষিদঙ্গত্বমাপ্নুয়াৎ॥

Scanned by TapScanner

শ্রীগৌরগোবিন্দ বলেন—আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি। শ্রীরাধাগদাধরের কৃপা বিনা আমার কৃপা কখনও পাবে না। শ্রীরাধাগদাধরের কৃপা হইলে আমার (শ্রীগৌরগোবিন্দের) কৃপা হইবে। এবং শ্রীললিতাদি শ্রীরূপ মঞ্জরী আদির (শ্রীস্বরূপ গোস্বামী আদি শ্রীরূপ গোস্বামী আদির) সঙ্গ প্রাপ্তিপূর্ব্বক তাঁহাদের কৃপা দ্বারা শ্রীগৌরগদাধরের সেবকত্ব এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের দাসীত্ব লাভ হবে। সাধন দীপিকাতে ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। যথা— শ্রীকৃষ্ণ লীলায়াং শ্রীরাধায়া আনুগত্যে শ্রীমদ্‌রাধাগোবিন্দ চরণ সেবনং সর্ব্বোৎকৃষ্টম্। এবং শ্রীগৌরলীলায়ামপি তথৈব শ্রীরাধাগদাধরানুগত্যে শ্রীগৌরগোবিন্দস্য ভজনং সর্ব্বোৎকৃষ্টম্।" আত্মন্! মূলে আছে শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাহার সঙ্গে শ্রীগদাধর গৌরাঙ্গের যোগ কেন করিয়াছেন ? দেখ মনঃ! অষ্টকে আছে রাধা স্বরূপ তাঁহার অভিপ্রায় শ্রীরাধা হইতে শ্রীগদাধর পৃথক্ নয়, আমি গোস্বামি হার্দ্দ কিরূপে লঙ্ঘন করি, বস্তুতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরগদাধর একই তত্ত্ব এইজন্য এইরূপ বলা হইয়াছে। ভজন সেবা আদি আরাধনের অর্থ। যেমন গুরু সেবা না করিলে গুরু আনুগত্য এবং কৃপা হয় না, সেইরূপ শ্রীগদাধরের সেবা না করিলে তাঁর আনুগত্য এবং কৃপা হইবে না। শ্রীগদাধর সম্বন্ধে শুন—

ভজ ভজ মন মাধবনন্দন, গদাধর যাঁর নাম। তাঁহার চরণ যে করে শরণ সেই যায় ব্রজধাম॥
সেই গুরু সেই শিষ্য তোমাকে যে জানে। তোমা ছাড়ি ভক্তি করে চক্ষুহীন জনে॥

শ্রীরাধাগদাধরের ভজন না করিলে দোষ হয়, তাহা আরও শুন—

সেই রাধা হয় এই পণ্ডিত গোসাঞি। গৌর প্রেম সুধা রস পাই যাঁর ঠাঁই॥
অতএব তাঁরে যেবা হয় রতি হীন। প্রেমভক্তি নাহি তাঁর হয় মহাদীন॥
ইহাতেও যেইজন না করে বিশ্বাস। কোটি জন্মে নাহি ত্রাণ তাঁর সর্ব্বনাশ॥

শ্রীরাধিকার আনুগত্য অর্থাৎ রাগমার্গের ভজনও শ্রীরাধাগদাধরের কৃপায় হয়, যথা—

রাগানুগামার্গে যে ভজিতে সাধ করে। পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্যগণ অনুসারে॥
এ সবার অনুগা বিনা ব্রজ প্রাপ্তি নাই। অতএব তাঁর শাখা ব্রজের গোসাঞি॥ (গোঃ দাঃ)

অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার। আর যত মত সব যাউক ছারখার॥ (চৈঃ চঃ)

সেই প্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে মহাপ্রভুর নিকট বলেন—

মোর উপদেষ্টা তব প্রিয় গদাধর। পণ্ডিত গোস্বামী যিহোঁ প্রেমের ভাণ্ডার॥
মোর পিতা কহে যাঁরে রাধিকার অঙ্গ। কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় পাইলে যাঁর সঙ্গ॥

শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু বলিলেন—শ্রীগদাধরের সঙ্গ অর্থাৎ আনুগত্যেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভ হবে। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মতে শ্রীগদাধর শ্রীরাধারাণী ইহাও জানাইলেন।

"কৃষ্ণ রসতত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ। সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ॥

Scanned by TapScanner

গ্রন্থ শ্লোক, গীত কেহো প্রভু আগে আনে। স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু পাছে শুনে॥ চৈঃ চঃ এই যাঁর পরিচয়, বিশেষতঃ যিনি সাক্ষাৎ শ্রীললিতা রূপ সেই শ্রীস্বরূপ গোস্বামী স্বকৃত শ্রীগদাধর অষ্টকে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের সমর্থন করিয়াছেন। যথা—শ্রীগদাধর প্রভুর কৃপায়ই ব্রজবাস হয়। "ব্রজাদি বাসদায়কম্" শ্রীগদাধরের আনুগত্যে রাগমার্গপ্রাপ্তি "সুরাগ মার্গদর্শকম্" শ্রীগদাধরের কৃপায়ই কৃষ্ণভক্তি পাওয়া যায়। যথা "সরাধকৃষ্ণসেবন প্রকাশকম্" শ্রীরাধাগোবিন্দের রহস্যলীলা প্রাপ্তি একমাত্র শ্রীগদাধর কৃপাতেই হয় "নিকুঞ্জ সেবনাদি প্রকাশনৈককারণম্" শ্রীগদাধরের কৃপায় শ্রীরাধিকার দাসীভাব প্রাপ্তি "সদা সখীরতিপ্রদম্ তূর্ণমেব নার্য্যভাবভাজনম্"। অধিক কি আশ্রিত ব্যক্তিকে শ্রীগদাধর স্বীয় অঙ্গেই শ্রীরাধিকারূপ দর্শন করান "নিজেষু রাধিকাত্মতাবপুঃ প্রকাশনাগ্রহম্" ইতি (স্বঃ গোঃ) স্বদেহে শ্রীরাধিকা রূপ হন; যথা—

গৌরদেহে শ্যামতনু দেখে ভক্তগণ। গদাধর রাধারূপ হইল তখন॥ (চৈঃ মঃ)

শ্রীরাধাকৃষ্ণ অভিন্ন তত্ত্বের মত শ্রীগদাধর গৌরও যথা—"জয় জয় গদাধর পণ্ডিত। মণ্ডিত ভাব ভূষণ অনুপাম॥ শ্রীচৈতন্য অভিন্ন শকতিগুণ অন্য সুদুরুগম যছুরসধাম॥ কিয়ে বিধি জগজন দুরগতি জানি, শ্রীবৃন্দাবন, মধুর ভজন ধন, সম্পদ সার মিলাওল আনি। (সিবানন্দ সেন)

জয় জয় গদাধর গৌরাঙ্গ সুন্দর। এক আত্মা প্রকট ভাব দুই কলেবর॥
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ নবযুব দ্বন্দ্ব। ইদানীং প্রকট গদাধর গৌরচন্দ্র॥
মহাভাব স্বরূপা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী। সেই এই গদাধর পণ্ডিতাবতারী॥ (লোচনদাস)

আত্মন্! কেহ কেহ বলেন যাঁহারা শ্রীগদাধরের শিষ্য প্রশিষ্যাদি তাঁহারাই শ্রীগদাধর প্রভুর বিশেষরূপে পূজাদি করিবে, ইহাই কি সিদ্ধান্ত? দেখ মনঃ! আমাদের সম্প্রদায়ের মূল উপদেষ্টা শ্রীগৌর সুন্দরই "হৃদি যস্য প্রেরণয়া" ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীরূপ গোস্বামি দ্বারা "সেবাসাধক রূপেণ" এই নিয়ম করিয়াছেন। অর্থাৎ সাধক এই দেহে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতির আনুগত্যেই রাগানুগা ভজন করিবে। সেই শ্রীরূপ শ্রীসনাতন প্রভৃতি গোস্বামী কৃত শ্রীগদাধর স্তবাদি দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় শ্রীরূপ শ্রীসনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণ শ্রীগদাধরকে উপাস্য বুদ্ধিতে শ্রীরাধিকাকে যেমনভাবে পূজা করেন সেইরূপই শ্রীগদাধরকে পূজ করেন অনুমাত্রও ভেদভাবে পূজা করেন না। অতএব যাঁহারা উক্ত গোস্বামী আনুগত্যে ভজন করিবে, তাঁহারা যে কোন পরিবার ভুক্ত হইলেও উক্ত গোস্বামিদের মতই উপাস্য বুদ্ধিতে শ্রীরাধিকার অভিন্নরূপে পূজা করিবেন, নচেৎ উক্ত গোস্বামী অনুগত হইতে পারিবেন না। আত্মন্! গোস্বামিগণ সাক্ষাৎ পূজা করিয়াছেন তাহার প্রমাণ কি? এবং শ্রীলোচনদাস বলেন—

Scanned by TapScanner

"রাগানুগামার্গে" যে ভজিতে সাধ করে। পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্যগণ অনুসারে॥
তা সবার অনুগা বিনা ব্রজপ্রাপ্তি নাই। অতএব তাঁর শাখা ব্রজের গোসাঞি॥

ইহা দ্বারা জানা যায় শ্রীগদাধরের শিষ্য না হইলে রাগমার্গের ভজন করিতে পারিবে না, ইহাই কি সিদ্ধান্ত? দেখ মনঃ! তোমার স্বভাব তুমি ছাড়িতে পার না, শ্রীশুকদেব গোস্বামী তোমাকে শঠ (খল) এবং কিরাতের সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন। অথবা বর্ত্তমানে আমাদের স্বভাব অনুসারে প্রশ্ন করিতেছ। কারণ আমাদের "মনস্যেকং বচস্যেকং" আমরা উপদেশ দিতে বড় বড় কথা বলি আচরণ নাই। উক্ত গোস্বামিগণের তাহা নয় 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়' আপনি না আচরিলে শিখান না যায়।' (চৈঃ চঃ) যাহা স্বয়ং আচরণ করেন—তাহাই উপদেশ করেন। তাঁহারা যে পূজা করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ করাই অন্যায় কেননা অখিলভুবনবন্দ্য এই উক্তিই তার প্রমাণ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর কেহ কেহ নিম্নপ্রকারে সমাধান করেন তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি। মধুর রসে নিত্যাশ্রিত ভক্তগণই শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ সেবক। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের সেবকগণ সাধরাণতঃ বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ও শান্তরসে অবস্থিত। শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর রসের ভজনে শ্রীগদাধরকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীগৌরের "অন্তরঙ্গ ভক্ত" নামে কথিত হন। যাঁহারা মধুর রসে ভগবদ্ভজনে উৎসাহ বিশিষ্ট নহেন, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যেই শুদ্ধ ভক্তিতে অবস্থিত হন। শ্রীনরহরি প্রমুখ শ্রীগৌরের কতিপয় ভক্ত শ্রীগদাধর পণ্ডিতের অনুগত ছিলেন। তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দকে শ্রীগদাধরের প্রিয় সেব্যজ্ঞানে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতি। [illegible] কেননা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সম্বন্ধে বিরুদ্ধ বহু প্রমাণ আছে, আর শ্রীগৌর সুন্দর বর দিয়াছেন— যাঁহারা দাস্যসখ্যাদি ভাবের ভক্ত, সকলেই আমার কৃপায় মধুর রসের ভক্ত হইয়া সেই রস আস্বাদন করিবে। সমাধান এই যে, শ্রীগদাধরের আনুগত্যেই যে রাগানুগা ভক্তি হবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তবে আমাদিগকে শ্রীরূপ গোস্বামি প্রভৃতির অনুগত হইয়া ভজন করিতে হইবে, তবেই শ্রীগদাধরের আনুগত্য হয়, কেননা তাঁহারা শ্রীগদাধর প্রভুরই অনুগত ছিলেন। এইজন্য শ্রীগোপাল গুরু প্রভৃতি গোস্বামিগণও শ্রীরূপ গোস্বামির আনুগত্যের জন্যই বিধান দিয়াছেন। যথা "রূপপূর্ব্বগুরুগণানুগতং সেবনোৎসুকং এবং রূপং গুরুং ধ্যায়েন্মনসা সাধকঃ শুচিঃ। তাৎপর্য্যার্থ যে শ্রীরূপ গোস্বামির অনুগত অর্থাৎ তাঁহার আদেশ অনুসারে ভজনাদি করেন তাঁহাকে গুরু করিতে হইবে। শ্রীলোচনদাস যে শিষ্য এবং শাখা বলিয়াছেন, তাহা কেবল মন্ত্র শিষ্যই নহে। যাঁহারা শ্রীগদাধরের অনুগত হইবে তাঁহাদেরই অধিকার ইহাই তাৎপর্য্য। কেননা "শিষ্যোপশিষ্যাঃ কেচিচ্চ তথা কেচন চাশ্রিতাঃ" শাঃ শিঃ। অতএব আশ্রিত হইলেই তাঁহার অধিকার হইবে। এই পর্য্যন্ত অখিল ভুবনবন্দ্যোর অর্থ হইল। প্রস্ফুরৎ প্রেমসার অর্থাৎ মাদনাখ্য

Scanned by TapScanner

মহাভাবরূপ প্রেমের সার যাঁহাতে সদা প্রকাশ পাইতেছে। মাদনাখ্য ভাবের পরিচয়—
সর্ব্বভাবোদগমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতেহ্লাদিনী সারো রাধায়ামেব সর্ব্বদা।
(উঃ নিঃ)

সমস্ত ভাবের শ্রেষ্ঠ, হ্লাদিনী সাররূপ এবং সমস্ত ভাব উদ্গমের দ্বারা উল্লাসপ্রাপ্ত মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধিকায়ই সর্ব্বদা অবস্থান করেন। প্রবল করুণাযুক্ত কেননা শ্রীরাধাগদাধরেই পূর্ণরূপে করুণা। শ্রীগৌরগোবিন্দ এক হইলেও শ্রীরাধাভাব দ্বারাই শ্রীগৌরসুন্দরে অধিক কৃপা জানিতে হইবে। "প্রেমভক্তি স্বতন্ত্র" ইহার মধ্যপদলোপি সমাস। অর্থাৎ প্রেমভক্তি দান বিষয়ে যিনি স্বতন্ত্র "প্রেমভক্তৌ যদি শ্রদ্ধা মৎপ্রসাদং যদীচ্ছসি" এই তার প্রমাণ। শ্রীরাধাগদাধরের ভজন করিলে তিনি স্বতন্ত্রভাবেই ভক্তি দিবেন। এই বিষয়ে অনেক প্রমাণ দেখান হইয়াছে। "নিজেষ্ঠ ভক্তিদায়ক" (স্বঃ গোঃ)

"নদীয়া নাগরী সব বুঝল মরমে। যাঁর পরসাদে পাই প্রেম রতনে॥" (নয়নানন্দ)

ব্রজ বিপিনবিলসচ্ছীল বৃন্দাবনেন্দু ব্রজবনে শোভায়মান চন্দ্রস্বরূপ। এই স্থলে ব্রজ বলিতে শ্রীনবদ্বীপকেও জানিতে হইবে। "নবদ্বীপঃ সাক্ষাৎ ব্রজপুরম্" (নঃ শঃ) মধুর হইতে সুমধুর রূপ যাঁর ইহাই শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্ত করিয়াছেন—

"কোটি কাম জিনিরূপ যদ্যপি আমার। অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সাম্য নাহি যার।
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন" (চৈঃ চঃ)

শ্রীগদাধর সম্বন্ধে "অপরূপ রূপ হেরি তনু চমকাইত। অখিল ভুবন অনুপাম। হেরইতে জগজন তনু মন ভুলল যতুকিয়ে পায়ব পার॥ অনন্ত অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনি। উপমা মহিমা সীমা কি বলিতে জানি। (নঃ নন্দঃ)

থেনে নরহরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। গদাধর মুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া॥ (গোবিন্দ)

উক্ত বিশেষণবিশিষ্ট শ্রীরাধাস্বরূপ শ্রীগদাধরকে আমি (শ্রীসনাতন গোস্বামী) স্তব করি। উক্ত বিশেষণসমূহ দ্বারা নিশ্চয় করিলেন শ্রীরাধা এবং শ্রীগদাধরে কোন ভেদ নাই। শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী "অয়ি ব্রজবনেশ্বরি ……গদাধর ময়ি প্রভো কুরু কৃপাকটাক্ষচ্ছটাম্" প্রার্থনা করিতেছেন হে বৃন্দাবনেশ্বরি শ্রীরাধে তুমিই শ্রীগদাধর প্রভু, অতএব আমার প্রতি কৃপা কটাক্ষ করুন। শ্রীরূপ গোস্বামী অল্পাক্ষরে তাঁহার তত্ত্ব এবং পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

"সর্ব্বপাণ্ডিত্যসারাখ্যং প্রেমরত্নবিভূষণম্। মাধবাত্মজবন্দ্যাগ্র্যং বন্দে রাধাগদাধরম্॥"

সমস্ত পাণ্ডিত্যের সার স্বরূপে যিনি প্রসিদ্ধ, পূর্ব্বোক্ত মাদনাখ্য মহাভাব রূপ প্রেমরত্ন দ্বারা সর্ব্বদা বিভূষিত শ্রীমাধব মিশ্রের পুত্র, যত আরাধ্য আছেন তাহাদের সকলেরই অগ্রগণ্য অর্থাৎ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আরাধ্য, হেন শ্রীরাধাগদাধরকে আমি (শ্রীরূপ গোস্বামী) বন্দনা করি। শ্রীগদাধরপ্রভু

Scanned by TapScanner

স্বরূপে শ্রীরাধিকা, শ্রীমাধব মিশ্রের পুত্র, শ্রীমাধব মিশ্র পূর্ব্বলীলায় শ্রীবৃষভানু রাজা, তাঁহার পত্নী শ্রীরত্নাবতী মাতা শ্রীকীর্ত্তিদামাতা' এইরূপ পরিচয়। গৌরগণোদ্দেশেতে দিয়াছেন যথা—

"তৎপ্রকাশ বিশেষোঽপি মিশ্রঃ শ্রীমাধবোমতঃ। তৎ পত্নী তু রত্নাবতী কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিতা বুধৈঃ॥

শ্রীগদাধর প্রভুর গুরু শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু। কেহ কেহ বলেন উক্ত বিদ্যানিধি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য কেননা শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে এইরূপ উক্তি আছে। কিন্তু শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা এবং প্রেমবিলাসে আছে উক্ত বিদ্যানিধি প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। অতএব উক্ত দুই গ্রন্থের প্রমাণ বলবান এইজন্য নিশ্চয় হইল। উক্ত বিদ্যানিধি প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্রপ্রভুরই শিষ্য। আরও কারণ এই যে উক্ত বিদ্যানিধি প্রভু সর্ব্বপ্রথম যখন মহাপ্রভুর দর্শন করিতে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসেন তখন একমাত্র শ্রীমুকুন্দ এবং শ্রীবাসুদেব দত্ত ভিন্ন অন্য কেহই তাহাকে জানিতেন না। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুও জানিতেন না ঐ প্রকরণের এইরূপ অর্থ। (চৈঃ ভাঃ) উক্ত গোস্বামী স্বকৃত সহস্র নাম স্তোত্রে শ্রীরাধাই শ্রীগদাধর এইরূপ পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা "উভয়ৌ রাধিকাকৃষ্ণৌ শ্রীচৈতন্যগদাধরৌ" "রাধারূপী গদাধরঃ" রাধা চ শ্রীগদাধরঃ এইরূপ বহু প্রয়োগ আছে। অদ্বৈত প্রকাশে "গদাধরঞ্চ শ্রীবাসং বন্দে রাধেশসেবিনম্‌" অর্থাৎ শ্রীরাধারূপী শ্রীগদাধর এবং ভগবদ্ভক্ত শ্রীবাসকে আমি (ঈশান) বন্দনা করি। শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু স্বকৃত শ্রীগৌরগদাধর যুগলাষ্টকে

"........শ্রীরাধিকাকৃষ্ণবপুর্ধরাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌরগদাধরাভ্যাং"

শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপী শ্রীগদাধরগৌরকে বন্দনা করি। শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী॥

সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ। নির্ণীতঃ স্বরূপাদ্যৈর্যাব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা॥

পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দরবল্লভা। সাদ্য গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ॥

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকাতে শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী শ্রীগদাধরস্বরূপ নির্ণয় করত বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বলীলায় যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমস্বরূপা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকা তিনিই এই গৌরলীলায় শ্রীগৌর প্রেমলক্ষ্মী শ্রীগদাধর পণ্ডিত হইয়াছেন, ইহা শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভৃতি নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারই বাক্য শ্রীকৃষ্ণলীলায় যিনি বৃন্দাবনলক্ষ্মী শ্রীশ্যামসুন্দরবল্লভা শ্রীরাধিকা তিনিই গৌর-লীলায় শ্রীগৌরপ্রেমলক্ষ্মী শ্রীগদাধর পণ্ডিত। এই মত কেবল শ্রীস্বরূপ গোস্বামির নিজেরই নহে ইহা জানাবার জন্য তিনি স্বীয় করচাতে শ্রীগদাধর স্বরূপ নির্ণয় করত বলিতেছেন "অবনীভূসুরবরঃ পণ্ডিতাখ্যো যতীন্দ্রঃ, স খলু ভবতি রাধা শ্রীলগৌরাবতারে নরহরি সরকারস্যাপি দামোদরস্য প্রভু নিজদয়িতানাং তচ্চসারং মতং মে। শ্রীরাধাই ব্রাহ্মণবর, বিখ্যাত পণ্ডিত, যতিচূড়ামণি, শ্রীগদাধর প্রভু হইয়াছেন, এই মত শ্রীনরহরি সরকার, শ্রীদামোদর পণ্ডিত, এবং শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ নিজ প্রিয়গণের এইজন্য এই মতই শ্রেষ্ঠ, অতএব আমার (শ্রীস্বরূপ গোস্বামির) ও এই মত।

Scanned by TapScanner

শ্রীরাধাভিধেয়ং গদাধর ইতিখ্যাতং মহীমণ্ডলে, যৎ প্রেমাব্ধিকণালবেন সকলং মগ্নং জগৎ সর্ব্বদা।
যৎ সর্ব্বস্ব পদাম্বুজং প্রভুবরং তং লোকনাথস্য মে, কৃষ্ণপ্রেম সুধাশ্রয়াঙ্ঘ্রি যুগলং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং ভজে॥
শ্রীলোকনাথ গোস্বামী বলেন—যিনি শ্রীরাধিকা নামে অভিহিত, পৃথিবীতে শ্রীল গদাধর নামে বিখ্যাত যাঁহার প্রেমসমুদ্রের কণিকালেশে পাপমলিন মহীমণ্ডলকে নিরন্তর মগ্ন করিতেছেন, যাঁহার শ্রীপাদপদ্মই আমার সর্ব্বস্বধন এবং উক্ত পাদপদ্মদ্বয় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসুধার আধার, আমি (লোকনাথ) "শ্রীপণ্ডিত" নামে খ্যাত আমার সেই প্রভুবরকে ভজনা করি।

যঃ কৃষ্ণো রাধয়াকুঞ্জে বিলাসং কৃতবান্ পুরা। গদাধরেণ সংযুক্তঃ স গৌরো বসতে ভুবি॥
শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শতকে বলেন—পূর্ব্বে যেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত নিকুঞ্জে বিহার করিতেন। এখন সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দররূপে শ্রীরাধিকাস্বরূপ শ্রীগদাধরের সঙ্গে বিহার করিতেছেন।

গোলোকাদবতীর্য্য যঃ ক্ষিতিতলে শ্রীরাধয়া সংযুতো, সোঽয়ং গৌরগদাধরো বিজয়তে সানন্দমদ্বৈতকং,
শ্রীনয়নানন্দ গোস্বামী বলেন—যেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীগোলক হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত নানাবিধ বিহার করিয়াছেন। অদ্বয় স্বরূপ সেই শ্রীগৌরগদাধর এখন আনন্দে বিরাজ করিতেছেন। ভজনামৃতে শ্রীনরহরি সঃ গদাধর এব রাধা। শ্রীশিবানন্দ বলেন—রাসাদি সুখদ শ্রীরাধাগদাধরকে বন্দনা করি। "রাসাদিসর্ব্বসুখদং……… বন্দে শ্রীলগদাধরং" (স্বঃ কৃঃ গঃ অঃ) শ্রীপরমানন্দ গোস্বামী বলেন—যিনি যমুনার তীরস্থিত কুঞ্জে বিহার করিয়াছিলেন সেই শ্রীরাধাগদাধর আমাকে আদেশ করুন। কলিন্দগনন্দিনীতট নিকুঞ্জপুঞ্জেষু যঃ ……… সমে দিশতু গদাধরঃ। (স্বঃ কৃঃ গঃ অঃ) শ্রীকৃষ্ণ বলেন—আমার অত্যন্ত প্রেয়সী শ্রীরাধিকাই শ্রীগদাধর। "অতিপ্রিয়া রাধিকা মে গদাধরঃ" (অনন্তসংহিতা) শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন হে রাধে তুমি স্বয়ংই শ্রীগদাধর, "ত্বং হি রাধিকা স্বয়ং গদাধরঃ" (অগ্নিসংহিতা) শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম জানাকে শ্রীরাধিকা স্বপ্নে আদেশ করিয়াছেন শ্রীগদাধর পণ্ডিত আমারই স্বরূপ। "মদ্রূপঃ শ্রীগদাধরঃ" হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকাই শ্রীগদাধরস্বরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের বামে অবস্থান করেন "বামে শ্রীল গদাধরোহ্লাদিনী শক্তিবিগ্রহঃ" (শ্রীচৈতন্যার্চ্চনচন্দ্রিকা) "প্রেমের স্বরূপা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী। তিহোঁ শ্রীলগদাধর পণ্ডিতাবতারী॥ (ভক্তমালা) "বামে গদাধর রাধারূপ" (মোহনদাস) "ভানুসুতা অবতার গদাই পণ্ডিত" শ্রীহরিনামার্থে (ব্রহ্মহরিদাস) "শ্রীরাধিকা গদাই পণ্ডিত" (শ্রীরামচন্দ্র)

মহাভাব স্বরূপা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী সেই এই গদাধর পণ্ডিতাবতারী॥ (লোচনদাস)
"পণ্ডিত গদাধর রাধে" (বাসুদেব) গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজ শক্তি।

Scanned by TapScanner

গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি শক্তি অবতার। অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি গণনা যাঁহার॥
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সবার উপর। তিহোঁ লক্ষ্মীরূপা তার সম কেহ নাই (চৈঃ চঃ)
গদাধর হৈল যেন গঙ্গা মূর্ত্তিমতী। সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি॥
আপনে চৈতন্য বলিয়াছেন বারবার। গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার॥ চৈঃ ভাঃ)
বৃষভানুসুতা রাধা শ্যামসুন্দরবল্লভা। কলৌ গদাধরঃ খ্যাতো মাধবানন্দনন্দনঃ॥
মাধবস্য গৃহে জাতো মাধবস্য কুহুতিথৌ। শ্রীরাধাদ্ভুতরূপেণ পণ্ডিতশ্রীগদাধরঃ॥

সাধনদীপিকায় এই দুইটি শ্লোক শ্রীগদাধরতত্ত্ব প্রকরণে উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্রন্থনাম উদ্ধৃত করেন নাই। অর্থ যথা— যিনি শ্রীশ্যামসুন্দরের বল্লভা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা তিনিই কলিতে মাধবের (শ্রীগৌরসুন্দরের) আনন্দ দিবার জন্য শ্রীমাধব মিশ্রের পুত্র শ্রীগদাধর নামে খ্যাত হইয়াছেন। শ্রীরাধিকা বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথিতে শ্রীমাধব মিশ্রের গৃহে পরম রমণীয় শ্রীগদাধরস্বরূপে প্রকট হইয়াছেন। (অতএব বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথি শ্রীগদাধর জয়ন্তী)

আপনে ভক্তের সব মন্দিরে মন্দিরে। নিত্যানন্দ গদাধর সংহতি বিহরে॥
প্রভু বলে "কোনজন ঘরের ভিতর?" ব্রহ্মচারী বলেন "তোমার গদাধর"॥
কি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ গদাধরে। একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে॥
আই বোলে বাপ! তুমি সর্ব্বদা থাকিবা। ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোথা না যাইবা॥ (নবদ্বীপে)
নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি। প্রভু গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে। গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে॥
গদাধর সম্মুখে পড়েন ভাগবত। শুনি হয় প্রভু প্রেমরসে মহামত্ত॥
গদাধর বাক্যে মাত্র প্রভু সুখী হয়। ভ্রমে গদাধর সঙ্গে বৈষ্ণব আলয়॥
এই মত প্রভু প্রিয় গদাধর সঙ্গে। তান মুখে ভাগবত কথা শুনে রঙ্গে॥ চৈঃ ভাঃ (পুরী)
শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখা মহোত্তম। তাঁর শাখা উপশাখা করিয়ে গণন॥
পণ্ডিত গোসাঞিরগণ ভাগবত ধন্য। প্রাণবল্লভ যাঁর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রীগদাধরের মধুর ভাব যথা—

পুরী গোসাঞির বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য, গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্য রস।
গদাধর জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ, এই চারিভাবে প্রভু বশ॥ চৈঃ চঃ

শেষে গদাধর প্রতি বলিলেন বাক্য। তুমি বিষ্ণু পূজ মোর নাহিক সে ভাগ্য॥ (চৈঃ ভাঃ)
পণ্ডিত শ্রীগদাধর সর্ব্বগুণধাম। প্রভু কাছে থাকে নিরন্তর লয় নাম॥
রজনী শুতিয়াছিল প্রভুর সংহতি ....ইহা বলি অঙ্গমালা দিল তাঁর গলে॥

Scanned by TapScanner

জগন্নাথ দেবের পূজা করিল বিধানে। পুনঃ পূজা করে নিজ প্রভু বিদ্যমানে ॥
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে করিল লেপন। দিব্যমালা গলে দিয়া করেন স্তবন ॥
এইমত প্রতিদিন করে পরিচর্য্যা। শয়ন মন্দিরে করে শয়নের শয্যা ॥
চরণ নিকটে নিতি করেন শয়ন। নিরন্তর শ্রদ্ধাভক্তি পর তাঁর মন ॥
গৌরদেহে শ্যামতনু দেখেন যখন। গদাধর রাধারূপ হইল তখন ॥
ক্ষণে গৌরলীলা গদাধর করি সঙ্গে। ক্ষণে শ্যামলীলা রাধা রাসরস রঙ্গে ॥

এ বোল বলিয়া বাণী, তবে সেই মহামুনি, গদাধর পণ্ডিতেরে বোলে।.........
প্রধান প্রকৃতি তুমি, কৃষ্ণ শক্তি রাধা তুমি, কি জানি তা কহিবারে আমি।
রমনীর শিরোমণি, কৃষ্ণপ্রেম সোহাগিনী, তোর তত্ত্ব কি বলিতে জানি। (চৈঃ মঃ)

এইসকল প্রমাণে নিশ্চয় হইল সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণীই শ্রীলগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আত্মন্! "ইয়মপি ললিতৈব রাধিকালী, ন খলু গদাধর এব ভূসুরেন্দ্রঃ।" ইহা দ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীগদাধরকে শ্রীললিতা বলিয়াছেন ? মনঃ! ইহার সমাধান সেই শ্লোকেই আছে। কেননা উক্ত শ্লোকের পরার্দ্ধে বলিয়াছেন—"হরিরয়মথবা স্বয়ৈব শক্ত্যা, ত্রিতয়মভূৎ স্ব, সখী, চ রাধিকা চ" অথবা বলিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন শ্রীললিতা শ্রীগদাধর হইয়াছেন ইহা কেবল নাটকের দৃশ্যাবস্থা, বস্তুতঃ শ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা এবং শ্রীললিতা এই তিনরূপ হইয়াছেন। এইজন্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রণেতা শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় বলেন। যথা—ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী ললিতেত্যপরে বিদুঃ। স্বপ্রকাশবিভেদেন সমীচীনং মতন্তু তৎ। অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগাৎ ত্রিরূপতাম্। অতঃ শ্রীরাধিকারূপ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ। কেহ কেহ বলেন শ্রীধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারীই শ্রীললিতা। যদি শ্রীগদাধরকেই শ্রীললিতা বলা হয় তাহাতেও কোন বিরোধ নাই, কেননা শ্রীগদাধর স্বয়ং শ্রীরাধাই। অতএব পূর্ব্বশ্রুতিতেই দেখান হইয়াছে "অন্যা এব কায়বূহরূপা গোপ্যঃ"—অতএব শ্রীগদাধর প্রকাশভেদে শ্রীললিতা হইলেও কোন দোষ হয় না। এইরূপ সমাধান করিয়াও শ্রীকবিকর্ণপূর বলেন যে, কিম্বা শ্রীভগবান শ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও শ্রীললিতা হয়েছেন, এইজন্য শ্রীরাধিকারূপ শ্রীগদাধরই।

আত্মন্! "তেঁহো লক্ষ্মীরূপা তাঁর সম কেহ নাই" এইস্থলে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীগদাধরকে স্পষ্টই শ্রীলক্ষ্মীস্বরূপ বলিয়াছেন! ইহা দ্বারা জানা যায় শ্রীগদাধর শ্রীলক্ষ্মীস্বরূপই ?

মনঃ! পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের দ্বারা সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণী শ্রীগদাধর, ইহা নিশ্চয় হইয়াছে। শাস্ত্রের নিয়ম "বাহুল্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি।" অর্থাৎ বহুবাক্যের সহিত একবাক্যের বিরোধ হইলে,

Scanned by TapScanner

ঐ বিরুদ্ধ বাক্যটিকে বহুবাক্যের অনুসারেই অর্থ করিতে হইবে। এইজন্য লক্ষ্মী শব্দে সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধিকাকেই জানিতে হইবে। কেননা "তাঁর সম কেহ নাই" এইবাক্যে তাহাই সূচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ এইস্থলে যাঁহাকে লক্ষ্মী বলা হইয়াছেন, সে সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধিকা, কেননা তাঁহার সমান আর কেহই নাই।

আত্মন্! শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলেন—

"গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব। রুক্মিণীদেবীর যৈছে দক্ষিণা স্বভাব॥"

এইস্থলে শ্রীগদাধরকে শ্রীরুক্মিণীর মত দক্ষিণা স্বভাব বলাতে, কেহ কেহ শ্রীগদাধরকে শ্রীরুক্মিণীর স্বরূপ বলিয়া থাকেন। মনঃ! পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকাই শ্রীগদাধর। শ্রুতিতে বলা আছে "অস্যা এব কায়ব্যূহরূপা গোপ্যোমহিষ্যঃ শ্রীশ্চঃ" অর্থাৎ শ্রীরাধিকারই কায়ব্যূহ শ্রীগোপীগণ শ্রীমহিষীগণ এবং শ্রীলক্ষ্মীগণ, সাধন দীপিকার প্রমাণে বলা হইয়াছে "শ্রীগোপী, শ্রীমহিষী এবং শ্রীলক্ষ্মীগণের সহিতে শ্রীরাধিকা শ্রীগদাধর হইয়াছেন।" অতএব অংশী শ্রীগদাধরে স্বাংশা শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির গুণ থাকাতে কোন দোষ হয় না। বস্তুতঃ শ্রীগদাধর স্বরূপে শ্রীরুক্মিণী এইকথা শ্রীকবিরাজ গোস্বামীও বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—"রুক্মিণী দেবীর যৈছে দক্ষিণা স্বভাব।" অংশীতে সময় বিশেষে অংশের স্বভাব প্রকাশ পায়। শ্রীরাধিকাতেও এইরূপ দেখা যায়। যথা—"হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্কাসি ক্কাসি মহাভুজ! দাস্যাস্তে কৃপনায়া মে সখে! দর্শয় সন্নিধিম্॥" বাম্য প্রধানা শ্রীরাধিকার এই উক্তি দাক্ষিণ্য স্বভাব অবলম্বন ভিন্ন হইতে পারে না। তদ্রূপ এইস্থলেও জানিতে হইবে। উক্ত প্রকরণে শ্রীগদাধর যে দাক্ষিণ্যভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কারণ শ্রীকবিরাজ গোস্বামীও উট্টঙ্কন করিয়াছেন। যথা—এদিকে বল্লভভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর সভায় অপমানিত হইয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির নিকট যাতায়াত করিলে। কবিরাজের উক্তি—

"যদ্যপি পণ্ডিত না কৈল অঙ্গীকার। ভট্ট যাই তবু পড়ে করি বলাৎকার॥
আভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন। এ সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ লইনু শরণ॥
অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু জানিবে মোর মন। তাঁরে ভয় নাহি কিছু, বিষম তাঁর জন॥"

এইস্থলে শ্রীগদাধর প্রভু বলিতেছেন—অন্তর্য্যামী প্রভু আমার মন জানেন, অতএব আমি প্রভুকে কিছুই ভয় করি না। তবে তাঁরগণকে ভয় করি, কেননা তাঁহারা বড়ই বিষম।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ংই বলিয়াছেন—

"পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা কহনে না যায়। গদাধর প্রাণনাথ নাম হৈল যাঁর॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহনে না যায়। গদাই গৌরাঙ্গ বলি যাঁরে লোকে গায়॥
চৈতন্যপ্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে। এক লীলায় বহে গঙ্গা শত শত ধারে॥

Scanned by TapScanner

পণ্ডিতের সৌজন্যতা ব্রহ্মণ্যতা গুণ। দৃঢ় প্রেমমুদ্রা লোকে করিল খ্যাপন॥
বাহ্য অর্থ যেই লয় সেই যায় নাশ।"

যদিও এইস্থলে দাক্ষিণ্য মিশ্রিত ত্বদীয়তা ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা আগন্তুক, স্বরূপগত নহে। স্বরূপগত বামা মিশ্রিত মদীয়তা ভাব। যথা—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬ পরিচ্ছেদে—

গদাধর পণ্ডিত যবে সঙ্গে চলিলা। ক্ষেত্র সন্ন্যাস না ছাড়িও প্রভু নিষেধিলা॥
পণ্ডিত কহে যাহা তুমি সেই নীলাচল। ক্ষেত্র সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥
প্রভু কহে ইহা কর গোপীনাথ সেবন। পণ্ডিত কহে কোটি সেবা ত্বৎপদ দর্শন॥
প্রভু কহে সেবা ছাড়িবে আমার লাগে দোষ। ইহা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ॥
পণ্ডিত কহে সব দোষ আমার উপর। তোমা সঙ্গে না যাব যাব একেশ্বর॥
আই দেখিতে যাব আমি না যাব তোমা লাগি। প্রতিজ্ঞা সেবা ত্যাগ দোষ তার আমি ভাগী॥
এত বুলি পণ্ডিত গোসাঞি পৃথক্ চলিলা। কটক আসি প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা॥
পণ্ডিতের গৌর প্রেম বুঝন না যায়। প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণ সেবা ছাড়িলা তৃণ প্রায়॥
তাঁহা'র চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ। তাঁর হাত ধরি প্রভু কহেন প্রণয় রোষ॥
প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িবে এ তোমার উদ্দেশ। সেই সিদ্ধ হৈল ছাড়ি আইলা দূর দেশ॥
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ সুখ। তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুখ॥
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল। আমার শপথ যদি আর কিছু বল॥
এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা। মূর্চ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তথায় পড়িলা॥
পণ্ডিত লৈয়া যাইতে সার্ব্বভৌমে বিদায় দিলা। ভট্টাচার্য্য কহে উঠ ঐছে প্রভুর লীলা॥
তুমি কৃষ্ণসেবা নিজ প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা। ভক্তে কৃপায় প্রভু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা॥

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কৃত শ্রীগদাধর প্রভুর অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রে বলেন—রাধা স্বরূপঃ চৈতন্যগণসম্মান্যঃ। অর্থাৎ শ্রীগদাধর শ্রীরাধার স্বরূপ এবং শ্রীগৌরসুন্দরের সমস্ত ভক্তই তাহাকে সম্মান করেন।

গদাধর তত্ত্বামৃত সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শাখানির্ণয়ামৃতম্।

—(***)—

বৃন্দারণ্যপুরন্দরং নব নব প্রেমাভিলাষাস্পদম্, তীর্থন্যাসবিলাসপূরপরমং পাণ্ডিত্যসারাকরম্॥
গুঞ্জৎ কুঞ্জপুরীনিতান্তসদনং রাসাদিলীলামৃতম্, বন্দে গৌরগদাধরং প্রভুবরং প্রেমাকিশোরং যুগম্॥

Scanned by TapScanner

শাখারূপান্ পণ্ডিতস্য পরানন্দবিলাসিনঃ।
শিষ্যোপশিষ্যাঃ কেচিচ্চ তথা কেচনচাশ্রিতাঃ।
ধ্রুবানন্দমহং বন্দে সদোজ্জ্বলবিলাসিনং।
শ্রীশ্রীধরং সুদামাখ্যং ব্রহ্মচারিণমদ্ভুতং।
বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গপ্রিয়পাত্রকং।
শ্রীযুতং হরিদাসাখ্যং ব্রহ্মচারিমহাশয়ং।
বন্দেঽনাস্তদ্ভুতরসমনন্তাচার্য্যসংগকং।
মহাভাব চমৎকাররূপান্বিতং স্বভাবজং
বন্দে শ্রীনয়নানন্দমিশ্রং প্রেমসুধার্ণবং।
গঙ্গামন্ত্রিনমীড়েঽহং সেবাসৌখ্যবিলাসিনম্।
যঃ প্রেম্না গৌরচন্দ্রেন পরিবারগণৈঃ সহ।
লীলাকলাপসংযুক্তং রাধাকৃষ্ণরসাত্মকম্।
গোস্বামিনং চ ভূগর্ভং ভূগর্ভোখ্যং সুবিশ্রুতম্।
ভূগর্ভসঙ্গিনং বন্দে শ্রীভাগবতদাসকম্।
ভক্তসংঘট্টভক্তাখ্যং ভক্তবৃন্দেন রাজিতম্।
কৃষ্ণপ্রেমময়ং স্বচ্ছং পরমানন্দদায়িনম্।
বন্দে শ্রীনাথনামানং পণ্ডিতং সদ্‌গুণাশ্রয়ম্।
অতিদীনজনে পূর্ণপ্রেমবিত্তপ্রদায়কম্।
যস্য শ্রীপুস্তকং কৃষ্ণমাধুর্য্য প্রেমপোষকম্।
বন্দে জগন্নাথদাসং কাষ্ঠকাটেতিবিশ্রুতম্।
হরিদাসাচার্য্যবর্য্যং বঙ্গদেশনিবাসিনম্।
বন্দে গোপালদাসাখ্যং সাদিপুরনিবাসিনম্।
ব্রহ্মচারিণমীড়েতং কৃষ্ণদাসমহাশয়ম্।
পুষ্পগোপালনামানং বন্দে প্রেমবিলাসিনম্।
বন্দে শ্রীহর্ষমিশ্রাখ্যং কৃষ্ণপ্রেমবিনোদিনম্।
বন্দে শ্রীরঘুনাথাখ্যং প্রেমকন্দমহাশয়ম্।
ব্রজলক্ষ্মীনাথদাসং করুণালয়বিগ্রহম্।
বঙ্গবাট্যাঃ শ্রীচৈতন্যদাসং বন্দে মহাশয়ম্।

সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তান্ বন্দে লীলাযুতান্তরান্॥
প্রভোঃ সান্নিধ্যভাগিত্বাৎ সর্ব্বে শাখাইবাভবন্॥
স্ব স্বভাবং দদৌ যস্মৈ কৃপয়া শ্রীগদাধরঃ॥
প্রেমামৃতময়ং সর্ব্বং গৌরলীলাবিলাসকম্॥
যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না প্রেমতরঙ্গিনী॥
পরমানন্দসন্দোহং বন্দে ভক্ত্যা মুদাকরং॥
লীলা নন্তাদ্ভুতময়ং গৌরপ্রেম্নো হি ভাজনম্॥
রাধাকৃষ্ণৌ যস্য হৃদি বন্দেতং কবিদত্তকম্॥
গদাধরস্য গৌরস্য প্রেমরত্নৈকভাজনম্॥
নামপ্রেম প্রকাশার্থং স্বধুন্যা যঃ সুমন্ত্রিতঃ॥
উৎকলে ভাষিতোমামুস্তং বন্দে মামুঠাকুরম্॥
শ্রীকণ্ঠাভরণং বন্দে তয়োঃ কণ্ঠাবতারকম্॥
সদামহাশয়ং বন্দে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্॥
সদা রাধাকৃষ্ণ লীলাগানমণ্ডিতমানসম্॥
ব্রহ্মচারিণমীড়ে তং বাণীনাথ মহাশয়ম্॥
বন্দে বল্লভচৈতন্যং লীলাগানযুতান্তরম্॥
কৃষ্ণসেবাপরিপাঠী যত্নৈর্যেন সুসেবিতা॥
শ্রীমদুদ্ধবদাসাখ্যং বন্দেঽহং গুণশালিনম্॥
জিতামিত্রমহং বন্দে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কম্॥
দত্তং যেন ত্রৈপুরে চ দেশে শ্রীনামমঙ্গলম্॥
বন্দে তং পরয়া ভক্ত্যা সোজ্জ্বলেনোজ্জ্বলীকৃতম্॥
রাধাকৃষ্ণপ্রেমরসৈঃ প্লাবিতং বিক্রমং পুরম্॥
উজ্জ্বলাক্তধিয়ং শান্তং বৃন্দাকাননবাসিনম্॥
স্বরসৈঃ পুষ্পিতঃ স্বর্ণগ্রামকো নামধেয়তঃ॥
গৌরপ্রেম্না মত্তচিত্তং মহানন্দরসাঙ্কুরম্।
যন্নাম শ্রবনেনৈব বৃন্দাবনরসং লভেৎ॥
মহাভাবান্বিতং বন্দে ব্রজসৌভাগ্যদায়কম্॥
সদা প্রেমাশ্রুরোমাঞ্চপুলকাঙ্কিতবিগ্রহম্॥

Scanned by TapScanner

শ্রীশ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শাখানির্ণয়ামৃতম্

অমোঘ পণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেণাত্মসাৎকৃতম্। প্রেম গদ্গদ সান্দ্রাঙ্গং পুলকাকুলবিগ্রহম্ ॥

হস্তিগোপালদাসাখ্যং প্রেমমত্তকলেবরম্। নমামি পরয়া ভক্ত্যা গৌরপ্রেমময়ং পরম্ ॥

চৈতন্যবল্লভং নামবন্দে প্রেমরসালয়ম্। গদাধরস্য গৌরস্য গুণগাণাভিলাষিণম্ ॥

যদুনাথচক্রবর্ত্তিলীলাভাগবতাভিধম্। প্রেমকন্দং মহাভিজ্ঞং বন্দে ভক্ত্যা মহাশয়ম্ ॥

মঙ্গলং বৈষ্ণবং বন্দে শুদ্ধচিত্তকলেবরম্। বৃন্দাবনেশয়োর্লীলামৃতস্নিগ্ধকলেবরম্ ॥

শিবানন্দমহং বন্দে কুমুদানন্দনামকং। রসোজ্জ্বলযুতং স্বচ্ছং বৃন্দাকাননবাসিনম্ ॥

আচার্য্যং মাধবং বন্দে কৃষ্ণভক্তিরসালয়ং। কৃতং যেন প্রযত্নেন গ্রন্থঃ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলম্ ॥

বন্দে গোপালদাসাখ্যং প্রেমভক্তিরসাশ্রয়ম্। শ্রীমন্মদনগোপালাঙ্ঘ্রিকঞ্জ দ্বন্দ্ব সেবিনম্ ॥

মধু স্নেহসমাযুক্তং প্রেমাসক্তং মহাশয়ম্। বৃন্দাবনে বাসরতং বন্দে শ্রীমধুপণ্ডিতম্ ॥

পৌর্ণমাসী পৃথু প্রেমপাত্রং শ্রীচন্দ্রশেখরম্। অপারকরুণাপূরপৌর্ণমাসীতি সংজ্ঞকম্ ॥

উৎকলে চৈব ত্রৈলঙ্গে কীর্ত্তির্যস্য বিরাজিতা। প্রেমবন্যাযুতং বন্দে শ্রীবক্রেশ্বরপণ্ডিতম্ ॥

অশেষ সদ্গুণৈর্যুক্তং মহাসৌম্যকলেবরম্। মহারসাত্মকং বন্দে শ্রীদামোদরপণ্ডিতম্ ॥

শিখাসূত্রপরিত্যাগাৎ স্বরূপং যং বিদুর্বুধাঃ।

আচার্য্যং ভগবন্তং তু তেজোময়কলেবরম্। যস্য স্মরণমাত্রেণ গৌরপ্রেম প্রজায়তে ॥

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবস্য সেবাসুখবিলাসিনম্। দয়ালুং প্রেমদং স্বচ্ছং নিত্যমানন্দবিগ্রহম্ ॥

বন্দেঽহং নন্তাচার্য্যবর্য্যং মহাভাবকদম্বকম্। আপাদমস্তকং যস্য পুলকেনোজ্জ্বলীকৃতম্ ॥

বিদ্যানন্তাচার্য্যবর্য্যং গঙ্গাতীরনিবাসিনম্। বন্দে যেনাকারি পূজা গৌরস্যফলমূলকৈঃ ॥

মহারসামৃতানন্দমচ্যুতানন্দ নামকম্। গদাধরপ্রিয়তমং শ্রীমদদ্বৈতনন্দনম্ ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণদাসাখ্যং প্রেমমত্তকলেবরম্। সদা প্রেমাশ্রুরোমাঞ্চপুলকাঞ্চিতবিগ্রহম্ ॥

বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ম্। রাধাগোবিন্দ গৌরাঙ্গ গদাধরপদপ্রদম্ ॥

মহাতেজোময়ং চারুসেবাসুখবিনোদিনম্। গোস্বামিনং ভবানন্দং বন্দে তং স্মৃতিপ্রেমদম্ ॥

শ্রীলগোপীনাথদেবো যত্নৈর্যেন সুসেবিতঃ। যস্য স্মরণমাত্রেণ কৃষ্ণপ্রেম প্রজায়তে ॥

লোকনাথভট্টসংজ্ঞং প্রেমানন্দসুখালয়ম্। রাধাকৃষ্ণরসেমগ্নং চম্পকলতিকাভিধম্ ॥

বন্দেঽহং বৈষ্ণবংদাসং শুদ্ধচিত্তকলেবরম্। বৃন্দাবনেশয়োর্লীলামৃতস্নিগ্ধকলেবরম্ ॥

বন্দে গোবিন্দমাচার্য্যং কৃষ্ণপ্রেমসুধাময়ম্। গোবিন্দোল্লাসরসিকং মল্লদেশনিবাসিনম্ ॥

ভুবনানন্দদং বন্দে শ্রীমদক্রূরঠকুরম্। গদাধরপ্রেমকন্দং গৌরপ্রেমবিলাসকম্ ॥

বন্দে সঙ্কেতমাচার্য্যং শ্রীগৌরেঙ্গিতপ্রজ্ঞকম্। গৌরপ্রেমমহাপাত্রং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্ ॥

রাজানং শ্রীযুতং রুদ্রং প্রতাপাখ্যং সুবিশ্রুতম্। বন্দে গদাধরযুতোগৌরে যেন সুসেবিতঃ ॥

Scanned by TapScanner

আচার্য্যং কমলাকান্তং মহাসুভগবিগ্রহম্ ।
বন্দে শ্রীযাদবাচার্য্যং প্রেমমত্তকলেবরম্ ।
বন্দে বল্লভভট্টাখ্যং মাড়িলগ্রামবাসিনম্ ।
নারায়ণং পড়িয়ারিং গৌরপ্রেমসুধালয়ম্ ।
বন্দে শ্রীহৃদয়ানন্দং মগ্নং প্রেমরসে সদা ।
বন্দে চৈতন্যদাসাখ্যং জয়ানন্দমহাশয়ম্ ।
শ্রীলশ্রীগৌরচরণসেবাসুখবিলাসিনঃ ।
শ্রীলপণ্ডিতদেবস্য গণাঃ সর্ব্বে মহোজ্জ্বলাঃ ।

পরমানন্দসন্দোহং বন্দে রূপনিষেবিনম্ ॥
লীলারসপরিপাকশালিনং গুণসাগরম্ ॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা পারাবারবিগাহিনম্ ॥
শ্রীগদাধরগৌরাঙ্গসেবাসুখবিনোদিনম্ ॥
মহাভাবচমৎকারগৌরভাবকলেবরম্ ॥
প্রকাশিতেং যেন যত্নাৎ শ্রীচৈতন্যবিলাসকম্ ॥
পণ্ডিতস্য গণাঃ সর্ব্বে শৃঙ্গারার্থকলেবরাঃ ॥
শাখোপশাখাসহিতা রাধাকৃষ্ণরতিপ্রদাঃ ।

ইতি শ্রীযদুনাথ দাস বিরচিতং শ্রীমং পণ্ডিত গোস্বামি শাখানির্ণয়ামৃতম্ সমাপ্তম্ ।

এই শাখানির্ণয়ামৃতে প্রসিদ্ধ তিনজনের নাম নাই যথা—যদু গাঙ্গুলী এবং রঘু মিশ্রের নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেই আছে—"শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র" চৈঃ চঃ। "যদু গাঙ্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব শাখা-নির্ণয়ে যদুনাথ চক্রবর্ত্তির নাম আছে। কেহ কেহ বলেন—শ্রীযদু গাঙ্গুলীই শাখানির্ণয়ের রচয়িতা সেইজন্য তাঁহার নাম নাই। তৃতীয় রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম জানা, ইনি শ্রীগদাধর প্রভুর শিষ্য এই কথা সাধন দীপিকাতে ষষ্ঠকক্ষাতে উক্ত আছে। ইতি।

শ্রীশ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিনাং রতিজনক দ্বাদশনামানি

১। প্রণম্য গৌরাঙ্গপ্রিয়াগ্রগণ্যং রত্নাবতীনন্দনমত্যুদারম্ ।
শ্রীমাধবামোদকরং বিচিন্ত্য বক্ষ্যেঽহস্য নামানিসুহৃন্মুদেঽহম্ ॥

২। যস্য সৌভাগ্যপুঞ্জেন বিবশীভূতমানসৈঃ । গদাধরস্য গৌরাঙ্গঃ সদেতিঘূষ্যতে জনৈঃ ॥
৩। নিজপ্রাণার্ব্বুদপ্রেষ্ঠগৌরপাদনখদ্যুতিঃ । নিত্যানন্দপ্রিয়তমোঽচ্যুতানন্দসুদেশিকঃ ॥
৪। শ্রীগোপীনাথসৎসেবাকারকঃ পুরুষোত্তমে । গৌরবিচ্ছেদদুঃখেন ক্ষেত্রবাসপরান্মুখঃ ॥
৫। শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদলম্পটঃ স্বগণৈঃ সহ । ব্রজভূমৌ কৃষ্ণসেবাধিকারী শিষ্যসঞ্চয়ৈঃ ॥
৬। পুষ্পালঙ্কার সজ্জেন গৌরগাত্রবিভূষকঃ । গৌরাজ্ঞয়াপুনর্ভক্তবৃন্দেভ্যঃ শেষদায়কঃ ॥
৭। বাসুদেব জ্ঞাততত্ত্বঃ কর্ণপূরেণসংস্তুতঃ । গৌরাঙ্গভক্তবৃন্দস্য ধ্যেয়রূপগুণাকরঃ ॥
৮। শ্রীমদ্ গদাধরস্যেদং নামদ্বাদশকং সদা । যঃ পঠেত্তস্যপাদাব্জে লভতে প্রেমনিশ্চলম্ ।

সমাপ্ত ।

Scanned by TapScanner

১। প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা শ্রীযুতং পণ্ডিতাভিধম্। গদাধরং প্রবক্ষ্যে তন্নাম্নামষ্টোত্তরংশতম্ ॥

২। গদাধরো গৌরচন্দ্রপ্রিয়ো মাধবনন্দনঃ। বিদ্যানিধিবিনোদাত্মা শ্রীনীলাচলবাসকৃৎ ॥

৩। দয়ালুঃ কীর্ত্তনানন্দী মহাপতিতপাবনঃ। পণ্ডিতাখ্যঃ সদা কৃষ্ণনামগ্রাহী মহাশয়ঃ ॥

৪। রাধাস্বরূপ আনন্দময়মূর্ত্তি র্মহার্ত্তিহা। শরণাগতসংত্রাতা সুশান্তঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ ॥

৫। চৈতন্যগণসম্মান্যো মান্যমানপ্রদায়কঃ। গোপীনাথপদাম্ভোজসেবী প্রেমবিভূষণঃ ॥

৬। তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গো ধার্ম্মিকঃ সাধনে রতঃ। সত্যবাগতিপাণ্ডিত্যঃ প্রেমদঃ কীর্ত্তিমান্ সুখী ॥

৭। জিতেন্দ্রিয়ঃ সুপ্রতাপী গম্ভীরস্তেজসান্বিতঃ। গৌররূপসদাধ্যায়ী চৈতন্যানন্দদায়কঃ ॥

৮। সর্ব্বসদ্গুণসংযুক্তঃ সর্ব্বলোকপ্রিয়ঃ প্রভুঃ। দুঃখবারণপদ্মাস্যো ব্রজবাসপ্রদায়কঃ ॥

৯। ভক্তিসিদ্ধান্তদাতা শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুলপাবনঃ। মাধবামোদকারী শ্রীচৈতন্যপ্রেমসারভূঃ ॥

১০। শ্রীমদ্ রাসরসামোদী শ্রীকৃষ্ণানন্দবর্দ্ধনঃ। ভক্তপ্রিয়ো মহাভাবস্বরূপঃ সর্ব্বশক্তিমান্ ॥

১১। সর্ব্বসল্লক্ষণোপেতো দুর্গতিত্রাণকারকঃ। গৌরব্রজস্মারকশ্রীমুখমণ্ডলধারকঃ ॥

১২। মহাধীরঃ শ্রীশরীরঃ প্রাণাধিকতমো মহান্। সদানন্দমনা সর্ব্ববাঞ্ছাকল্পতরুবরঃ ॥

১৩। সুশীলঃ সকলারাধ্যো ব্রজস্থজনমোদিতঃ। শোকহা তাপহা বন্দ্যো বন্দ্যবংশোজ্জ্বলীকৃতঃ ॥

১৪। সর্ব্বোপকৃচ্ছাস্ত্রবেত্তা সর্ব্বাপদ্বিনিবারকঃ। (শ্রী) ভাগবত রসাস্বাদী সদা সাধুজনাশ্রয়ঃ ॥

১৫। অষ্টসাত্ত্বিকভাবাঢ্যঃ শ্রীগৌরাঙ্গগণাগ্রগঃ। দোষাদর্শী গুণগ্রাহী সংসারাম্ভোধিতারকঃ ॥

১৬। নিরাশ্রয়াশ্রয়ঃ প্রেমভক্তিদাতা গুনার্ণবঃ। পাপার্ণবগ্রাসিনামা সদানন্দবিবর্দ্ধনঃ ॥

১৭। অগণ্যগুণসম্পন্নো গুণজ্ঞঃ সারসংগ্রহঃ। কৃপাদৃষ্টি গর্ব্বহারী সর্ব্বসদ্গুণদায়কঃ ॥

১৮। শ্রীল কৃষ্ণনামদাতা চণ্ডালাদিসুশোধনঃ। অদুঃখঃ পরমোদারো গৌরবিচ্ছেদকাতরঃ ॥

১৯। অমানী ক্রোধজিদ্ ভক্ত্যাচারবান্ নিরহংকৃতিঃ। বিনয়ী ভজনোল্লাসী বিশ্বম্ভরগণপ্রিয়ঃ ॥

২০। অতুল্যরূপমাধুর্য্যবিস্মাপিত জগজ্জনঃ। সদ্দ্বেষিবিষয়ালাপবর্জ্জিতঃ সৎকথারতঃ ॥

২১। অদোশী সুখদঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ প্রেমবহূত্তমঃ। বদান্যঃ স্নিগ্ধবাক্ প্রেমপীযূষরসবারিধিঃ ॥

২২। এতৎ পণ্ডিতদেবস্য নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্। যঃ পঠেন্নিয়তং ভক্ত্যা গৌরচন্দ্রপ্রিয়ো ভবেৎ ॥

২৩। মুচ্যতে সকলাপদ্ভ্যো রোগাচ্ছোকাদ্ ভয়াচ্চসঃ। অপরাধ সমস্তেভ্যো মুচ্যতে ঘোর কিল্বিষাৎ ॥

২৪। প্রাপ্নোতি সকলান্কামান্ বিদ্যাপুত্রধনাদিকান্। রাধাকৃষ্ণপদাম্ভোজে প্রেমভক্তির্ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥

২৫। কুঞ্জসেবামবাপ্নোতি পণ্ডিতস্য প্রসাদতঃ। বসেদ্ বৃন্দাবনাধীশপ্রেয়সীগণমণ্ডলে ॥

২৬। ভক্তিহীনায় দুষ্টায় ন দাতব্যং কদাচন। শ্রদ্ধাযুক্তায় দাতব্যং ভজনোন্মুখচেতসে ॥

২৭। শ্রীমন্মাধবপুত্রায় পণ্ডিতায় মহাত্মনে। গদাধরায় ধীরায় চৈতন্যপ্রেয়সে নমঃ ॥

ইতি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিতম্ শ্রীযুত শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বাম্যষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্রম্ সমাপ্তম্।

Scanned by TapScanner

শ্রীশ্রীগৌরগদাধর যুগলাষ্টকম্ (উপজাতি ছন্দ)

ক্ষিতৌ লুঠদ্‌গৌরকলেবরাভ্যাং সদা মহাপ্রেমবিলাসকাভ্যাম্‌
সমুদ্রতীরে নটনাগরাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌরগদাধরাভ্যাম্‌ ॥১॥
হাহা ক রাধেতি মুহুঃ স্থিতাভ্যাং শ্রীরাধিকাকৃষ্ণবপুর্দ্ধরাভ্যাম্‌।
আনন্দলীলারসরঞ্জিতাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌরগদাধরাভ্যাম্‌ ॥২॥
অদ্বৈতচিন্তাহরসম্ভবাভ্যাং মনোভবানন্দমনোহরাভ্যাম্‌।
অচিন্তলীলাপরিপূরিতাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌরগদাধরাভ্যাম্‌ ॥৩॥
জীবৈকনিস্তারধৃতব্রতাভ্যাং শ্রীকৃষ্ণনাম্না জনতারকাভ্যাম্‌।
হরে কৃষ্ণ হরে মুখাম্বুজাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌরগদাধরাভ্যাম্‌ ॥৪॥
অশেষদুঃখাময়ভেষজাভ্যাং কিরীটকেয়ূরবিভূষিতাভ্যাম্‌॥
গ্রৈবেয় মালামণিরঞ্জিতাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌরগদাধরাভ্যাম্‌ ॥৫॥
শ্রীবৎসরোমাবলীরঞ্জিতাভ্যাং বক্ষস্থলে কৌস্তুভভূষিতাভ্যাম্‌।
ত্রৈলোক্যসম্মোহন সুন্দরাভ্যাম্‌ নমোঽস্তু মে গৌরগদাধরাভ্যাম্‌ ॥৬॥
স্ফুরচ্চলৎ কাঞ্চনকুণ্ডলাভ্যাং সদাষ্টভাবৈঃ পরিশোভিতাভ্যাম্‌।

(পদ্যার্থ) দোহার গৌরবরণ, ভূমে গড়াগড়ি যান, সদা মহাপ্রেমে বিলাসেন।
সমুদ্রের তীরে দোন, নটনাগর হয়েন, করি গৌরগদাই বন্দন॥
হা! রাধে! তুমি কোথায়, বলিয়া সদা ডাকয়, তহুঁজন রাধাকৃষ্ণ হন।
দোহা লীলারসে দোন, আনন্দে মগন হন, করি গৌরগদাই বন্দন॥
অদ্বৈতের চিন্তাহারী, মনমথ মনোহারি, জীবোদ্ধারে ভুবনমোহন।
অপূর্ব্ব লীলা দোহার, লোক চিন্তা অগোচর, করি গৌরগদাই বন্দন॥
জীব নিস্তারিতে দোন, দৃঢ় ব্রত করিলেন, কৃষ্ণনামে জীব উদ্ধারেন।
মুখে হরেকৃষ্ণ নাম, দোহে করে সঙ্কীর্ত্তন, করি গৌরগদাই বন্দন॥
যত দুঃখ রোগ শোক, দোহে তার চিকিৎসক, অঙ্গে চূড়া কেউর শোভেন।
গ্রীবাতে মণি মালায়, অতিশয় শোভা হয়, করি গৌরগদাই বন্দন॥
শ্রীবৎস রোমাবলীতে, বক্ষস্থল সুশোভিতে, তাহে শোভে কৌস্তুভ ভূষণ।
ত্রিলোকের মনহারি, গদাইগৌরাঙ্গহরি, করি মুঞি দোহার বন্দন॥
শ্রবণে স্বর্ণকুণ্ডল, দোলে করি ঝলমল, সাত্বিকাদি অঙ্গেতে ভূষণ।

Scanned by TapScanner

স্বেদাশ্রুকম্পাদিবিভূষিতাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌরগদাধরাভ্যাম্ ॥৭॥
শ্রীমচ্ছিবানন্দমনোরথাভ্যাং সদা সুখানন্দরসস্ফুরাভ্যাং।
মদীয়সর্ব্বস্বপদাম্বুজাভ্যাম্ নমোঽস্তু মে গৌরগদাধরাভ্যাম্ ॥৮॥
পঠন্তি যে গৌরগদাধরাষ্টকং পদ্যং লভন্তে ব্রজযুগ্মপাদম্।
অদ্বৈতপুত্রেণ ময়োক্তমেতন্নাম্নাচ্যুতানন্দজনেন ধীমতা ॥৯॥
ইতি শ্রীঅচ্যুতানন্দপ্রভু বিরচিতং শ্রীগৌরগদাধরাষ্টকং সমাপ্তম্।

স্বেদ অশ্রু কম্পচয়, তাহে অতি শোভা হয়, বন্দি গৌরগদাই চরণ ॥
শিবানন্দ মনে যাহা, পূরণ করেন তাহা, দোঁহে সদা আনন্দে মগন।
দোঁহার পদ্মচরণ, আমার সর্ব্বস্ব ধন, করি গৌরগদাই বন্দন ॥
গৌরগদাধরাষ্টক পড়িবে যেজন, তিহোঁ পাবে রাধাকৃষ্ণ যুগল চরণ।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু পুত্র। তাঁর কৃত গদাধর গৌরাঙ্গের স্তোত্র ॥ (সমাপ্ত)

শ্রীল শ্রীরাধাগদাধরাষ্টকম্ (মালিনীছন্দঃ)

১। অখিলভুবনবন্দ্যং প্রস্ফুরৎপ্রেমসারম্। প্রবলকরুণয়াঢ্যং প্রেমভক্তিস্বতন্ত্রম্ ॥
ব্রজবিপিন বিরাজচ্ছ্রীল বৃন্দাবনেন্দুম্। মধুর-মধুররূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্ ॥
২। নিখিলগুণগভীরং পূর্ণলাবণ্যধীরম্। করুণহৃদয়সারং মাধবামোদকারম্ ॥
নবরসচলচিত্তং নাগরীপ্রেমবিত্তম্। প্রমদরসিকভূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্ ॥
৩। রসিকমুকুটমৌলীং কৌতুকাবদ্ধকেলীম্। কলিতকলিলবল্লীং সর্ব্বভক্তেশমল্লীম্ ॥
অতুল চতুরকেলীং সর্ব্বসৌশীল্যবেলীম্। প্রবলমদনযূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্ ॥

(পদ্যার্থ) অখিল ব্রহ্মাণ্ডজন, যাঁর করে আরাধন, প্রেমসার যাতে প্রকাশয়। প্রবল করুণাময়, সদা যাঁহার হৃদয়, স্বতন্ত্রেতে প্রেমভক্তি দেয় ॥ ব্রজবিপিনের মাঝে, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে সাজে, পূর্ণচন্দ্র শোভিতেছে যেন। মধু হৈতে সুমধুর, রূপ যাঁর মনোহর, করি রাধা গদাই স্তবন ॥ গভীর নিখিল গুণ, লাবণ্যেতে পরিপূর্ণ, সর্ব্বদাই অতিশয় ধীর। সদা হৃদয়ে যাঁহার, পূর্ণ করুণার সার, আনন্দদ সদা মাধবের। নবীন রসেতে যার, হৃদয় চঞ্চল বড়, নাগরীর প্রেম যাঁর ধন। অতি মত্ত রসিকের, যিহোঁ রাজরাজেশ্বর, করি রাধাস্বরূপে স্তবন ॥ যিহোঁ রসিকগণের, চূড়ামণি সকলের, যাঁর কেলি কুতূহলপূর্ণ। অতি গাঢ় লতাকুঞ্জে, থাকে যথা ভৃঙ্গ গুঞ্জে, শ্রেষ্ঠ ভক্ত চূড়ামণি হন ॥ চাতুরালি পূর্ণ যার, কেলি অতি মনোহর, সুশীতল গুণে পরিপূর্ণ। গৌরকৃষ্ণ মদনের যূপ যিহোঁ দমনের করি রাধাগদাই স্তবন ॥

Scanned by TapScanner

৪। পরমরসবিভাসং সর্ব্বভক্তিপ্রকাশম্।
নিয়তনিয়মচারং সর্ব্বসর্ব্বার্থসারম্।
বিবিধরসবিদাগ্যং প্রেমরত্নৈকহৃদ্যম্॥
মদনমথনরূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্॥

৫। কলিতললিতসারং সখ্যবৈবশ্যপারম্।
সততবিজয়ভদ্রং পদ্মদায়াদনেত্রম্।
কবলিতরসচিত্তং সেব্যসেবৈকমিত্রম্॥
নবনবরসকূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্॥

৬। পরমরসবিলাসং সর্ব্বপাণ্ডিত্যকাশম্।
কলিতললিততন্ত্রং কীর্ত্তিদাকীর্ত্তিচন্দ্রম্।
বিমলকমলবাসং বন্দ্যবংশোজ্জ্বলাংশুম্॥
কুশলগরিমরূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্॥

৭। শ্রবণরসদসারং মাধবানন্দকারম্।
মধুরমধুরসারং প্রেমরত্নৈকহারম্।
করুণবরুণদৃষ্টিং প্লাবিতানন্দবৃষ্টিম্॥
স্বগুণগরিমকূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্॥

৮। ব্রজসদসি সদা সংসক্তচিত্তং বিরাজদ্।
নিখিল নিগমপান্থালভ্যপাদাব্জগন্ধম্।
ব্রজভুবি জয়িলক্ষ্মীবৃন্দবর্গাগ্রগণ্যম্॥
কিমপি করুণরূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্॥

রাধাস্বরূপস্য গদাধরস্য স্তোত্রং মুদাকারি সনাতনেন।
প্রেম্না পঠন্ নিত্যবিলাসশালী, প্রাপ্নোতি সোঽভীষ্টপদং হি তস্য॥

ইতি শ্রীসনাতন গোস্বামি বিরচিতং শ্রীরাধাগদাধরাষ্টকং সমাপ্তম্।

উন্নত উজ্জ্বল রস, যার অঙ্গে পরকাশ, সর্ব্বভক্তি প্রকাশ করেন। বিবিধ রসজ্ঞগণ,
তাঁর আদি গুরু হন, প্রেমরত্নে ভূষিত হয়েন॥ সদা নিয়মে করেন, আচার পরিপালন,
সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ হয়েন। মনমথেরমোহন, যাঁহার স্বরূপ হেন, করি রাধাগদাই স্তবন॥
ললিতাখ্য অলঙ্কার, যিহোঁ কৈল অঙ্গীকার, রাধাভাবে বিবশ অপার। মহারসে যাঁর চিত্ত,
অতিশয় কবলিত, সেবা সেবালাভৈক আধার॥ সদা বিজয় যাঁহার, হিতকারি জগতের,
পদ্মতুল্য বিশাল নয়ন। নবীন রসের কূপ, যিহোঁ রাধারস্বরূপ, করি হেন গদাই স্তবন॥
যেই রস সর্ব্বোত্তম, তাহে বিহার করেন, যিহোঁ সর্ব্ব পাণ্ডিত্যে ভূষিত। রম্য পদ্মবনাশ্রিতা,
লক্ষ্মী যাঁর অংশস্থিতা, বন্দ্যবংশ করে উজ্জ্বলিত॥ স্বীকৃত মার্গ যাঁহার, অতি সুনির্ম্মলতর,
কীর্ত্তিদার কীর্ত্তিচন্দ্ররূপ। জগত মঙ্গলরূপ, গৌরবে পূর্ণস্বরূপ, স্তব করি সেই গদাই রূপ॥
শ্রবণাতি সুরসদ, কর্ণের আনন্দপ্রদ, মাধবের আনন্দদ হয়। করুণা বরুণ যাঁর,
দৃষ্টি সে আনন্দকর, সুখবৃষ্ট্যে জগত ডুবায়॥ মধুর হৈতে সুমধুর, অনুপম রূপ যার,
গলে শোভে প্রেমরত্ন হারে। গৌরব পূর্ণ গুণের, যিহোঁ হয়েন আধার, স্তব করি রাধাগদাধরে॥
ব্রজধামে সদা যাঁর অত্যাশক্ত হৃদয়ের, হেন বৃন্দাবন শোভান্বিত। তাহে লক্ষ্মীজয়ি যত,
আছে গোপী শত শত, তাহে যিহোঁ অগ্রবর্ত্তিস্থিত॥ বেদ বিধি অনুসারে, আরাধনা করি তারে,
নাহি পায় চরণ যাঁহার। কেবল করুণা যাঁর, শ্রেষ্ঠ সাধন প্রাপ্তির, স্তব করি রাধাগদাধর॥
স্বরূপ শ্রীরাধিকার পণ্ডিত শ্রীগদাধর, তাঁর স্তোত্র সনাতন কয়।
ভক্তি করি যেইজন, নিত্য করিবে পঠন, অবশ্য তাঁর অভীষ্ট পূরয়॥ সমাপ্ত।

Scanned by TapScanner

শ্রীল শ্রীরাধাগদাধরদশকম্।

১। বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা প্রেমভক্তিপ্রদায়িনী। কলৌ শ্রীগৌরদয়িতঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ॥
২। সর্ব্বপাণ্ডিত্যসারাঢ্যং প্রেমরত্নবিভূষণম্। মাধবাত্মজবন্দ্যাগ্রং বন্দে রাধাগদাধরম্॥
৩। অপারকরুণাপূরপূরিতান্তমনোহ্রদম্। সদারাসরসামোদং বন্দে রাধাগদাধরম্॥
৪। সখীগণগণাধ্যক্ষমধুমত্যাদিসঙ্কুলম্। বৃন্দাবনে রাসরতং বন্দে রাধাগদাধরম্॥
৫। দিব্যসদ্গুণমাণিক্যপেটিকাদিমনোহরম্। বৃন্দাবনকলানাথং বন্দে রাধাগদাধরম্॥
৬। গৌরাঙ্গগাঢ়তাভাব-ভাবনির্য্যাসভাবিতম্। করুণাবরুণাধারং বন্দে রাধাগদাধরম্॥
৭। কীর্ত্তিদাকীর্ত্তিদং নিত্যং নিত্যানন্দবিবর্দ্ধনম্। রসালয়ং রসাধারং বন্দে রাধাগদাধরম্॥
৮। পুণ্ডরীকপ্রেমবিত্তাবিত্তাবিদ্যোতিতাশয়ম্। অসীমগুণসম্পূর্ণং বন্দে রাধাগদাধরম্॥
৯। শ্রীবাসাপ্ততমংগাঢ়ং মুরারিগুপ্তগুপ্তকম্। বন্দ্যবংশোজ্জ্বলকরং বন্দে রাধাগদাধরম্॥
১০। শিবানন্দপ্রিয়গুরুং নয়নানন্দবন্দিতম্। শুদ্ধকাঞ্চনগৌরাঙ্গং বন্দে রাধাগদাধরম্॥
১১। গৌরাঙ্গভক্তবৃন্দেন রাজিতং পরমোজ্জ্বলম্। রামানন্দরসামোদং বন্দে রাধাগদাধরম্॥

(পদ্যার্থ) বৃন্দাবন অধিশ্বরী, শ্রীলরাধিকাসুন্দরী, যিহোঁ করে প্রেমভক্তি দান। তিহোঁ এই কলিস্থিত শ্রীলগৌরাঙ্গদয়িত, শ্রীলগদাধর যাঁর নাম॥ সমস্ত পাণ্ডিত্যসার, বিখ্যাত হইল যাঁর, প্রেমরত্ন যাঁহার ভূষণ। শ্রীমাধবের নন্দন, আরাধ্যেরারাধ্য হন, করি রাধা গদাই বন্দন॥ করুণা সমুদ্র যার, নাহি হয় পারাবার, সে প্রবাহে পূর্ণ যাঁর মন। সদা রাসরস রত, আনন্দে মগন চিত, করি হেন গদাই বন্দন॥ সখীগণ মধ্যে হন, মধুমত্যাদি প্রধান, সে সঙ্গেতে হইয়া মিলন। বৃন্দাবনে সর্ব্বদায়, শ্রীরাসলীলা করয়, করি রাধা গদাই বন্দন॥ যিহোঁ দিব্য সদ্গুণের, মানিক্য পেটিকাবর, রূপে জনমন নেত্রহারি। ব্রজে নৃত্য কলাদিতে যিহোঁ প্রবীণা বিদিতে, সে গদাইয়ে নমস্কার করি॥ গৌরাঙ্গেতে যেইভাব, গাঢ়তর সেইভাব, সে নির্য্যাসে ভাবিত যাঁর মন। করুণাবরুণালয়, যাঁহার স্বরূপ হয়, সে গদাই করিয়ে বন্দন॥ যিহোঁ হন কীর্ত্তিদার, নিরন্তর কীর্ত্তিকর, সদা নিত্যানন্দ বিবর্দ্ধন। রসই আধার যাঁর, রসের যিহোঁ আধার, সে গদাইয়ে করিয়ে বন্দন॥ পুণ্ডরীক গুরু হেন, প্রেমবিত্তা মন্ত্র দেন, তাহে যাঁর মন দীপ্ত হন। অসীম গুণেতে যিহোঁ, হন পরিপূর্ণ তিহোঁ, বন্দি রাধা গদাই চরণ॥ যিহোঁ শ্রীবাসের অতি, প্রীতির ভাজন নিতি, মুরারি গুপ্তের গুপ্তধন। বন্দ্য বংশোজ্জ্বলকর, পণ্ডিত শ্রীগদাধর, করি রাধাস্বরূপে বন্দন॥ যিহোঁ শিবানন্দের, অতি প্রিয় গুরুবর, নয়নানন্দ করে বন্দন। অঙ্গবর্ণ সুবর্ণের নাম শ্রীলগদাধর, হেন রাধা করিয়ে বন্দন॥ গৌরাঙ্গের ভক্তগণ সদা বেষ্টিত রহেন, তাহে যাঁর শোভা অতি হন। যিহোঁ শ্রীরামানন্দের,

Scanned by TapScanner

১২। শ্রীলগদাধরস্যেদং পদ্যংহৃদ্যং মনোহরম্। যঃ পঠেন্নিয়তং ভক্ত্যা স প্রেমিপ্রেমিলেদ্ধ্রুবম্ ॥
ইতি শ্রীরূপগোস্বামিবিরচিতং শ্রীরাধাগদাধর দশকম্ সমাপ্তম্ ॥

আনন্দপ্রদ রসের করি রাধা গদাই প্রণাম ॥ গদাধর স্তোত্র হন, মোর হৃদয়ের ধন,
শ্রবণে হরে সবার মন। ভক্তি করি যেইজন, করিবে নিত্য পঠন, শীঘ্র পাবে গৌরপ্রেম ধন ॥

(সমাপ্ত)

শ্রীল শ্রীরাধাগদাধরাষ্টকম্ (পঞ্চচামরছন্দঃ)

১। স্বভক্তিযোগলাসিনং সদা ব্রজে বিহারিণম্, হরিপ্রিয়াগণাগ্রগং শচীসুতপ্রিয়েশ্বরম্।
সরাধকৃষ্ণসেবনপ্রকাশকং মহাশয়ম্ ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥
২। নবোজ্জ্বলাদিভাবনাবিধানকর্ম্মপারগম্ বিচিত্রগৌরভক্তিসিন্ধুরঙ্গভঙ্গলাসিনম্।
সুরাগমার্গদর্শকং ব্রজাদিবাসদায়কম্, ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥
৩। শচীসুতাঙ্ঘ্রিসারভক্তবৃন্দবন্দ্যগৌরবম্, সুগৌরভাবচিত্তপদ্মমধ্যকৃষ্ণবল্লভম্।
মুকুন্দগৌররূপিণং স্বভাবকর্ম্মদায়কম্, ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥
৪। নিকুঞ্জসেবনাদিকপ্রকাশনৈককারণম্, সদা সখীরতিপ্রদং মহাভাবস্বরূপকম্।
সদাশ্রিতাঙ্ঘ্রিপুণ্ডরীকদায়িসদ্গুরুবরম্, ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥

(পদ্যার্থ) রাধাভাবে গদাধর নৃত্য করে নিরন্তর, ব্রজে সদা বিহার করেন। কৃষ্ণপ্রিয়া মধ্যে হন, সকলের অগ্রগণ্য, গৌরপ্রিয় মধ্যে সর্ব্বমান্য ॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবন, যিহোঁ প্রকাশ করেন, এই হেতু উদার হয়েন। হেন প্রভু গদাধরে, পণ্ডিত শ্রীগুরুবরে, সদা মুঞি করিয়ে ভজন ॥
নবোজ্জ্বল রসে যেন, ভাবনা করিতে হন, সে বিষয়ে বিচক্ষণ হন। বিচিত্র গৌর ভজন, সিন্ধুর তরঙ্গ হেন, তাহে রঙ্গভঙ্গে যে নাচেন ॥ রাগমার্গ দর্শকের যিহোঁ আদি গুরুবর, কৃপাকরি ব্রজবাস দেন। হেন প্রভু গদাধর, শ্রীপণ্ডিত গুরুবর, ভজি মুঞি তাঁহার চরণ ॥
গৌরপাদপদ্মলীন, মধুলুব্ধ ভক্তগণ, গৌরবে বন্দে যাঁর চরণ। সুভাব শ্রীগৌরভক্ত, হৃদি যিহোঁ অনুরক্ত, শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয় হন ॥ রাধাকৃষ্ণ ঐক্য যেন, গৌরকৃষ্ণ গদাই হেন, স্বীয় ভাবধর্ম্ম করে দান। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিত শ্রীগুরুবর, মুঞি তাঁর করিয়ে ভজন ॥
ব্রজে কুঞ্জ সেবা যাহা, অন্যে দিতে নারে তাহা, কেবল কৃপাতে মিলে যাঁর। যাঁহার কৃপাতে পায়, রাধা দাস্য সুনিশ্চয়, মহাভাব স্বরূপ যাঁহার ॥ সদাশ্রিত গৌরপদ, যিহোঁ সে চরণপ্রদ, বিশ্বত্রাতা শ্রেষ্ঠ গুরু হন। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিত শ্রীগুরুবর, মুঞি তাঁর করিয়ে ভজন ॥

Scanned by TapScanner

৫। মহাপ্রভো র্মহারসপ্রকাশনাঙ্কুরপ্রিয়ম্, সদামহারসাঙ্কুরপ্রকাশনাদিবাসনম্।
মহাপ্রভোর্ব্রজাঙ্গনাদিভাবমোদকারকম্, ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্॥
৬। দ্বিজেন্দ্রবৃন্দবন্দ্যপাদযুগ্মভক্তিবর্দ্ধকম্, নিজেষু রাধিকাত্মতাবপুঃ প্রকাশনাগ্রহম্।
অশেষভক্তিশাস্ত্রশিক্ষয়োজ্জ্বলামৃতপ্রদম্, ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্॥
৭। মুদানিজপ্রিয়াদিকে স্বপাদপদ্মসীধুভি, র্মহারসার্ণবামৃতপ্রদেষ্টগৌরভক্তিদম্।
সদাষ্টসাত্ত্বিকান্বিতং নিজেষ্টভক্তিদায়কম্, ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্॥
৮। যদীয়রীতিরাগরঙ্গভঙ্গদিগ্ধমানসো, নরোঽপি যাতি তূর্ণমেব নার্য্যভাবভাজনম্।
তমুজ্জ্বলাক্তচিত্তমেতু চিত্তমত্তষট্পদো, ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্॥
৯। মহারসামৃতপ্রদং সদাগদাধরাষ্টকম্, পঠেত্তু যঃ সুভক্তিতো ব্রজাঙ্গনাগণোৎসবম্।
শচীতনুজপাদপদ্মভক্তিরত্ন-যোগ্যতাম্, লভেত রাধিকা-গদাধরাঙ্ঘ্রিপদ্মসেবয়া॥

ইতি শ্রীস্বরূপ গোস্বামিবিরচিতং শ্রীরাধাগদাধরাষ্টকম্ সমাপ্তম্।

মহারস যাহা হয়, প্রভু তাহা আস্বাদয়, বীজাঙ্কুর প্রকাশে যে তার। হেন মহারসাঙ্কুর, প্রকাশ করিতে যাঁর, বাসনা সদাই অন্তরের॥ ব্রজাঙ্গনাগণে যত, ভাব আছে নানামত, সেভাবে প্রভুরে সুখ দেন। হেন প্রভু গদাধর পণ্ডিত শ্রীগুরুবর, মুঞি তাঁর করিয়ে ভজন॥ দ্বিজেন্দ্র বন্দ্য শ্রীগৌর, যুগল চরণবর, তাহাতে লোকেরে ভক্তি দেন। স্বজনের প্রতি যাঁর, কৃপার নাহিক পার, স্বীয় দেহে রাধারে দেখান॥ ভক্তিশাস্ত্রে আছে যাহা, উপদেশ দিয়া তাহা, উজ্জ্বল অমৃতরস দেন। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিত শ্রীগুরুবর, তাঁর মুঞি ভজি শ্রীচরণ॥ হর্ষে স্বীয় শ্রীচরণ, মকরন্দ করি দান, স্বজন হৃদি করি শোধন। প্রিয় গৌরাঙ্গের হেন, শুদ্ধভক্তি করে দান, যাহে মহারস আস্বাদেন॥ সাত্ত্বিকাদিভাব যত, তাহে হয় বিভূষিত, প্রিয় গৌরভক্তি জীবে দেন। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিত শ্রীগুরুবর, ভজি মুঞি তাঁহার চরণ॥ গদাধর রাধায়, কভু ভিন্ন নাহি হয়, তাহার যে রীতিনীতি হয়। সে রাগরঙ্গে ভঙ্গেতে, নিমগ্ন যাঁহার চিতে, শীঘ্র সেই রাধাদাস্য পায়॥ মোর চিত্ত মত্তভৃঙ্গ, মিলে সে চরণ সঙ্গ, যে সদা উজ্জ্বলাসক্ত হন। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিত শ্রীগুরুবর, ভজি মুঞি তাঁহার চরণ॥ মহিমাল্ল প্রকাশক, শ্রীগদাধরাষ্টক, গোপীগণোৎসবদায়ি হন। ভক্তিভাবে যেইজন, নিত্য করিবে পঠন, উজ্জ্বল অমৃত সে পাবেন॥ রাধাগদাই চরণ, প্রীতি করি যেইজন, নিরন্তর করিবে সেবন। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীচরণে, ভকতিরতন ধনে, সেইজন অধিকারি হন॥

(সমাপ্ত)

Scanned by TapScanner

শ্রীল শ্রীগৌরগদাধর যুগলাষ্টকং (শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দঃ)

গোলোকাদবতীর্য্য যঃ ক্ষিতিতলে শ্রীরাধয়াসংযুতো, বৃন্দারণ্যমুপাসিতোঽতিরভসাত্তেনে বিহারাদিকম্।
গোপীগোকুল গোপবিস্ময়পদং গোবর্দ্ধনোদ্ধারণং, সোঽয়ং গৌরগদাধরো বিজয়তে সানন্দমদ্বৈতকঃ॥
যো নন্দাত্মজতামুপেত্য নিভৃতব্যাজেন গোপাঙ্গনা, চিত্তাকর্ষণ তৎপরোঽতিরমণো নিত্যং কিশোরাকৃতিঃ।
ব্রহ্মেন্দ্রশ্রুতিশম্ভুবাগবিষয়োঽপাঙ্গে ব্রজযোষিতাং সোঽয়ং গৌরগদাধরো বিজয়তে সানন্দমদ্বৈতকঃ॥
যো বৃন্দাবিপিনে কুরঙ্গনয়নীহস্তাপ্তবদ্ধাঞ্জলি, নৃর্ত্যনিত্যকিশোরসুন্দরতনূ রাসোল্লাসমানসঃ।
কালিন্দীতটকুঞ্জমঞ্জুলগৃহে রাধাবিহারীহরিঃ, সোঽয়ং গৌরগদাধরো বিজয়তে সানন্দমদ্বৈতকঃ॥
যো রাসে রসিকো রসাদিচতুরাং রাসেশ্বরীং রাধিকাং স্বাঙ্কে ন্যস্ত গতোঽন্যগোপরমণীস্ত্যক্ত্বাপি দূরং বনম্।
তাঃ সন্তুষ্যপুনর্যদর্থমভিতঃ ক্রীড়ন্তি নিন্দন্তি চ, সোঽয়ং গৌরগদাধরো বিজয়তে সানন্দমদ্বৈতকঃ॥
যো দানচ্ছলরীতিগোকুলবধূবক্ষস্থলস্থপ্রভু, দানীনীপবিলাসিচারুচতুরাপাঙ্গান্বিতঃ সস্মিতঃ।
হস্তাভ্যাং পরিবার্য্য গোপললনা গব্যাঞ্চনীতো হঠাৎ, সোঽয়ং গৌরগদাধরো বিজয়তে সানন্দমদ্বৈতকঃ॥
যো নাবা যমুনাজলে নটবরঃ পারচ্ছলে নাবিকো, ভূত্বা গোকুলনাগরীভিরভিতঃ ক্রীড়াপরো নাগরঃ।

(পদ্যার্থ) গোলোক হইতে হরি, রাধিকারে সঙ্গে করি, বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হৈল। করি বৃন্দাবনাশ্রয়, অত্যন্ত কৌতুকি হয়, বিবিধ প্রকারে লীলা কৈল॥ গোপগোপী গোকুল, অত্যন্ত বিস্ময় হৈল, দেখি গোবর্দ্ধনের ধারণ। গদাধর গৌর হেন, সুখে বিরাজ করেন, অভিন্নস্বরূপ দোহে হন॥ নন্দাত্মজরূপ ধরি, নিভৃতেতে ছল করি, যিহোঁ গোপ যুবতীগণের। চিত্ত করি আকর্ষণ, করেন সুবিহরণ, যাঁর স্বরূপ নিত্য কিশোর॥ ব্রহ্মা ইন্দ্র শ্রুতিশম্ভু, বর্ণিতে না পারে কভু, তাঁরে গোপী অপাঙ্গে দেখয়। গদাধর গৌর হেন দোহে বিহার করেন, কভু ভিন্ন স্বরূপ না হয়॥ যিহোঁ বৃন্দাবিপিনে কুরঙ্গনয়নী সনে, হস্তে হস্ত করিয়া ধারণ। নাচয়ে নিত্য কিশোর, তণু অত্যন্ত সুন্দর, রাসরসে উল্লাসিত মন॥ শোভিত কালিন্দী তীরে, মঞ্জুল কুঞ্জকুহরে, রাধা সঙ্গে করে বিহরণ। গদাধর গৌর হেন, সুখে বিহার করেন, অভিন্ন স্বরূপ দোহে হন॥ রাসাদিতে চতুরিণী, শ্রীরাধিকা সুবদনী, রাসেরঈশ্বরী যিহোঁ হন। তাঁহারে কোলেতে করি, অন্তর্দ্ধান হৈল হরি, অন্য গোপী ত্যাজি দূর বন॥ পুন কৃষ্ণের লাগিয়া, সকলে মিলিত হৈয়া, বিহরিছে করিয়া নিন্দন। হেন গৌরগদাধর, সুখে করেন বিহার, অভিন্ন স্বরূপ দোহে হন॥ দানরীতি ছলকরি, কদম্ববিহারী হরি, গোপী বক্ষে অবস্থান করে। যিহোঁ চারুদানী হই, চতুর অপাঙ্গে চাই, কতই না পরিহাস করে॥ যতেক গোপাল নারী, হস্তেতে বারণ করি, দধি দুগ্ধ করিল হরণ। গদাধর গৌর হেন, সুখে বিরাজ করেন, দোহে কভু ভিন্ন নাহি হন॥ নটবর পার ছলে, নাবিক যমুনা জলে, নৌকা চড়ি বাহিয়া চলিল। নাগরশেখর রাজ,

Scanned by TapScanner

নানাহাস্যরসাদিবীক্ষণরতিপ্রারম্ভসম্ভাবিতঃ, সোঽয়ং গৌরগদাধরো বিজয়তে সানন্দমদ্বৈতকঃ ॥
যঃ প্রেম্নাখিললোকপাবনমহাশাখঃ শচীনন্দনঃ, লোকানাং গতয়ে স্থিতস্সুরতরুঃ সন্ন্যাসিচূড়ামণিঃ ।
প্রেমালিঙ্গনতৎপরোঽধমজনে কারুণ্যপূর্ণো হরিঃ, সোঽয়ং গৌরগদাধরো বিজয়তে সানন্দমদ্বৈতকঃ ॥
প্রেমাধাররসায়ণো রসবিদাং রাসোৎসবঃ সুন্দরঃ, পূর্ণঃ কীর্ত্তনলম্পটঃ কটিতটে কৌপীনচেলাঞ্চলঃ ।
ভক্ত্যুদ্রেকপরম্পরাসপুলকো নেত্রাম্বুবিস্ফুর্জ্জিতঃ, সোঽয়ং গৌরগদাধরো বিজয়তে সানন্দমদ্বৈতকঃ ॥
প্রতিপদমনুভূয় শ্রদ্ধাবুদ্ধ্যাষ্টকং যঃ, স্মরতি পঠতি নিত্যং নম্রতামেত্য মর্ত্তঃ ।
সততমুরসি তস্য শ্রীগদাধৃক্ স গৌরো নিবসতি নিজভাবৌ ভিন্নভেদং বিধূয় ॥

ইতি শ্রীনয়নানন্দমিশ্রবিরচিতং শ্রীগৌরগদাধর যুগলাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

তাহে গোপীকা সমাজ, বিবিধ ভাতিতে কেলি কৈল ॥ পরিহাস রস ভরে, কটাক্ষে ঈক্ষণ করে, করিলেন রতি প্রকাশন । হেন গদাধরগৌর, সুখে করেন বিহার, অভিন্ন স্বরূপ দোহে হন ॥ শচীরনন্দন প্রেমে, জগতের শান্তি দানে, মহাবৃক্ষ সদৃশ হয়েন । সন্ন্যাসির চূড়ামণি, লোকগতি দিতে যিনি, অলৌকিক কল্পতরু হন ॥ অধমের কৃপাবান, করে প্রেম আলিঙ্গন, কারুণ্যেতে পূর্ণ হরি হন । গদাধর গৌর হেন সুখে বিরাজ করেন, অভিন্ন স্বরূপ দোহে হন ॥ প্রেমের আশ্রয় হন, রসবিদের রসায়ন, সৌন্দর্য্য ও রাসোৎসবে পূর্ণ । সঙ্কীর্ত্তনেতে লম্পট, কৌপীনস্থ কটিতট, বস্ত্রখণ্ড তাহে আবরণ ॥ নিরন্তর ভক্ত্যুদ্রেক, শ্রীঅঙ্গে শোভে পুলক, সদা নেত্রে অশ্রুধারা বয় । হেন গৌরগদাধর, সুখে করেন বিহার, দুই তত্ত্বে ভিন্ন কভু নয় ॥ অষ্টকে যে পদ হয়, তাহে হবে জ্ঞানোদয়, হেন জন শ্রদ্ধা ভক্তি সহ । মনে করিবে চিন্তন, নিত্য করিবে পঠন, নিরন্তর দীনতার সহ ॥ হেন যেইজন হবে, তাঁহার হৃদয়ে তবে, দোহে অতিশয় শীঘ্র করি । শ্রীগৌরাঙ্গগদাধর, বসিবেন নিরন্তর, পরস্পর ভেদ পরিহরি ॥ (সমাপ্ত)

শ্রীল শ্রীরাধাগদাধরাষ্টকম্ ।

শ্রীল বৃন্দাবনাধীশাস্বরূপং সদগুণাশ্রয়ম্ । পণ্ডিতাখ্যং প্রভুবরং বন্দে রাধাগদাধরম্ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভাবকারকং প্রেমবর্দ্ধকম্ । মহাভাবস্বরূপং তং বন্দে রাধাগদাধরম্ ॥
যদাস্যপদ্মং সংদৃশ্য শ্রীপ্রভোর্ব্রজভাবনা । শ্রীমদ্রাসরসাধারং বন্দে রাধাগদাধরম্ ॥

(পদ্যার্থ) শ্রীল বৃন্দাবনেশ্বরী, শ্রীমতী রাধাসুন্দরী, যিহোঁ সর্ব্বগুণের আশ্রয় । শ্রীগদাধর পণ্ডিত, মোর প্রভুবর খ্যাত, বন্দি হেন রাধাগদাধর ॥ গৌরাঙ্গ মহাভাবের, যিহোঁ হয় পুষ্টিকর, প্রেম দিয়া করে যে উদ্ধার । মহাভাব এব যাঁর, স্বরূপ নিশ্চয় সার, বন্দি হেন রাধাগদাধর ॥ যাঁর মুখপদ্ম হেরি নবদ্বীপে গৌরহরি, হন বৃন্দাবন লীলাবিষ্ট । হেন গদাধর হয়, মহারাস রসাশ্রয়, বন্দি গদাধরপদ হৃষ্ট ॥ যিহোঁ হয় গৌরাঙ্গের পরম প্রেমের সার,

Scanned by TapScanner

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমসারং বিদ্যানিধিদয়াস্পদম্। মাধবানন্দনং ধীরং তং বন্দে রাধিকাভিধম্ ॥
শ্রীশচীহৃদয়ানন্দ-প্রাণসর্ব্বস্বসম্পুটম্। শ্রীল প্রেমস্বরূপাখ্যং তং বন্দে রাধিকাভিধম্ ॥
শ্রীনবদ্বীপলীলাব্ধৌ শৈশবে চাপলং মহৎ। কৃতং যেন মহাসৌখ্যাত্তং বন্দে রাধিকাভিধম্ ॥
নীলাচলবিহারি-শ্রীগৌরাঙ্গেন সমং কৃতম্। প্রেমাম্বুদসুধা যেন তং বন্দে রাধিকাভিদম্ ॥
গৌরাঙ্গেনার্পিতং গোপীনাথপাদাব্জ-সেবনে। নীলশৈলে সদাবাসং তং বন্দে রাধিকাভিদম্ ॥
শ্রীরাধাভিধয়া গদাধর ইতি খ্যাতং মহীমণ্ডলে, যৎ প্রেমাব্ধিকণালবেন সকলং মগ্নং জগৎ সর্ব্বদা।
মৎসর্ব্বস্ব-পদাম্বুজং প্রভুবরং তং লোকনাথস্য মে, কৃষ্ণপ্রেম সুধাশ্রয়াঙ্ঘ্রি যুগলং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং ভজে ॥

ইতি শ্রীলোকনাথ গোস্বামি বিরচিতং শ্রীরাধাগদাধরাষ্টকং সমাপ্তম্

শ্রীল শ্রীগদাধরাষ্টকং (শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্। ১২—৭)

১। রাধাকৃষ্ণ প্রকাশজনকং শ্রীরাধিকাসম্পুটং, বৃন্দারণ্যসুখপ্রচারকমলং স্তম্ভাদিভাবান্বিতম্।
শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভোর্ব্রজরসামোদাবতারাকরং, বন্দে শ্রীলগদাধরং গুরুমহং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং প্রভুম্ ।
২। গৌরপ্রেমবিতানদানকুশলং প্রেমার্থিনাং প্রেমদং, সেবাধর্ম্ম বিধায়কং ত্রিজগতি স্বপ্রেম সম্পৎপ্রদম্।

বিদ্যানিধি দয়ার আস্পদ। মাধবের আনন্দন, অতিশয় ধীর হন, বন্দি রাধাগদাধর পদ ॥
যাঁহারে দেখিয়া হন, শচীর আনন্দ মন, তাঁর প্রাণ সর্ব্বস্ব আধার। শোভন প্রেমস্বরূপ,
খ্যাত হয় যাঁর রূপ, বন্দি হেন রাধাগদাধর ॥ নবদ্বীপ লীলাচয়, সাগর সদৃশ হয়,
শৈশবেতে চাপল্য মহান্। কৃত যিহোঁ মহাসুখে, বন্দনা করিয়ে তাকে, তিহোঁ রাধাগদাধর হন ॥
শ্রীনীলাচলবিহারী, শচীর নন্দন হরি, তাঁর সঙ্গে শ্রীল গদাধর। প্রেমামৃত সুধারস,
আস্বাদি হৈল অবশ, বন্দি হেন রাধাগদাধর ॥ শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধরে, অর্পিল গোপীনাথেরে,
সেবা কৈল অতি হৃষ্ট মন। নীলশৈলে সদা বাস, করিল ক্ষেত্র সন্ন্যাস, করি রাধাগদাই বন্দন ॥
শ্রীরাধিকা যার নাম, গদাধর খ্যাত হন, ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ হয়েন। যাঁর প্রেম সমুদ্রের,
কণালেশ জগতের, নিরন্তর ডুবে সব জন ॥ লোকনাথ নাম মোর, প্রভু মম গদাধর,
তাঁর পাদাব্জ সর্ব্বস্ব মম। যে শ্রীচরণ সেবিলে, কৃষ্ণপ্রেম সুধা মিলে, ভজন করি সে শ্রীচরণ ॥

(সমাপ্ত)

(অন্বয়ার্থ) শ্রীরাধাকৃষ্ণের রস, যিহোঁ করেন প্রকাশ, শ্রীরাধিকা সম্পুট যে হন। বৃন্দাবন সুখচয়,
অতিশয় প্রচারয়, উদ্দীপ্তাদি সাত্ত্বিকভূষণ ॥ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের, ব্রজরস আনন্দের,
প্রকাশের যে এক কারণ। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিতাখ্য গুরুবর, বন্দি মুঞি তাঁহার চরণ ॥
গৌরপ্রেম বিস্তারিতে, চতুর যে তাহা দিতে, প্রেমার্থিকে যিহোঁ প্রেম দেন। সেবাধর্ম্মের বিধান,
ত্রিজগতে যে করেন, স্বপ্রেম সম্পদ করেন দান ॥ মাদৃগ্ দুঃখ মহাহাতী, বিদারিতে সিংহগতি,

Scanned by TapScanner

মাদৃগ্‌দুঃখমতঙ্গদারণহরিং গৌরাঙ্ঘ্রিসেবাসুখং, বন্দে শ্রীলগদাধরং গুরুমহং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং প্রভুম্‌॥

৩। শ্রীচৈতন্যহরেরনন্যমহসঃ প্রেমাস্পদং ভূতলে, রাধাকৃষ্ণ রসাঙ্কিনা জগদিদং মঙ্গীকৃতং যেন তম্‌।
শ্রীগৌরাঙ্গহরেরনন্যদয়িতং গৌরাঙ্ঘ্রিভাজাং বরং, বন্দে শ্রীলগদাধরং গুরুমহং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং প্রভুম্‌॥

৪। তীর্থন্যাস সদাদৃতং স্ববপুসা শ্রীপুণ্ডরীকপ্রিয়ং, রাধাকৃষ্ণ নবোজ্জ্বলপ্রবটিতপ্রেমপ্রকাশাস্পদম্‌।
ভূগর্ভাদিযদীয়ভক্তসকলপ্রেমপ্রদাঙ্ঘ্রিদ্বয়ং, বন্দে শ্রীলগদাধরং গুরুমহং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং প্রভুম্‌॥

৫। শ্রীমদ্রাসরসাদিসর্ব্বসুখদং শ্রীগৌরদেহাদ্বয়ং, শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজৈকভজনদ্বারাঙ্ঘ্রিপঙ্কেরুহম্‌।
শ্রীমদ্গৌরগণাশ্রয়াশ্রয়জনাভীষ্টপ্রদাগ্রেসরং, বন্দে শ্রীলগদাধরং গুরুমহং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং প্রভুম্‌॥

৬। ভূগর্ভাদিমদীয়কাসু তনুষু প্রেমপ্রকাশীকৃতং, ব্রহ্মানন্তশিবামরাদিসকলাগম্যং রসালম্বনম্‌।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্বুজং নবনব শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তদং, বন্দে শ্রীলগদাধরং গুরুমহং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং প্রভুম্‌॥

৭। বৃন্দারণ্যসুসেবনাদিসকলং শ্রীরাধিকাকৃষ্ণয়োঃ, র্যেনাসজ্যামদায়ি তচ্চ সুখদং শ্রীগৌরলীলামৃতম্‌।
বৈরাগ্যৈকনিদানমার্গসকলং দ্রষ্টারমস্মাসু তং, বন্দে শ্রীলগদাধরং গুরুমহং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং প্রভুম্‌॥

গৌরাঙ্ঘ্রি সেবাতে সুখী হন। হেন প্রভু গদাধর পণ্ডিতাখ্য গুরুবর, বন্দি মুঞি তাঁহার চরণ॥
অতুল প্রভাব যাঁর, হেন প্রভু গৌরাঙ্গের, ভূতলে যে অতি প্রিয় হন। রাধাকৃষ্ণ রসাঙ্কিতে,
দুঃখিত হেন জগতে, ডুবাইয়া সবে দিল প্রেম॥ যাঁহা হৈতে প্রিয় আর, নাহি শ্রীল গৌরাঙ্গের,
গৌরপ্রিয়ে শ্রেষ্ঠ যিহোঁ হন। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিতাখ্য গুরুবর, করি তাঁর চরণ বন্দন॥
না ছাড়ি ক্ষেত্রসন্ন্যাস, দেহ দ্বারা কৈল বাস, পুণ্ডরীক প্রিয় যিহোঁ হন। রাধাকৃষ্ণ নবোজ্জ্বল,
প্রেম অতি সুনির্ম্মল, প্রকাশকারণ যিহোঁ হন॥ শ্রীভূগর্ভ প্রভৃতির স্বকীয় প্রিয়জনের,
প্রেমপ্রদ যাঁহার চরণ। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিতাখ্য গুরুবর, করি তাঁর চরণ বন্দন॥
রাসরস সুখচয়, যাঁহার কৃপায় পায়, যিহোঁ গৌর হৈতে ভিন্ন নয়। যাঁর পাদপদ্মাশ্রয়,
বিনা গৌরভক্তি নয়, শিবানন্দ কহিল নিশ্চয়॥ গৌরগণের আশ্রিত, যিহোঁ তাঁদের আশ্রিত,
তাঁর শ্রেষ্ঠ অভীষ্টদ হন। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিতাখ্য গুরুবর, বন্দি তাঁর যুগল চরণ॥
মদীয়তা ভাবাপন্নে, ভূগর্ভাদি নিজজনে, যিহোঁ প্রেম প্রদান করয়। ব্রহ্মা অনন্ত লক্ষ্মীর,
শম্ভু আদি দেবতার, অগম্য প্রেমের যে আশ্রয়॥ আমার সর্ব্বস্ব ধন, যাঁর পাদপদ্ম হন,
নবভক্তি সিদ্ধান্তদ হন। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিতাখ্য গুরুবর, বন্দি মুঞি তাঁহার চরণ॥
শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের, রম্য শ্রীবৃন্দাবনের, যতেক আছয়ে সুসেবন। রাধাদাসী ভাবময়,
গৌরলীলা যুত হয়, হেন সুখ সেবা সে দিলেন॥ বৈরাগ্যে আদিকারণ, যে সকল মার্গ হন,
দেখাইল যিহোঁ মাদৃগ্‌জনে। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিতাখ্য গুরুবর, বন্দি মুঞি তাঁহার চরণ॥

Scanned by TapScanner

৮। স্বর্ণাভং সুমুখং দয়ালুমমলং মাদৃগ্‌জনানন্দনং, বৈরাগ্যৈকসুসীম কৃষ্ণদয়িতামুখ্যং দ্বিজেন্দ্রং প্রভুম্।
গৌরপ্রেমসুধাশ্রিতৈকশরণং প্রেমস্বরূপাকৃতিং, বন্দে শ্রীলগদাধরং গুরুমহং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং প্রভুম্॥

৯। শ্রীগৌরস্য গদাধরস্য সুধিয়োভেদং ন পশ্যন্তি যে, বুদ্ধ্যাতৈ পরিপঠ্যতাং খলু তদা শ্রীপণ্ডিতস্যাষ্টকম্।
রাধাকৃষ্ণরসাব্ধিপানজনকশ্লোকং সতাং বল্লভং, শ্রীগৌরাঙ্গগদাধরাঙ্ঘ্রিকমলং নিত্যং যদা প্রার্থ্যতে॥

১০। নিখিলনিগমসারং শ্রীমদীশাষ্টকং যঃ, স্মরতি পঠতি নিত্যং শ্রীশিবানন্দকেন।
ভনিতমিদমপূর্ব্বং শ্রীলগৌরাঙ্ঘ্রিপদ্মাসবসুমধুরভাবং প্রাপ্নুয়াৎ প্রেমভাক্ সঃ॥

শ্রীশিবানন্দচক্রবর্ত্তিবিরচিতং শ্রীগদাধরাষ্টকং সমাপ্তম্।

শ্রীল শ্রীগদাধরাষ্টকম্ (পৃথ্বীছন্দঃ)

১। প্রভুপ্রিয় গদাধরঃ প্রিয়গদাধরোহি প্রভুঃ, প্রতীত ভুবনত্রয়ং সততমেষ আনন্দয়ৎ।
স্বয়ং প্রণয়মাধুরী জগতি কেন নাস্বাদিতা, গদাধর ময়ি প্রভো কুরু কৃপাকটাক্ষচ্ছটাম্।

২। ব্রজেশপুরসুন্দরীরসঝরীধুরীনালিকা, নিকারবহুকারিনা রভসকেলিরধ্যাপিতা।
ত্বমাস্বপি বরা হরে স্বমসি যৎপরং জীবনং, গদাধর ময়ি প্রভো কুরু কৃপাকটাক্ষচ্ছটাম্॥

যাঁর অঙ্গ স্বর্ণকান্তি সুমুখ দয়ালু অতি, মাদৃগ্‌জনের আনন্দকর। যাঁর বৈরাগ্য অসীম, কৃষ্ণদয়িত প্রধান, প্রভু মোর হয় দ্বিজবর॥ গৌরপ্রেম যাঁর ধন, সে যাঁর আশ্রিত হন, মহাভাব স্বরূপ হয়েন। হেন প্রভু গদাধর পণ্ডিতাখ্য গুরুবর, বন্দি মুঞি তাঁহার চরণ॥ শ্রীগৌরগদাধরের, পাদপদ্ম মাধুর্য্যের, যদি কেহ সদা প্রার্থী হয়। সে গৌরগদাধরেতে, ভেদ না রাখিবে চিতে, তাঁহাকেই সুবুদ্ধি কহয়॥ তাঁহারাই পড়িবেক, শ্রীগদাধর অষ্টক, সজ্জনের অতি প্রিয় হয়। রাধাকৃষ্ণ লীলারস, সাগরের নাহি শেষ, ইথে সব পান করা হয়॥ নিখিল নিগম সার, মদীশ্বর অষ্টকের, ভনিতা শ্রীশিবানন্দ হয়। নিত্য করিবে স্মরণ, পাঠ করে অনুক্ষণ, তাহাতে অপূর্ব্ব ফল হয়॥ শ্রীশচীরনন্দনের, শ্রীচরণ কমলের, মকরন্দ সুশীতল হয়। তাহে রাধাদাসী ভাব, পাবে, যাবে দুঃখ সব, প্রেমানন্দে ডুবিবে সদায়॥ (সমাপ্ত

গদাধর অতিপ্রিয় প্রভু গৌরাঙ্গের। শ্রীগৌরাঙ্গ অতি প্রিয় প্রভু গদাইর॥
সেই প্রভু গদাধর বড় কৃপাবান্। আনন্দিত করে সদা সকল ভুবন॥
তার কৃত প্রণয়মাধুরী যেইজন। নাস্বাদিল ত্রিভুবনে নাহি হেন জন॥
হেন প্রভু গদাধর নিবেদন মোর। করুণাকটাক্ষচ্ছটা মোর প্রতি কর॥
ব্রজপুর সুন্দরীর রসের প্রবাহ। তাহার প্রস্রবণের প্রণালিকা যেহ॥
তুমি অধ্যাপিকা হেন প্রবল কেলির। শ্রীকৃষ্ণ শিখয়ে তাহা নিকটে তোমার॥
ওহে রাধে তুমি সব গোপীর ঈশ্বরী। তোমারে জীবনধন করিয়াছে হরি॥
হেন প্রভু গদাধর নিবেদন মোর। করুণাকটাক্ষচ্ছটা মোর প্রতি কর॥

Scanned by TapScanner

৩। বিদগ্ধনবরঙ্গিনীরসসুধাসরিৎসঙ্গিনো, মহারসমহোদধেঃ কতি রসোর্ম্ময়ো নির্ম্মিতাঃ।
ব্রজেন্দ্রতনয়স্তৈর্জ্জগদলং ত্বয়া নাপ্যায়িতং, গদাধর ময়ি প্রভো কুরু কৃপাকটাক্ষচ্ছটাম্॥
৪। নবপ্রণয়িতা সুধাস্বদনমন্তরেনানিশং, ক্ষণঃ ক্ষণশতং ভবেৎ ক্ষণাদিকাতিহৃৎত্রাসিকা।
যুবাং মিথুনলীলয়া বিলসিতং মনোমন্দিরে, গদাধর ময়ি প্রভো কুরু কৃপাকটাক্ষচ্ছটাম্॥
৫। অশেষগুণসংবৃতা ব্রজসুধাকরপ্রেয়সী, ভবন্তমিহ কা পরা শ্রয়তি বার্ষভানব্যপি।
অতঃ প্রবলয়া ধিয়া প্রণতবৎসল প্রার্থয়ে, গদাধর ময়ি প্রভো কুরু কৃপাকটাক্ষচ্ছটাম্॥
৬। অয়ি ব্রজবনেশ্বরি ! স্বতনুমাধুরীসারভূ, স্ত্বমেব মধুরাভিধপ্রণয়সারবারাংনিধিঃ।
অয়ি দ্বিজমহেন্দ্র ! প্রণয়িলক্ষদক্ষাগ্রণি, গদাধর ময়ি প্রভো কুরু কৃপাকটাক্ষচ্ছটাম্॥
৭। স্তুবন্তি যুবয়োর্গুণান্ শ্রুতিগণাঃ কিমন্যে পুন, র্যুবাং নহি বিদাংবরাঃ শ্রুতিবিদাম্বরাশ্চক্রিয়ে।

চতুরারসিকা নব রঙ্গিনীর গণ। তাঁহাদের রসসুধা নদী নানা হন॥
শ্যাম মহারসাব্ধিতে সে নদী মিলিল। সে সমুদ্রে রাধা নানা তরঙ্গ নির্ম্মিল॥
সেই শ্যামার্ণবে যেই তরঙ্গ হইল। তাহা জগজনের সুপ্রীতি সম্পাদিল॥
হেন প্রভু গদাধর নিবেদন মোর। করুণাকটাক্ষচ্ছটা মম প্রতি কর॥
নবপ্রণয়ের যেই সুধারস হয়। তাহা যদি নিরন্তর আস্বাদ না হয়॥
শতক্ষণতুল্য সেই একক্ষণ হয়। হৃদয়ে সুত্রাস দায়ি জানিহ নিশ্চয়॥
ওহে গদাধর মন মন্দিরে আমার। তোমরা যুগলরূপে করহ বিহার॥
হেন প্রভু গদাধর নিবেদন মোর। করুণাকটাক্ষচ্ছটা মম প্রতি কর।
তোমাতে সমস্ত গুণ করিছে আশ্রয়। ব্রজবিধু কৃষ্ণ প্রীতি করয়ে তোমায়॥
তোমা ছাড়ি অন্যে কেবা করয়ে আশ্রয়। অতএব বার্ষভাণবি তুমি আশ্রয়॥
ওহে প্রভো ! প্রণতবৎসল হও তুমি। এই হেতু তব পদ আশ্রিয়াছি আমি॥
হেন প্রভু গদাধর নিবেদন মোর। করুণাকটাক্ষচ্ছটা মম প্রতি কর॥
অয়ি ব্রজেশ্বরি ! তব উপমা না হয়। স্বীয় তনু মাধুর্য্যের তুমিই আশ্রয়॥
মধুর রসের যেই সুধার্ণব হয়। তুমিই একমাত্র তাহা জানিহ নিশ্চয়॥
ওহে প্রভো ! মিশ্রপুরন্দর নন্দনের। দক্ষ লক্ষ প্রণয়ির তুমি অগ্রসর॥
হেন প্রভো ! গদাধর নিবেদন মোর। করুণাকটাক্ষচ্ছটা মম প্রতি কর॥
ওহে গৌরগদাধর তোমাদের গুণ। শ্রুতিস্মৃতি শাস্ত্র সব করয়ে স্তবন॥
অত শাস্ত্রজ্ঞেতে যাঁরা বেদজ্ঞ প্রধান। তাঁরা তোমাদের স্তব না করিবে কেন ?

Scanned by TapScanner

নয়ন্তাসি জনান্ বহুস্বসুখভক্তিসংসেবনে, গদাধর ময়ি প্রভো কুরু কৃপাকটাক্ষচ্ছটাম্ ॥
৮। বিচিত্রিত সুখাস্পদং ভবভয়ার্ত্তিসংত্রাসনং, ভবৎপদযুগং কদা রচয়তি স্বভাগ্যোদয়ম্ ।
ইদং হি মম মানসং ভজতি দুঃখমেবানিশং, গদাধর ময়ি প্রভো কুরু কৃপাকটাক্ষচ্ছটাম্ ॥
৯। ইমাং হরিরতিপ্রদাং রসবিদাং রসৈকাস্পদং, পঠত্যপি মুহুঃ সুধাঝরকরান্বিতাং য স্তুতিম্ ।
অভিন্নমতিতা হরেঃ স্ফুরতি তস্য লীলাদ্বয়ে, প্রযচ্ছতি গদাধরো হি কুঞ্জসেবামপি ॥

ইতি শ্রীভূগর্ভ গোস্বামি বিরচিতং শ্রীশ্রীগদাধরাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

শ্রীল শ্রীরাধাগদাধরাষ্টকং (পৃথ্বীচ্ছন্দঃ ৮—৯)

১। কলিন্দনগনন্দিনী, তটনিকুঞ্জপুঞ্জেষু য, স্ততানবৃষভানুজা, কৃতিরনল্পলীলারসম্ ।
* নিপীয় ব্রজমঙ্গলো, য মিহ গৌররূপোঽভবৎ, স মে দিশতু ভাবুকং প্রভু গদাধরঃ শ্রীগুরুঃ ॥
২। অদভ্রবিষয়াটবীগহনকুঞ্জপুঞ্জেচরং, ত্বরস্বিকরপঙ্কজো য ইহ রাজমার্গেঽনয়ৎ ।
জনং করুণাবারিধি র্ধরণীমণ্ডলে মাদৃশং স মে দিশতু ভাবুকং প্রভু গদাধরঃ শ্রীগুরুঃ ॥

ওহে প্রভো জীবে কর হেন ভক্তি দান। শ্রেষ্ঠানন্দ পায় করি যাহার সেবন ॥
হেন প্রভো ! গদাধর নিবেদন মোর। সুকৃপা কটাক্ষচ্ছটা মম প্রতি কর ॥
ওহে গদাধর তব চরণ কৃপায় । কবে হবে মোর হেন সৌভাগ্য উদয় ॥
নানাবিধ সুখাস্পদ হবে যে কৃপাতে । ভয়ঙ্কর আর্ত্তিত্রাস যাইবে দূরেতে ॥
আমার মনেতে সদা ইহাই জাগয় । কতদিনে হেন দুঃখ দূরেতে পলায় ॥
ওহে প্রভু গদাধর নিবেদন মোর । করুণা কটাক্ষচ্ছটা মম প্রতি কর ॥
এই স্তুতি হয় সদা হরিরতিপ্রদ । রসবিদ্জনের হয় রসের আস্পদ ॥
ইহা হৈতে সুধা সদা হয়ত ক্ষরণ। হেন স্তুতি যেইজন করয়ে পঠন ॥
ব্রজলীলা গৌরলীলা হরি যে করয় । তাহাতে অভিন্ন মতি সে জনার হয় ॥
গদাধর তাঁর প্রতি সন্তোষ হইয়া। নিজ কুঞ্জ সেবা দেন হরসিত হৈয়া ॥

(পদ্যার্থ) কলিন্দনগের যিহোঁ তনয়া বিদিত। তাঁর তীরে নিকুঞ্জের পুঞ্জ শত শত ॥
শ্রীবৃষভানুনন্দিনী স্বরূপে তথায় । বহুবিধ লীলারস প্রকাশ করয় ॥
যাহা পান করি সে মঙ্গলময় হরি । নবদ্বীপে প্রকট হৈল গৌররূপ ধরি ॥
হেন প্রভু গদাধর শ্রীলগুরুবর । সর্ব্বদা কুশল মোর উপদেশ কর ॥
সুঘোর বিষয় রূপ অটবী কান্তারে। অতি গহণ নিকুঞ্জ পুঞ্জের ভিতরে ॥
তাহা বিচরণশীল মাদৃশ এ জন । ব্যগ্র হস্ত ভক্তিমার্গে টানি আনিলেন ॥
সে হেন দুর্গম স্থানে পতিত আমারে। করুণাবারিধি প্রভু করিল উদ্ধারে ॥
হেন প্রভু গদাধর শ্রীলগুরুবর । সর্ব্বথা কুশল মোর উপদেশ কর ॥

---

* যদা তীব্রপ্রযত্নেন সংযোগাদেরগৌরবম্। ন ছন্দোভঙ্গমপ্যাহুস্তদা দোষায় সুরয়ঃ ॥

Scanned by TapScanner

৩। রহঃকুঞ্জমণ্ডলীহরিঘটাশটাধুননৈ, রতীব ভয়ভাগ্ জনং তমনুসর্পনেনাপপাৎ।
চকর্ত্ত নিগড়ং দ্রুতং স্বজনগেহরূপঞ্চ যঃ, স মে দিশতু ভাবুকং প্রভু গদাধরঃ শ্রীগুরুঃ॥
৪। অনন্তগুণকীর্ত্তনে সপদি গৌররূপপ্রভোঃ, প্রভুর্ভবতি যঃ স্বয়ং বিবিধভাবভাভাসিতঃ।
নিমজ্জয়তি যো জনান্ ভজনজহ্নুকন্যাজলে, স মে দিশতু ভাবুকং প্রভু গদাধরঃ শ্রীগুরুঃ॥
৫। হরির্নটনচাতুরীং সরসিকুঞ্জপুঞ্জাগ্রজা, মমন্দমদনাসবৈঃ স্বজনমণ্ডলোন্মাদিকাম্॥
ইতি স্ফুটতরাংগিরং বদতি লজ্জিতঃ স্বেষু যঃ, স মে দিশতু ভাবুকং প্রভু গদাদরঃ শ্রীগুরুঃ॥
৬। প্রভো কঠিনশেখরস্ত্বমসি বেদ্মি তত্ত্বং তব, যদা ভ্রমসি কাননে রহসি দেব! মামত্যজঃ।
উদীর্য্য (ইতীর্য) গিরমুন্নতাং তপতি বেপতে যঃ স্বয়ং, স মে দিশতু ভাবুকং প্রভু গদাধরঃ শ্রীগুরুঃ॥
৭। প্রভো তপননন্দিনী জলবিহার লীলায়িতং, রহস্মৃতিপথং কথং ক্ব স বনায় নায়াতি তে॥

খল কুঞ্জমণ্ডলী সিংহ সমূহের। কেশর কম্পন দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর।
তাহা দেখি ভয় ভীত যেই জন হয়। তাঁর পিছে যাঞা শীঘ্র তাঁহাকে রাখয়॥
স্বজন গৃহাদি দৃঢ় লৌহ বেড়ী হয়। কৃপাকরি যিহোঁ তাহা শীঘ্র কাটি দেয়॥
হেন প্রভু গদাধর শ্রীল গুরুবর। মঙ্গল যাহাতে তাহা উপদেশ কর॥
যাঁহার বিবিধ গুণের সীমা নাহি হয়। হেন শ্রীল শচীসুত জগতে কহয়॥
তাঁর গুণাবলী যিহোঁ করিতে কীর্ত্তন। বিবিধ ভাবচ্ছটাতে শোভিত হয়েন॥
প্রভু এত দয়ালের শিরোমণি হয়। পতিত জনারে ভক্তি গঙ্গাতে ডুবায়॥
শ্রীল গুরুবর হেন প্রভু গদাধর। আদেশ করুন মোর যাহা শ্রেয় কর॥
রাধাকুণ্ড কুঞ্জপুঞ্জ অগ্রভাগে স্থিত। প্রেমোন্মত্ত হৈয়া রাধা যে করিল নৃত্য॥
অত্যন্ত চাতুরী তাহে প্রকাশ হইল। যাহা দেখি সখীগণ উন্মাদিনী হৈল॥
হেন কথা সখী মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিল। তাহা শুনি যিহোঁ অতি লজ্জিত হইল॥
শ্রীল গুরুবর হেন প্রভু গদাধর। আদেশ করুন যাহা মোর শ্রেয় কর॥
ওহে প্রভু তুমি হও কঠিন শেখর। ভালরূপে তব তত্ত্বজ্ঞাত যে আমার॥
মনে করি দেখ রাসে একাকিনী মোরে। ফেলিয়া লুকাইলে তুমি বনে অতি ঘোরে॥
এইমত উচ্চৈস্বরে বলিয়া বলিয়া। তাপিত অন্তরে কহে কাঁপিয়া কাঁপিয়া॥
শ্রীলগুরুবর হেন প্রভু গদাধর। আদেশ করুন যাতে মোর শ্রেয় কর॥
ওহে প্রভু তুমি যে একান্তে লীলা কৈলে। রাধার সে জলকেলি স্মরণ হইলে॥
প্রেম বৈচিত্র ভাবেতে সমীপে তোমার। বল কেন না আইল প্রাণনাথ মোর॥

Scanned by TapScanner

উদীর্য্য (ইতীর্য্য) গতচেতনো ভবতি প্রভোরগ্রতো যঃ, স মে দিশতু ভাবুকং প্রভু গদাধরঃ শ্রীগুরুঃ ॥

৮। অনল্পহরিকীর্ত্তনে হরতি চিত্তবিত্তং বলাৎ, তমস্ততিনিকৃন্তনে ভবতি চণ্ডরোচিশ্চ যঃ।
প্রতপ্ততনুসেচনে শিশিরবারি পুরো হি যঃ। স মে দিশতু ভাবুকং প্রভু গদাধরঃ শ্রীগুরুঃ ॥

ইতি শ্রীপরমানন্দভট্টাচার্য্য গোস্বামিবিরচিতম্। শ্রীশ্রীরাধাগদাধরাষ্টকং স্বাঙ্গী কুর্ব্বন্ত বৈষ্ণবাঃ।

শ্রীপরমানন্দগোস্বামিকৃত শ্রীশ্রীরাধাগদাধরাষ্টকং সমাপ্তম্।

এইমত উচ্চৈস্বরে বলিয়া বলিয়া। প্রভুর অগ্রেতে পড়ে অচেতন হৈয়া ॥
শ্রীলগুরুবর হেন প্রভু গদাধর। আদেশ করুন মোরে যাহা শ্রেয়স্কর ॥
কৃষ্ণনাম অতিশয় যে করে কীর্ত্তন। বলেতে তাঁহার মন হরয়ে যেজন ॥
জীবের অজ্ঞানতম করিবারে দূর। যিহোঁ হয় অতিচণ্ড কিরণ সূর্য্যের ॥
অতি তাপিত শরীর সিঞ্চন বিষয়ে। যমুনার সুশীতল জল যিহোঁ হয়ে ॥
শ্রীলগুরুবর হেন প্রভু গদাধর। করুন আদেশ মোরে যাহা হিতকর ॥
পরমানন্দগোস্বামিকৃত স্তোত্র হন। বৈষ্ণবগণ সদায় করুন পঠন ॥ সমাপ্ত।

শ্রীগুরু তত্ত্বামৃত

আত্মন্! শ্রীগৌরগোবিন্দের গুণাবলী কীর্ত্তন করুন। মনঃ! শ্রবণ কর উপাসনার ক্রমেই তাহা বর্ণিত হইবে। উপাসনায় শ্রীগুরুতত্ত্ব প্রথম জানিতে হয়, তাহা রাগমার্গে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী শুদ্ধভক্তের শ্রীগুরু স্বরূপ বলিয়াছেন—"ভগবানের প্রিয়তম" "শুদ্ধ-ভক্তাস্ত্বেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহাভেদ দৃষ্টিং প্রতি তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে" বিধিভক্তের শ্রীগুরু স্বরূপ ভগবদবতাররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "য এব ভগবানত্র ব্যষ্টিরূপতয়া ভক্তারতারত্বেন শ্রীগুরুরূপো বর্ত্ততে, স এব তত্র সমষ্টিরূপতয়া স্ববামপ্রদেশে সাক্ষাদবতারত্বেনাপি তদ্রূপো বর্ত্ততে" আর বলিয়াছেন—"যত্র যত্র আত্মনো নিজাভীষ্ট দেবতারূপত্বেন চিন্তনং বিধীয়তে তত্র তত্রৈব পার্ষদত্বেন গ্রহণং ভাব্যং" শুদ্ধভজনে শ্রীগুরু এবং শিষ্য নিজেকে শ্রীভগবদ্ রূপ চিন্তা করিবেন না। শ্রীগুরু স্বরূপও ব্যষ্টিসমষ্টিরূপে নহেন। কেননা যথাবস্থিত দেহে সাধকবস্থায় শ্রীগুরু নিজেকে শ্রীভগবদ্দাস অভিমানে তাঁহার সেবা করেন। এইজন্য শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীগুরু স্বরূপ নির্ণয়ে বলিয়াছেন—"অশেষ বৈষ্ণব ধর্ম্মরত" "সদা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি পরায়ণ বৈষ্ণববর শ্রীগুরুঃ", শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী বলিয়াছেন—"রূপ পূর্ব্ব গুরুগণানুগতং সেবনোৎসুকং" শ্রীরূপ প্রভৃতি গোস্বামির অনুগত এবং শ্রীকৃষ্ণ সেবাতে উৎসুক। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণদাস অভিমানী শ্রীগুরু শ্রীকৃষ্ণের উপভোগের চন্দন পুষ্পাদির স্বতন্ত্ররূপে

Scanned by TapScanner

গ্রহণ করিতে চান না। দিলে সন্তোষ হন না, এইজন্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীগুরু পূজায় শ্রীগৌরসুন্দরের প্রসাদ নির্ম্মাল্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। সিদ্ধাবস্থায় ও শ্রীগুরু স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের দাস, শ্রীরাধারাণীর দাসী স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই বিষয়ে শ্রীগুরু ধ্যানই প্রমাণ। এইরূপ শ্রীগুরুস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্য দ্বারা তাঁহার তিন ভেদ করিয়াছেন। মন্ত্রদীক্ষা এবং পূজাবিধি প্রদান দীক্ষাগুরুর কার্য্য। অর্থাৎ দীক্ষাগুরু নিকটেই দীক্ষা এবং পূজাবিধি জানিতে হইবে—লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ॥ দীক্ষা সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন—শ্রীহরিভক্তিবিলাসে আছে—"নিজ মন্ত্র কাহাকেও বলিবে না" অতএব শ্রীগুরুদত্ত মন্ত্র শিষ্যকে দিবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। প্রথম দোষ তাহাতে গুরুপরম্পরা সম্প্রদায় থাকে না, কেননা মন্ত্রপরম্পরা দ্বারাই গুরুপরম্পরা সম্প্রদায়, দ্বিতীয় দোষ শ্রীগুরুর নিকট শ্রবণ না করিয়া কোথায় মন্ত্র পাইবে? কেননা শাস্ত্রাদি দেখিয়া মন্ত্র শিখিলে সেই অপরাধের নিষ্কৃতি সহস্র মন্বন্তরেও হয় না। "কল্পে দৃষ্ট্বা তু মন্ত্রং বৈ যো গৃহ্লাতি নরাধমঃ। মন্বন্তর সহস্রেষু নিষ্কৃতির্নৈব জায়তে" (তন্ত্র) সদাচার—শ্রীগদাধর প্রভুর প্রসঙ্গে আছে—"নিজ ইষ্টমন্ত্র দীক্ষা করাহ ইহানে" (চৈঃ ভাঃ) নিজ ইষ্টমন্ত্র বলিতে শ্রীগুরুদত্ত মন্ত্রকেই বুঝায়। শ্রীগৌরসুন্দরের বিষয়ে উক্তি আছে—শিক্ষা গুরুগুরুতয়া দশবর্ণবিদ্যামাসাদ্য মাধবপুরীন্দ্রবশাং বশীশঃ। অর্থাৎ বশীশ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীঈশ্বরপুরীকে যেই মন্ত্র দিয়াছিলেন সেই মন্ত্রই শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীঈশ্বরপুরী দিয়াছিলেন। উক্ত যুক্তি প্রমাণ এবং সদাচারানুসারে শ্রীগুরুদত্ত মন্ত্রই শিষ্যকে দিতে হয়, শ্রবণ গুরুর কার্য্য শাস্ত্র শ্রবণ করান, তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত, শিক্ষাগুরুর কার্য্য ভজনের অনুকূল প্রতিকূল এবং স্বরূপ তত্ত্বাদি জানান। "তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ" শ্রবণ এবং ভজন শিক্ষাগুরু এক কিম্বা বহু হইতে পারে। মন্ত্র দীক্ষা এবং পূজার বিধি জানিবার গুরু একই হইবেন। এইজন্য বলিয়াছেন—"লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমো মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেৎ" "তেন" বলিতে দীক্ষাগুরুর নিকট পূজা জানিতে হয়। আত্মন্! দীক্ষার প্রয়োজন কি? মনঃ! অনেক কারণে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া জপ বা পূজাদি করিলেও ব্যর্থ হয়। অদীক্ষিতে মৃত্যু হইলে রৌরব নামক নরকে পতন হয়। এবং সে পিশাচযোনি হইতে মুক্ত হইতে পারে না। অদীক্ষিতের অন্ন বিষ্টা তুল্য পানীয় জলাদি মূত্রতুল্য। পূজা না করিয়া ভোজন করিলে নরক হয়। কিন্তু দীক্ষা বিনা পূজা করিবার অধিকার হয় না, এবং দীক্ষা দ্বারাই শ্রীগুরু শিষ্যকে শ্রীকৃষ্ণ সহ সম্বন্ধ করিয়া দেন, এইসকল কারণে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। আত্মন্! দেবদেবী অনেক আছে। শ্রীভগবানের স্বরূপ ও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরামাদি ভেদে অনেক আছে। অতএব কাহার দীক্ষা দ্বারা কল্যাণ হইবে। মনঃ! এই বিষয় নিশ্চয় করিতে প্রমাণের প্রয়োজন। আত্মন্! কোন্ শাস্ত্রের প্রমাণ গ্রহণীয়? মনঃ! বেদব্যাস একবেদ

Scanned by TapScanner

হইতেই পুরাণাদি বিভাগ করিয়াও চিত্তে শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। পরে শ্রীনারদের উপদেশে শ্রীভাগবতের বর্ণন করিয়া শান্তি পাইয়াছেন। সেই ভাগবতের পরিচয় এই যে— অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ। পুরানানাং সামরূপঃ সাক্ষাৎ ভগবতোদিতঃ। ইত্যাদি। অর্থাৎ শ্রীভাগবতই ব্রহ্মসূর্ত্রের অর্থ। মহাভারতের অর্থ শ্রীভাগবতের অর্থ দ্বারাই নিশ্চয় হয়। ভাগবতের প্রতিপাদ্য উপাস্য স্বরূপই ব্রহ্ম-গায়ত্রীর অর্থ। বেদের বিস্তার অর্থ রূপই শ্রীভাগবত। সর্ব্ববেদের শ্রেষ্ঠ সামবেদের মত, সর্ব্ব পুরাণ শ্রেষ্ঠ শ্রীভাগবত। এবং সাক্ষাদ্ভগবান্ শ্রীভাগবত বর্ণন করিয়াছেন, এইজন্য সমস্ত শাস্ত্র চক্রবর্ত্তি শ্রীমদ্ভাগবত। এইজন্য উক্ত শ্রীভাগবতের বিহিত সাধনই আমাদের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণপ্রদ। সেই ভাগবত যুগাবতার প্রকরণে বলেন—"এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ, মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ।" শ্রীকরভাজন যোগেন্দ্র বলিলেন চারিযুগের মধ্যে যেই যুগের যে প্রজা তাঁহারা সকলেই সেই যুগের ভগবানের পূজা করিবে। তাৎপর্য্য বর্ত্তমানে কলিযুগ এইজন্য এই যুগের প্রজা মাত্রেরই স্ব স্ব কুশলার্থে শ্রীগৌরসুন্দরের মন্ত্র এবং ধ্যানের দ্বারা তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য, কারণ উক্ত শ্রীগৌরসুন্দরই ঈশ্বর ফলদাতা, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণকারী এবং প্রেম দিয়া মন হরণকারী হরি। আত্মন্! শ্রীগৌরসুন্দরের পূজা না করিলে কল্যাণ হবেনা কি? মনঃ! উক্ত প্রমাণে—"শ্রেয়সামীশ্বর" এই বিশেষণ দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের পূজা না করিলে কল্যাণ হবে না ইহাই সূচনা করিয়াছেন। আত্মন্! "এবং যুগানুরূপাভ্যাম্" ইহার অর্থ শ্রীস্বামীপাদ বলেন—নামবর্ণাভ্যাম্। মন্ত্র গ্রহণ কিরূপে হয়। মনঃ! উক্তস্থলে "ইজ্যতে রাজন্" ইহা দ্বারা পূজার বিধান করিয়াছেন। পূজাতে মন্ত্র এবং ধ্যানেরই প্রয়োজন হয়। বস্তুত নামই মন্ত্রস্বরূপ হয়। শ্রীজীব গোস্বামী বলেন—"নামাত্মকা হি মন্ত্রাঃ" আত্মন্! কেহ কেহ বলেন মহাপ্রভুর মন্ত্র নাই। মনঃ! আর কখনও মুখে এই শব্দ আনিওনা, বলাত কা কথা মনে আনাও মহা অপরাধ, অনীশ্বরবাদিকে নাস্তিক বলা হয়, মন্ত্র নাই বলিলেও উক্ত নাস্তিক হইতে হয়। নাম নামির অভেদ সেই নামই "নামাত্মকা হি মন্ত্রাঃ" এই ন্যায়ে মন্ত্র তাহা না মানিলে ভগবানকেও সে মানে না, এইজন্য নাস্তিক হইতে হয়। প্রণবাদি চতুর্থ্যন্তং দেবনাম নমোন্তকং। পূজামন্ত্রমিদং প্রোক্তং সর্ব্বত্রার্চন কর্ম্মণিঃ (হঃ বিঃ) অর্থাৎ প্রথম প্রণব দেবনামে চতুর্থী বিভক্তি এবং নমঃ শব্দ যোগ করিলেই মন্ত্র হয়। এই বিধান সত্ত্বেও কোন্ সাহসে বলা যায়, শ্রীগৌরসুন্দরের মন্ত্র নাই। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমকালীন শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামির শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র হইতে ষড়াক্ষর দশাক্ষর শ্রীগৌরমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীভাগবতেও উক্ত শ্রীগৌরমন্ত্রকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। অবতার প্রকরণে আছে "কৃতে শুক্লঃ" "ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ" "দ্বাপরে ভগবান্

Scanned by TapScanner

শ্যামঃ'' উক্ত বর্ণ দ্বারা সেই সেই অবতারের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কলিতে ছন্নাবতার হেতু সেইস্থানে নির্দ্দেশ না করিলেও ক্রমভঙ্গ দোষ নিবারণের জন্য ভাগবতের প্রমাণে "পীত" অর্থাৎ গৌরবর্ণ দ্বারা গৌর নাম নিশ্চয় হইয়াছে, "নামাত্মকা হি মন্ত্রাঃ" এই ন্যায়ে গৌরমন্ত্র নিশ্চয় হইল। আত্মন্! গৌরমন্ত্রের দীক্ষা হয় কি? মনঃ! উক্ত প্রমাণে শ্রীগৌরসুন্দরের পূজা বিধি আছে। মন্ত্র দীক্ষা বিনা মন্ত্র দেবতার পূজাতে অধিকার হয় না—"দ্বিজানামনুপেতানাং··· তথাত্রা-দীক্ষিতানান্ত মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু নাধিকারঃ" এই প্রমাণ বলে দীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত মন্ত্র দেবতার পূজায় অধিকার হয় না। এইজন্য শ্রীগৌরপূজা করিতে হইলে অবশ্যই তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। আত্মন্! তবে ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি শ্রীরাধিকা প্রভৃতিরও পৃথক্ দীক্ষার প্রয়োজন? কেননা তাঁহাদেরও পূজা করিতে হয়। মনঃ! দীক্ষা প্রধান দেবতারই হয়। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রতিদিন মন্ত্র দেবতার পূজা না করিলে ঐ মন্ত্র দেবতাই দীক্ষিত জনের অকল্যাণপ্রদ হন, "লব্ধা দীক্ষাং তু যো নিত্যং নার্চ্চয়েৎ ·····অনিষ্টাং যচ্ছতি দেবতা" এইজন্য "লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ" এই প্রমাণে বলেন দীক্ষার দিন সেই গুরুর নিকট পূজা বিধি জানিতে হয়। শ্রীগৌরমন্ত্রে দীক্ষা এবং শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের পূজা বিধি জানিবার সময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির মন্ত্র জানিতে হয়। এবং শ্রীরাধারাণী প্রভৃতির মন্ত্র জানিতে হয়। এইজন্য তাঁহাদের স্বতন্ত্র দীক্ষা বিধান নাই। আত্মন্! কেবল শ্রীগৌরসুন্দরের পূজা করিলে হবে না কি? শ্রীকৃষ্ণেরও পূজা করিতে হবে কেন? মনঃ! তবে শুন উক্ত ভাগবত বিধানে বলেন—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" পূর্ব্বোক্ত অবতার প্রকরণে কলিযুগা-বতার নির্ণয় করত শ্রীকরভাজন বলিলেন—হে মহারাজ এখন কলির অবতারের কথা শ্রবণ কর। যিনি কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ "শুক্লোরক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" এই প্রমানানুসারে সত্য যুগে শুক্ল ভগবান্ ত্রেত্রাতে রক্ত ইদানীং দ্বারা শ্যাম দ্বাপরে, অবশিষ্ট আছে পীতবর্ণ এবং কলিযুগ অতএব অকৃষ্ণের অর্থ গৌরবর্ণ, শুক্ল আদি নামের মত এই অবতারের নামও গৌর। শ্রীগৌরসুন্দরই বিশেষ্য আর সব বিশেষণ। যাহারা শ্রীগৌরসুন্দরকে সঙ্কীর্ত্তন প্রধান আসনাদি গন্ধাদি উপচারের দ্বারা পূজা করিবে, কলিযুগে তাহারাই বুদ্ধিমান। দীক্ষা প্রকরণে বলা হইয়াছে, শ্রীগুরু দীক্ষা দ্বারা শ্রীভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া দেন। পূজাও সম্বন্ধানুসারেই হইবে "পতি মোর গৌরচন্দ্র" (প্রার্থনা) যাঁহারা দাস্য সখ্যাদি ভাবের ভক্ত, তাঁহারা প্রেম দিয়া রক্ষা করেন এই অর্থে পতি শব্দ গ্রহণ করিবেন। "গদাধর ·····মুখ্য রসানন্দ" অর্থাৎ শ্রীগদাধর শ্রীগৌরসুন্দরকে মধুরভাবে সেবা করেন। এইজন্য তাঁহার অনুগত জন মধুর রসের অনুকূল অর্থে পতি শব্দ গ্রহণ করিবেন। এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইলে, তাহা অবিচার জন্য বস্তুতঃ নহে, শ্রীগদাধরের যেই ভাব সেইভাবেই

Scanned by TapScanner

তাঁর অনুগতজন সেবা করিবে। শাখানির্ণয়ে বলিয়াছেন—"পণ্ডিতস্তগণাঃ সর্ব্বে শৃঙ্গারার্থকলেবরাঃ" পতিসেবা না করিলে তাহাকে অসতী ভ্রষ্টাচারিণী বলা হয়, শ্রীরূপ গোস্বামী তাহাকে অসুর ভাবাপন্ন বলিয়াছেন—"অনারাধ্যঃ প্রীত্যা চিরমসুরভাবপ্রণয়িনাং" প্রাণহীনজন সেবা করিতে পারে না, পতির প্রীতির ভাজনও হয় না, অতএব বলিয়াছেন—"প্রাণ মোর যুগলকিশোর" অর্থাৎ যুগলেরও সেবা করিতে হইবে, তাহাই বিশেষণে ব্যক্ত করিয়াছেন। "কৃষ্ণবর্ণং" ইতি কৃষ্ণং বর্ণয়তীতি কৃষ্ণবর্ণং অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। (শ্রীজীব) অতঃ শ্রীকৃষ্ণকেও পূজা করিতে হইবে। তবে "গৌরতেজো বিনা যস্তু শ্যামতেজঃ সমর্চ্চয়েৎ জপেদ্বা ধ্যায়তে বাপি স পাতকী ভবেৎ শিবে!" (সম্মোহনতন্ত্র) অর্থাৎ শ্রীরাধিকা বিনা একা কৃষ্ণের পূজাদি করিলে পাতকী হয়। ইহা সাধারণ বিধি বস্তুতঃ উপাসক সখী মঞ্জুরী সহিত শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা করিবে। না করিলে উক্ত পতি শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়। পতি সেবায় ধনের প্রয়োজন, পয়ারে বলেন—"ধন মোর নিত্যানন্দ" শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায়ই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার উপযোগি ধনাদি মিলিবে। যথা—সেই বলরাম গৌরসঙ্গে নিত্যানন্দ।····শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন। ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন। আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন। সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ সেবানন্দ। অতএব শ্রীনিত্যানন্দ পূজা আবশ্যক। মায়িক শক্তিতে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা হয় না, তাঁহার সেবার শক্তি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কৃপায় মিলিবে। পয়ারে বলেন—"অদ্বৈত আচার্য্য বল" এই হেতু শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পূজা করিতে হইবে। প্রাকৃত পতিতেও ভক্তি না থাকিলে নিষ্ঠা হয় না, তাহাকে কুলটা অসতী বলে। "আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাঁচমনেঃ কুতঃ" এই ন্যায়ানুসারে সৎ কুলোৎপন্না স্ত্রীই পতিভক্তি নিষ্ঠা সম্পন্ন হইয়া সতী হয়। সেইরূপ এই স্থানেও যাঁহার শ্রীগৌরসুন্দরে ভক্তি নিষ্ঠা হইবে সেই ঐকান্তিক সৎ কিম্বা সতী হইবে। উক্ত ভক্তিকে কুলরূপক করা হইয়াছে। এই ভক্তি একমাত্র শ্রীগদাধরের কৃপায় মিলে ইহা পূর্ব্বে প্রমাণের দ্বারা দেখান হইয়াছে। এই হেতু "গদাধর মোর কুল" ইহার অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে। কেহ কেহ "গদাধর মোর কুল" ইহার সমাধানে বলেন—শ্রীলোকনাথ প্রভু শ্রীগদাধরের শিষ্য এই বিষয়ে প্রমাণ তাঁহার কৃত শ্রীরাধাগদাধর অষ্টকে দেখান। কেননা তাহাতে আছে—'মৎসর্ব্বস্বপদাম্বুজং প্রভুবরং তং লোকনাথস্য মে" অর্থাৎ শ্রীলোকনাথ প্রভু বলিতেছেন—শ্রীগদাধরের শ্রীচরণ আমার সর্ব্বস্ব ধন। এবং তিনি আমার প্রভুবর। ইত্যাদি। সন্দেহ হইতে পারে শাখানির্ণয়ে তাঁহার নাম নাই। এ সন্দেহ অকিঞ্চিৎকর। কারণ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, প্রসিদ্ধ তিনজনের তাহাতে নাম নাই। অতএব শ্রীগদাধরেরও পূজা করিতে হইবে। কুল শব্দে ভক্তিই জানিতে হইবে। শ্রীগদাধর পূজায় জানিবার বিষয় এই যে, শ্রীরূপসনাতন প্রভৃতি গোস্বামি মতানুসারে আমাদের দিন কৃত্যাদি করিতে হয়। সেই শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

Scanned by TapScanner

"ইতি কৃষ্ণং নিসেব্যাগ্রে কৃষ্ণস্থোপাসকৈজ্জনৈঃ। সেব্যাঃ প্রসাদপুষ্পাদ্যৈরবশ্যং ব্রজসুভ্রুবঃ" ইতি হেতু অর্থে অর্থাৎ অমরকোষে ইতি শব্দের অর্থ হেতু, প্রকরণ, প্রকাশ, আদি এবং সমাপ্তি অর্থে বলিয়াছেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া তাঁহার প্রিয়জনের পূজা না করিলে মহাদোষ হয়। এইজন্য উপাসক শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়া, তাঁহার প্রসাদি পুষ্পাদি দ্বারা অবশ্যই শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজদেবীগণকে পূজা করিবে। এই বিধানানুসারে শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদি পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে, শ্রীগদাধর প্রভৃতি শ্রীগৌর পরিকরগণকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রসাদি পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। কেহ কেহ শ্রীরাধারাণীকে চরণে তুলসী দিয়া পূজা করেন কিন্তু শ্রীগদাধরকে সেইরূপ পূজা করেন না, শ্রীরাধিকা চরণে তুলসী দিয়া পূজা উক্ত গোস্বামি আচরণে কিম্বা বিধানে নাই। বিশেষতঃ শ্রীরাধা এবং শ্রীগদাধরের ভেদ করিলে সপরিকর শ্রীগৌরগোবিন্দের নিকট অপরাধি হইতে হয়। কারণ তাঁহারা সকলেই একস্বরে শ্রীগদাধরকে সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকাস্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন তাহা দেখান হইয়াছে। শ্রীরাধাগোবিন্দের সর্ব্বপ্রধানা সেবিকা শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীরাধারাণীর হার্দ্দ জানেন, শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদি দ্রব্য দ্বারা অধিক সন্তোষ হন ইহাও জানেন। এইজন্য সেই শ্রীরূপ মঞ্জরীই উক্ত গোস্বামিরূপে প্রসাদি দ্বারা শ্রীরাধিকা পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের অন্যপ্রকার আদেশ নাই অতএব এই বিধি লঙ্ঘন করা শ্রেয়স্কর নহে। কৃষ্ণবর্ণ শ্লোকের একটি বিশেষণে শ্রীগৌর পরিকরের পূজা বিধান করিয়াছেন। যথা—"সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্" অঙ্গ অর্থাৎ অংশ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু উপাঙ্গ—অংশের অংশ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পার্ষদ শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদিকে পূজা করিবে। "এবে অস্ত্র না ধরিল প্রাণে কারে না মারিল, চিত্ত শুদ্ধি করিল সবার" এই প্রমানানুসারে চিত্ত শুদ্ধি কারক শ্রীহরিনামই অস্ত্র। স্ব স্ব প্রিয় নামই কীর্ত্তন করিবে "এবং ব্রতঃ স্ব প্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা" এই বিধান অনুসারে। তবে শ্রীগৌরসুন্দর অনেক নাম দিয়াছেন, কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী তাহাদের মধ্য হইতে "শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতিবর্ণকাঃ। মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ" এই নামকে উল্লেখ করিয়া ইহার বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামি প্রভৃতি ইহার অর্থ নানাপ্রকার করিয়া ভাবোপযোগি করিয়াছেন, শ্রীহরিদাস ঠাকুর এই নামের সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দর পর অর্থ করিয়াছেন। অতএব এই নামের কীর্ত্তন করিলে সপরিকর শ্রীগৌরগোবিন্দের উপাসনা হয় এইজন্য এই নাম কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তবে যে যাহা স্বীয় ভাব অনুকূল মনে করিবেন তিনি তাহাই কীর্ত্তন করিবেন। কিন্তু নাম সম্বন্ধে বিরোধ করিয়া নামাপরাধ সঞ্চয় করা নিজেরই অনিষ্ট কর। কেননা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীগৌরসুন্দরের হরেকৃষ্ণ নাম উপদেশ করিয়া বলিয়াছেন—"সর্ব্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর" অতএব কষ্ট কল্পনা করিয়া এই বাক্যের অন্য অর্থ করার মানে স্বীয়মস্তকে স্বয়ংই কুঠার মারা হয় না কি?

Scanned by TapScanner

আত্মন্! বর্ণিত গ্রন্থ তাৎপর্য্য এই নিশ্চয় হইল। সাধনদীপিকা অনুসারে শ্রীরাধিকার অনুগত হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দযুগলের উপাসনা করিতে হইবে, শ্রীগদাধরের আনুগত্যে শ্রীরাধাগদাধর গৌরাঙ্গ যুগলের উপাসনা করিতে হইবে। শ্রীগৌরসুন্দর কখন শ্রীরাধাভাবে তাঁহার প্রেম আস্বাদন করেন। যখন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ধারণ করেন, তখন শ্রীগদাধর সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকা হইয়া তাঁহার সেবা করেন। যখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণাবেশে থাকেন তখন শ্রীগদাধর শ্রীরাধিকাভাবে তাঁহার সেবা করেন। শ্রীগদাধরের অনুগত ভক্ত শ্রীগদাধর শ্রীরাধারাণী হইলে তাঁহার দাসী হৈয়া সেবা করেন, শ্রীগদাধরের শ্রীরাধা আবেশে তাঁহার সেবক দাসী আবেশে সেবা করেন। আত্মন! এই সিদ্ধান্ত স্বতন্ত্র নহে কি? মনঃ! তবে শুন—"পুরী গোসাঞির বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য, গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্য রস। গদাধর জগদানন্দ স্বরূপের, মুখ্য রসানন্দ, এই চারি ভাবে প্রভুবশ" (চৈঃ চঃ মঃ ২ পঃ) কবিরাজ গোস্বামির এই বিষয় শ্রীমহাপ্রভু এবং শ্রীগদাধরের সন্ন্যাস অবস্থাতে অর্থাৎ উভয়ে সন্ন্যাস অবস্থায় থাকিলেও শ্রীগদাধর শ্রীগৌরসুন্দরকে মধুরভাবেই সেবা করেন। শ্রীরূপ গোস্বামীস্বকৃত রাধাগদাধর অষ্টকে বলেন—"বন্দে রাধাগদাধরম্" প্রেমরত্ন বিভূষিতম্, রসালয়ং রসাধারম্", এই সব বিশেষণে প্রেম এবং রস নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীরাধা-স্বরূপ গদাধরের এবং প্রেম এই রস কি দাস্যাদিভাবের অথবা মধুর ভাবের? শ্রীসনাতন গোস্বামী স্বকৃত শ্রীগদাধরাষ্টকে বিশেষণ দিয়াছেন—"প্রবলমদনযূপং বন্দে রাধাস্বরূপম্" "প্রেমরত্নৈকহারম্" "পরমরসবিলাসম্" এই স্থানে "মদনযূপ" প্রেম "রস" নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহা মধুর রসের বিষয় নহে কি? শ্রীস্বরূপ গোস্বামী স্বকৃত শ্রীগদাধরাষ্টকে বলিয়াছেন—"মহারস স্বরূপকং" "তমুজ্জ্বলাক্ত-চিত্তম্" এইসব বিশেষণ মধুর রসের নহে কি? শ্রীগদাধর শ্রীরাধিকস্বরূপ ধারণ করেন ইহা শ্রীস্বরূপ গোস্বামী স্পষ্টই বলিয়াছেন—"নিজেষু রাধিকাত্মতাবপুঃ প্রকাশনাগ্রহম্" শ্রীচৈতন্যমঙ্গলেও এইরূপই বলিয়াছেন—গৌরদেহে শ্যামতনু দেখেন যখন। গদাধর রাধারূপ হইল তখন॥ ক্ষণে গৌরলীলা গদাধর করি সঙ্গে। ক্ষণে শ্যামলীলা রাধা রাস রসরঙ্গে॥ শ্রীগদাধরের অনুগতজন শ্রীগদাধরের সেই সেই ভাবে মধুর রসের অনুকূলে শ্রীগদাধরের সেবা করেন। তাঁহাদেরও যে মধুর-ভাব ইহা শাখানির্ণয়ে। যথা—পণ্ডিতস্যগণাঃ সর্ব্বে শৃঙ্গারার্থকলেবরাঃ। তাঁহারা পুরুষ কিন্তু কলেবর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব ভাবনাত্মক স্বরূপকেই বলা হইয়াছে। যেমন শ্রীগৌরসুন্দর ভাবের দ্বারা শ্রীরাধা প্রেম আস্বাদন করেন। সেইরূপ শ্রীগদাধরও ভাবে আস্বাদন করান এবং তাঁহার অনুগতজন ভাবদেহেই সেবা করেন। এই বিষয়ে আমার স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত কিছুই নাই। সব আচার্য্যদের প্রমাণেই পাওয়া যাইতেছে। আত্মন্! সর্ব্বশাস্ত্র চক্রবর্ত্তি শ্রীভাগবত দ্বারা সপরিকর শ্রীগৌরগোবিন্দের উপাসনা নির্ণয় করিয়াছেন। এখন উপক্রমাদি দ্বারা নির্ণয় করুন।

Scanned by TapScanner

মনঃ! তবে শ্রবণ কর। উপক্রমে "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্, তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ। তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা, ধাম্না স্বেন সদানিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥ জন্মেতি "ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎজগতি পরতত্ত্বং পরমিহ" এই প্রমণানুসারে আমরা কলির সমস্ত প্রজা মিলিত হইয়া পরং অর্থাৎ পরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরকে ধ্যান করি। "যুগবর্ত্তিভিঃ, মনুজৈরিজ্যতে" এই প্রমাণে কলিযুগের সমস্ত প্রজা গ্রহণ করা হইয়াছে। আত্মন্! এই ব্যাখ্যা যে পূর্ণ স্বতন্ত্র। মনঃ! তবে শুন সৈন্ধব লবণ এবং বড় বড় ঘোড়া সিন্ধুদেশে হয়। কেহ ভোজনে বসিয়া যদি বলে—"সৈন্ধব আন" তখন ঘোড়া তাহার নিকট নিলে তাহা বুদ্ধিমানের কার্য্য কি? আত্মন্! তাহা কিরূপে হয়, বিচারজ্ঞজন লবণই দিবে। মনঃ! তবে বিচার কর, উক্ত মঙ্গলাচরণে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কোন ভগবান্‌কে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ পর শব্দ নানার্থ বাচি এইজন্য প্রকরণ কিম্বা দেশ-কালাদি অনুসারে অর্থ করিতে হইবে। মূলে আছে ধ্যান, পূজার ধ্যানের বিশেষ প্রয়োজন। এদিকে এই ভাগবতই "মনুজৈরিজ্যতে" উক্ত প্রমাণে ধ্যান ও মন্ত্র দ্বারা পূজা বিধান করিয়াছেন। অতএব পরশব্দে পরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরের ধ্যান করিতে বলা কি অনুচিত হইয়াছে? দেখ পরশব্দ যদি কালবাচি করা হয় তাহা হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরকেই পাওয়া যায়। কারণ পূর্ব্বে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ পরে অবতীর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন—"নৈবপ্রাদুরাসীৎবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরং" "পর" শব্দ উৎকৃষ্টার্থে গ্রহণ করিলেও শ্রীগৌরসুন্দরকে পাওয়া যায়। যথা শ্রীসনাতন গোস্বামী বলেন—শ্রীরাধা প্রেমের তত্ত্বাদি জানিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঋণী স্বীকার করিয়াছেন। সেই প্রেম শ্রীগৌরসুন্দর নিজের অনুভবের কা কথা? দীনহীন পতিতজনকেও অনুভব করাইয়াছেন এইজন্য শ্রীগৌরসুন্দরের মহান উৎকর্ষ সিদ্ধ হইল। অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহ প্রসাদতঃ উক্ত শ্রীধর স্বামির অর্থে যথা "পরং পরমেশ্বরং"। এই পরমেশ্বরে পরা, মা ও ঈশ্বর এই তিনটি শব্দ আছে। "দেবী কৃষ্ণময়ী" এই প্রমাণে শ্রীরাধিকা বাচি "পরা" এবং সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী "মা" শব্দ পাওয়া যায়। "ঈশ্বর পরমঃ কৃষ্ণঃ" এই ব্রহ্মসংহিতায় "ঈশ্বর" শব্দ শ্রীকৃষ্ণবাচি। অতএব পরাচাসৌ মা চেতি পরমা, পরমাচাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি "পরমেশ্বর" শব্দ হইল। এইরূপ সমাসে পরমেশ্বর শব্দের অর্থ হয় শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত স্বরূপ। কিন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত স্বরূপ অন্য অবতার ত নয়ই শ্রীকৃষ্ণও নয়। তবে "একীভূতং বপুরবতু বো রাধয়ামাধবস্ত" এই প্রমাণানুসারে শ্রীরাধাগোবিন্দ মিলিত স্বরূপ একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরই উক্ত পরমেশ্বর হন। "নমস্ত্রিকাল সত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ" এই প্রমাণে শ্রীগৌরসুন্দরের সত্যত্বও নিশ্চয় হইল। স্বেন ধাম্নেতি কেহ যদি সাক্ষাৎ ত কা কথা পরম্পরারূপেও শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রয় করেন তবে শ্রীগৌরসুন্দর

Scanned by TapScanner

স্বীয় ধামের দ্বারা আশ্রিতজনের অজ্ঞানরূপ মায়াকপট দূর করিয়া প্রেম পর্য্যন্ত দান করেন। ধাম শব্দে শরীর অঙ্গকান্তি এবং স্থানকে জানিতে হইবে। দৃষ্টান্ত চন্দ্রামৃত প্রভৃতিতে আছে বিস্তার ভয়ে উদ্ধৃত হইল না। জন্মাদ্যস্যেতি শ্রীগৌরসুন্দর হইতে জগতে আদ্য অর্থাৎ শ্রীরাধা প্রেমের জন্ম আবির্ভাব হইয়াছে। বর্ত্তমানেও শ্রীগৌরভক্তের সঙ্গ করিলে বহির্ম্মুখজনও উক্ত প্রেমলাভ করিতে পারে। অভিজ্ঞ অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর জানেন এই প্রেম দ্বারাই কলিজীবের হিত হইবে। অথবা যদিও জানেন হতভাগ্য এই কলিজীবকে পরমভক্ত উদ্ধবাদির দুর্লভ প্রেম দেওয়া উচিত হয় না; তথাপি দিয়াছেন কেন তিনি স্বরাট্ স্বাধীন, অতএব অযোগ্যকেও দিয়াছেন। তেনে ব্রহ্মেতি "বৃহত্ত্বাৎবৃংহনত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্মপরমং বিদুঃ" স্বয়ং বৃহৎ হইয়া অন্যকে বৃহৎ করেন সেই যথার্থ ব্রহ্ম, তাহা একমাত্র প্রেম, কেননা "বিভুরপি কলয়ন্" স্বয়ং বিভু এবং ভক্তকে বিভু করিয়া দেন। এইজন্য ব্যাপক শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিতে সমর্থ হয়। সেই ব্রহ্ম শ্রীগৌরসুন্দর আদিকবি শ্রীরূপ গোস্বামির হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা উক্ত গোস্বামির "হৃদি য যস্য প্রেরণয়া" এই বাক্য দ্বারাই জানা যায়। যেই প্রেমে সার্ব্বভৌম প্রভৃতি বিদ্বানও মোহিত হয়। এই প্রেমের শক্তিতে বস্তুধর্ম্মের বিপরীত করিয়া দেন। পাথরও দ্রব হয়। প্রমাণ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণচিহ্ন শিলা। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেম দান, নাম প্রচার ও সঙ্কীর্ত্তন এই তিনটি সৃষ্টি অমৃষা অর্থাৎ সত্য। এইরূপে উপক্রমের অর্থ হইল। উপসংহারে আছে—কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মমলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা, তদ্রূপেন চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিনা যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাথ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যতঃ তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি॥ কস্মৈ ইতি শ্রীগৌরসুন্দর জ্ঞানের প্রকাশক প্রেমস্বরূপ ভাগবত হৃদয়ে এবং সাক্ষাৎ ও প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামিকে উপদেশ করিয়াছেন। তৎরূপেণ অর্থাৎ শ্রীরূপ গোস্বামী তাহা নারং, তত্ত্বং দদাতীতি নারদঃ অর্থাৎ তত্ত্বদাতা নারদ শ্রীজীব গোস্বামিকে দেন। কৃষ্ণায়েতি শ্রীজীব গোস্বামী তাহা শ্রীগৌরকৃষ্ণের অবতার শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দেন। তিনি ভগবত রাতা শ্রীরামচন্দ্রকে দেন। ভগবৎ রাতের কিম্বদন্তী আছে—এক সময় উক্ত আচার্য্য প্রভু লীলাস্মরণে আবিষ্ট হন। সময় অতীত হইলেও বাহ্যবৃত্তি হন না তখন সকলে অত্যন্ত চিন্তিত হন যে তবে কি আর বাহ্যবৃত্তি হবেন না। সেই সময় উক্ত রামচন্দ্র স্মরণে ব্রজে যেয়ে দেখেন মঞ্জরী স্বরূপে আচার্য্যপ্রভু যমুনাজলে শ্রীরাধিকার বেশর অন্বেষণ করিতেছেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র বেশর অন্বেষণ করিয়া দিয়া পুনঃ দুইজন বাহ্যবৃত্তি হওয়াতে আচার্য্যপ্রভুর পরিজনের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। এই অংশে ভগবৎগণের রক্ষক—রাতা অন্য সব পূর্ব্ববৎ। পুনঃ পুনঃ উক্তিকে অভ্যাস বলে। যথা "ছন্নং কলৌ" ইহা দ্বারা সপ্তমাস্কন্ধে। "শুক্লো রক্তস্তথাপীত" ইহা দ্বারা দশমাস্কন্ধে। "কৃষ্ণবর্ণং" ইহা দ্বারা একাদশাস্কন্ধে শ্রীগৌরসুন্দরকে বলা হইয়াছেন। ইহা দ্বারা অভ্যাস বলা হইয়াছে। যাহাকে শব্দ প্রমাণ বিনা জানা যায় না তাহাকে অপূর্ব্ব বলে।

Scanned by TapScanner

শ্রীগৌরসুন্দর যে ভগবান্ ইহা একমাত্র শ্রুতি পুরাণাদি শব্দ প্রমাণেই জানা যায়। ইহা দ্বারা অপূর্ব্ব নির্দ্দেশক করা হইল। ফলও নির্দ্দেশ করিয়াছে "যজন্তি হি সুমেধসঃ" মন্ত্রজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরঃ ইত্যাদিতে সুমেধা এবং শ্রেয়প্রদ বলাতে ফল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অর্থবাদ বলিতে স্তুতি শ্রীগৌরসুন্দরের স্তুতিও যথা—"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্ট দোহং, তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্। ভিত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ! তে চরণার বিন্দম্।" এই শ্লোকে স্তব এবং ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন শ্রীগৌরসুন্দর সকলেরই ধ্যেয়, সর্ব্বদাই আশ্রিতজনকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন। সেবকের দুঃখ দূরকারী, অভীষ্ট পূর্ণকারী, যাঁহার শ্রীচরণ হইতে তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহাকে ব্রহ্মা শিবও স্তব করেন, শরণাগতপালক, যাহার শ্রীচরণ ভবসমুদ্রের তরণ উপায়, হেন মহাপুরুষ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ বন্দনা করি। (যোগপীঠ) নবদ্বীপ রম্যস্থল, অভিন্ন ব্রজমণ্ডল, শ্রীধামত্রিজগদনুপম। নাম স্মরণে যাহার, হয় প্রেমভক্তি সার, হৃদয়ের নাশে তাপত্রয়॥ বেষ্টিত জাহ্নবী নীরে, মলয় মন্দ সমীরে, উঠে তীরে তরঙ্গ আবলী। চতুর্ব্বিধ কমলে, গুঞ্জত অলিকুলে, তীরে নীরে দ্বিজ করে কেলি॥ পদ্মপুষ্পে সুশোভিত, সুরম্য আরামাবৃত, মধ্যে দিব্য রতন মন্দির। রবি জিনি প্রভা অতি, অভক্ত অসুর প্রতি, সোমজ্যোতি প্রীতিভক্তাদির॥ তার মধ্যে সুবিস্তার, কূর্ম্মপৃষ্ঠ আকার, হেমপীঠে রত্নসিংহাসন। মন্ত্রবর্ণ যন্ত্রান্বিত, ষট্‌কোণ মনোরমিত, তদুপরি দিব্য পুষ্পাসন॥ মধ্যে গৌরকৃষ্ণেশ্বর, দক্ষিণেতে হলধর, বামে গদাধর রাধারূপ। অগ্রে দেব অদ্বৈত, দক্ষিণেতে ছত্র হস্ত, পণ্ডিত শ্রীবাস ভক্তভূপ॥ চতুর্দিকে মহানন্দ, ময় গৌরভক্তবৃন্দ, স্বানন্দাদি সিংহাসন পার্শ্বে। কি মোর অসৎমতি, চরণে না হৈল রতি, ধিক্ রহু এ মোহন দাসে॥ (জন্মলীলা) পিয়ার জনম, দিবস আবেশ, আনন্দে ভরল তনু, নদীয়ানগরে, বৃষভানুপুরে, উদয় করল জনু॥ গদাধর মুখ, হেরি পুন পুন নাচে গোরা নটরায়। ভাব অনুভব, করি সঙ্গি সব, মহামহোৎসব গায়॥ দধির সহিত, হলদি মিলিত, কলসে কলসে ঢালি, প্রিয়গণ নাচে, নানা কাচ কাচে, ঘনদিয়া হুলাহুলি॥ গৌরাঙ্গনাগর, রসের সাগর, ভাবের তরঙ্গতায়। জগত ভাসিল, এ হেন আনন্দে, এ দাস বল্লভ গায়॥

ভাবাঢ্য ভোগারতি গান

ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি। দীন দয়াময় হিতকারী॥ এস এস মহাপ্রভু কর অবধান। ভোজন মন্দিরে প্রভু করহ পয়াণ॥ বামেতে অদ্বৈতপ্রভু দক্ষিণে নিত্যানন্দ। মধ্যে বসি ভোজন করে শচীরনন্দন॥ সাক সুকুতা ভাজি দিয়া সারি সারি। তাহার উপরে দিল তুলসী মঞ্জরী॥ মধ্যে পীত ঘৃত সিক্ত শাল্যান্নের স্তূপ। চারিদিকে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা আর মুদ্গ সূপ॥ বাস্তুক সাক পাক বিবিধি প্রকার। পটল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর॥ চৈ মরিচ সুক্তা দিয়া সব ফলমূলে। অমৃত

Scanned by TapScanner

নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে ॥ কোমল নীম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী। পটল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মান চাকী ॥ নারিকেল শষাছানা শর্করামধুর। মোচাঘণ্ট দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড সকল প্রকার ॥ মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়। সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয় ॥ মুগদবড়া কলাবড়া মাসবড়া মিষ্ট। ক্ষীর পুলি নারিকেল যত পীঠা ইষ্ট ॥ বত্রিশ আঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়। চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতিবড় দৃঢ় ॥ পঁচাশ পঁচাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন পূরিয়া। তিন ভোগের আশেপাশে রেখেছে ধরিয়া ॥ দুই পাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি। চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি ॥ সঘৃত পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি। তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দিল ধরি ॥ দুগ্ধচিড়া দধিচিড়া দুগ্ধ লকলকী সারি সারি। যতেক ধরিল তাহা কহিতে না পারি ॥ বিবিধ মিষ্টান্ন যত আর লুচি পুরি। আনন্দে ভোজন করে নদীয়াবিহারী ॥ ভোজনেতে ভাবাবিষ্ট হৈল গৌরহরি। কুণ্ডতীরে ভোজন করেন কিশোর কিশোরী ॥ ভজ গোবিন্দ মাধব গিরিধারী। কেলি কলারস মনোহারি ॥ শ্রীরাধাকুণ্ডেতে করি জলকেলি স্নান। দিব্য বেশভূষা হরি করে পরিধান ॥ সখী সহ দিব্য বেশ পড়িলেন রাই। ভোগনের সজ্জা তবে করিলেন যাই ॥ চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানা উপহার। দিব্য স্বর্ণপাত্র ভরি ধরে থরে থর ॥ মিষ্টান্ন পক্কান্ন অন্ন সুবাসিত জল। সংস্কার করিয়া ধরে নানা জাতি ফল ॥ শ্রীপট্ট মন্দির মধ্যে করিয়া সাজন। দিব্যাসন দিয়া পরে করেন আহ্বান ॥ সখা সহ কৃষ্ণচন্দ্র করেন ভোজন। পরিবেশে শ্রীরাধিকা আনন্দে মগন ॥ রাধিকার হস্তে ললিতা দেয় বাড়াইয়া। শ্যাম প্রিয় দ্রব্য শ্যাম মুখপানে চাঞা ॥ হাস্য পরিহাস কত সহ সখাগণ। আনন্দে করেন হরি মধ্যাহ্ন ভোজন ॥ ভোজন করিয়া পরে কৈল আচমন। সিংহাসনে বসি করেন তাম্বূল চর্ব্বন ॥ সখীসহ রাই তবে করেন ভোজন। শ্যামের অধরামৃতে অতি হৃষ্ট মন ॥ আচমন করি করেন তাম্বূল চর্ব্বন। শ্যাম সঙ্গে দিব্যাসনে করেন শয়ন ॥ সেবাপরা দাসী করে পাদ সম্বাহন। মনোহর দাসে গায় মঙ্গল ভোজন ॥ ভাব শান্ত পরে প্রভু কৈল আচমন। সুবর্ণ খরিকায় করেন দন্ত শোধন ॥ আচমন সারি প্রভু বসিল সিংহাসনে। কর্পূর তাম্বূল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে ॥ (গদাধর প্রভু শেষ আনন্দ হইয়া। ভোজন করয়ে সব ভক্তবৃন্দ লৈয়া ॥ আচমন করি কৈল তাম্বূল সেবন। ভক্তবৃন্দ সঙ্গে প্রভু পাশে বসিলেন ॥) এ যদুনন্দন অঙ্গে চন্দন মাখয়। সুগন্ধি পুষ্পের মালা দিলেন গলায় ॥ পুষ্পের আরতি করি কৈল নির্ম্মঞ্ছন। চামর ব্যাজন করে প্রিয় ভক্তগণ ॥ কি আনন্দ নদীয়ানগরে নরনারী। উলু উলু জয় দেয় গোরামুখ হেরি ॥ উলু উলু জয় দেয় যত নারীগণ। রতন পালঙ্কে প্রভু কৈলেন শয়ন ॥ ফুলের চৌয়ারি ঘর ফুলের কেওয়ারি। ফুলের রত্ন সিংহাসন চাঁদোয়া মশারি ॥ ফুলের পাপরি সব উড়ে পরে গায়। তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায় ॥ এ যদুনন্দন করে চামর ব্যাজন। গোবিন্দ দাস করেন পাদ সম্বাহন ॥ "ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ" এই শ্লোক ও শ্রীচক্রবর্ত্তী শ্রীগৌরসুন্দরের স্তব বলিয়াছেন। উপপত্তি বলিতে প্রমাণ এবং যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়কে স্থির করা। প্রমাণ "কৃষ্ণবর্ণং" "সুবর্ণবর্ণঃ" "যদাপশ্যঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে—তাহা উল্লেখ হইল না। যুক্তি শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে বলিয়াছেন—"অন্যোহপি ধর্ম্ম" ইত্যাদি অর্থাৎ অধর্ম্মের আধিক্য হইলে অবতার গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া সতের রক্ষা করেন। শ্রীগৌরসুন্দর কলির ধর্ম্ম হরিনাম দিয়া জীবকে রক্ষা করিয়াছেন। এইজন্য ভাগবতের উপক্রমাদি দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ ভগবান্ ইহা নিশ্চয় হইল। এই গ্রন্থের প্রমাণ সব গোস্বামিকৃত এবং তাহাদের গৃহীত। অষ্টকের শোধন নিত্যধামগত শ্রীহরিদাস দাসজীর হস্তলিখিত গ্রন্থ অনুসারে করা হইয়াছে, শতনাম ও তাহার গ্রন্থের। ভাষায় যাহা আছে সব প্রকাশকের। ইহাতে যে সব ত্রুটী বিচ্যুতি আছে; সেই দোষ পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। ইতি শ্রীগৌরগদাধর শ্রীচরণে সমর্পনমস্তু।

Scanned by TapScanner